সরকার গ্রন্থমালা নং ১৬

রাজাসিং

তিন অঙ্কাত্ত ঐতিহাসিক নাটক

'পুষ্পবাণ-[illegible] সন্' 'আসলে [illegible]কী' 'মহারাষ্ট্র জাগরণ'
'গুরু-দক্ষিণা' প্রভৃতি গ্রন্থানুবাদক ও প্রণেতা—

শ্রীবিধুভূষণ সরকার।

-:০:-

শ্রীনৃপেন্দ্রকুমার বসু এম্-আর-এ-এস্, এম্-বি-আই-
পি-এস্ (লণ্ডন) কর্ত্তৃক ২৬নং ষষ্ঠীতলা রোড,
(নারিকেলডাঙ্গা) কলিকাতা,
নির্ম্মলা সাহিত্যাশ্রম
হইতে প্রকাশিত।

আশ্বিন, ১৩৩৩ বঙ্গাব্দ, ১৮৪৮ শকাব্দ, ১৯২৬ খৃষ্টাব্দ।

[মূল্য বারো আনা মাত্র

৪২নং সীতারাম ঘোষ ষ্ট্রীট, কলিকাতাস্থ
টাউন প্রেসে
শ্রীবীরেন্দ্র নাথ ঘোষ কর্ত্তৃক মুদ্রিত।

কয়েক খানি পড়িবার মত বই !

১। **কামন্দকীয় নীতিসার**—কামন্দক ও চাণক্য প্রাচীন ভারতের শ্রেষ্ঠ রাজনীতিক গুরু। কামন্দকের নীতি-সার সরল বাংলায় পণ্ডিত শ্রীযুক্ত গণপতি সরকার বিদ্যারত্ন কর্তৃক অনুবাদিত। রাজনীতির এমন শ্রেষ্ঠ প্রামাণ্য গ্রন্থ আর নাই। দেশের উন্নতিকামী প্রত্যেক ব্যক্তিরই একখানি কিনিয়া পাঠ করা উচিত। বিভিন্ন প্রকারের যুদ্ধ-কৌশল ও ব্যূহ রচনার নক্সা সমেত, সুন্দর বোর্ডে বাঁধাই, সুবৃহৎ পুস্তক, দাম মাত্র ১৲ এক টাকা।

২। **রস-নির্ঝর**—কালিদাস, বররুচী প্রভৃতি প্রাচীন মহাকবিগণের আদি রসাত্মক শ্লোকের মূল সমেত সরল পদ্যানুবাদ; তৎসহিত মনোহর কিংবদন্তী ও হাস্য-ঝলমল্ ছোটো ছোটো গল্প। প্রিয়জনকে উপহার দিবার শ্রেষ্ঠ পুস্তক। দুই রঙে ছাপা, সুন্দর বাঁধাই, দাম মাত্র ।৵০ ছয় আনা।

৩। **যজুঃসংস্কার পদ্ধতি**—আনুষ্ঠানিক হিন্দুর দশবিধ সংস্কারের বিরাট নির্ভুল পুস্তক। মূল, ভাষ্য ও প্রাঞ্জল বঙ্গানুবাদ। মূল্য ১৲ এক টাকা।

৪। **দুর্গাপূজা পদ্ধতি**—শাস্ত্র মত যথারীতি দুর্গা প্রতিমা পূজার একমাত্র বিশুদ্ধ বিস্তৃত গ্রন্থ। যাঁহাদের বাড়ী দুর্গা বা বাসন্তী পূজা হয়, তাঁহাদের প্রত্যেকেরই ও প্রত্যেক পুরোহিতেরই এক খণ্ড ক্রয় করিয়া রাখা কর্তব্য। মূল্য এক টাকা।

৫। **শ্রাদ্ধ পদ্ধতি**—শ্রাদ্ধ কার্য্যের একমাত্র অভ্রান্ত ও সম্পূর্ণ পুস্তক। মূল্য ॥৵০ দশ আনা।

৬। **আসলে মেকী**—বিধুবাবু-বিরচিত তিন অঙ্কের হাস্যরসোজ্জ্বল মজাদার প্রহসন। এক একখানি গান নহে ত এক একখানি কোহিনূর। সখের থিয়েটারে অভিনীত হইবার সম্পূর্ণ উপ-যোগী। মূল্য ।/০ পাঁচ আনা মাত্র।

৭। **জ্যোতিষ্ক যোগতত্ত্ব**—ফলিত জ্যোতিষের সর্ব্বোৎকৃষ্ট গ্রন্থ! ১ম সংস্করণ নিঃশেষিত প্রায়। ২য় সংস্করণ যন্ত্রস্থ। মূল্য ১॥০ টাকা।

৮। **সখের সয়তানী**—নৃপেন বাবুর সম্পূর্ণ নূতন ধরণের প্রলয়াত্মকারী ডিটেক্‌টিভ উপন্যাস। এক পৃষ্ঠা পড়িলে আহার-নিদ্রা ভুলিয়া সমস্তটা শেষ করিতেই হইবে। মরোক্কো বাধাই, ২ খানি সুন্দর ছবি, ২১০ পৃষ্ঠার বই, দাম নামে মাত্র এক টাকা।

৯। **মালসা ভোগ**—রস-রচনায় সিদ্ধহস্ত নৃপেন বাবুর এই অপূর্ব্ব বই খানি পাঠ করিয়া একদিকে হাসিতে হাসিতে পেটের নাড়ী ছিঁড়িবে, অন্য দিকে অন্ধেরও চক্ষু ফুটিবে। অনেক গুলি ছবি, বেগুনি কালিতে ছাপা, এই সুমধুর গন্ধপঙ্কজন ভোগ-সামগ্রীর দাম, ।√৫ সওয়া পাঁচ আনা মাত্র।

১০। **ভাদুরে**—(পেটে খিল্-ধরানো হাসির গল্প) √০।

১১। **উপনয়ন-সন্ধ্যা-তর্পণ-পূজা-প্রয়োগ**—(প্রত্যেক নিষ্ঠাবান্ হিন্দুর অবশ্য প্রয়োজনীয়) ।√০।

১২। **মধ্যম রহস্য**—(দৃশ্য কাব্য) √০। ১৩। **মহারাষ্ট্র-জাগরণ**—(পঞ্চাঙ্ক নাটকাকারে ছত্রপতি শিবাজীর জীবন-কথা)—শীঘ্রই বাহির হইবে। ১৪। **গুরু-দক্ষিণা**—দ্রুপদ-বিজয় করিয়া বালক কুরু-পাণ্ডবের দ্রোণাচার্য্যের গুরু-দক্ষিণা দান। ৵০।

প্রধান প্রাপ্তিস্থান—**নির্ম্মলা সাহিত্যাশ্রম**।
২৬নং ষষ্ঠীতলা রোড্ (নারিকেলডাঙ্গা), কলিকাতা।

[গুরুদাস, বরেন লাইব্রেরী, ডি-এম্-লাইব্রেরী, সংস্কৃত বুক ডিপজিটরী, হিতবাদী আফিস্, প্রভৃতি প্রধান প্রধান পুস্তকালয়ে প্রাপ্তব্য।]

নিবেদন

মেবারের শিশোদিয় বংশ ভারতের ইতিহাসে সর্ব্বত্র সুপরিচিত। ঐবংশের অন্যতম উজ্জল জ্যোতিষ্ক মহারাণা রাজসিংহ। "বন্দেমাতরম্" মন্ত্রের ঋষি বঙ্কিমচন্দ্র ঐ মহাপুরুষের জীবন-বৃত্তান্ত হইতে "রাজসিংহ" উপন্যাস সৃষ্টি করিয়াছেন। বঙ্কিম বাবুর অমর লেখনী-প্রসূত "রাজসিংহের" অভিনয়ের উপযোগী গল্পাংশ হইতে আমাদের এই নাটক। ভাষার গল্পাংশ মধ্যে বঙ্কিমবাবুর ভাষা অনেক স্থলে গৃহীত হইলেও অন্যান্য বিষয়ে ইহাতে রচয়িতার নিজস্ব রচনা-কৌশল প্রচুর পরিমাণেই পরিলক্ষিত হইবে।

এই নাটকের নিজের একটু ছোট ইতিহাস আছে। লেখক বেলেঘাটা লাইব্রেরীর একজন পৃষ্ঠপোষক ও প্রতিষ্ঠাতা। এই লাইব্রেরীর সভ্যগণ প্রতিবর্ষে একবার বা দুইবার অভিনয় করেন। তাঁহাদের মধ্যে একরূপ স্থির আছে যে, পারত-পক্ষে তাঁহারা বাহিরের পুস্তক অভিনয় না করিয়া সভ্যদিগের মধ্যে কেহ নাটক লিখিলে অগ্রে তাহারই অভিনয় করিবেন। সন ১৩৩০ সালে সভ্যগণের মধ্যে যাহাদের পুস্তক লিখিবার কথা ছিল তাঁহারা লিখিয়া উঠিতে না পারায় এবং অভিনয়ের সময় নিকটবর্ত্তী হওয়ায়, সভ্যবৃন্দের অনুরোধে গ্রন্থকার চারি দিনের মধ্যে এই পুস্তক লিখিয়া দেন এবং ইহা ১৩৩০ সালে ২০এ পৌষ তারিখে ঐ লাইব্রেরীর ৫ম বার্ষিক অধিবেশনে সভ্যগণ কর্ত্তৃক কৃতিত্বের সহিত অভিনীত হয়। এখনও তাঁহাদের অনুরোধেই ইহা মুদ্রিত হইল।

এই পুস্তক মধ্যে ৩য় অঙ্কের ৩য় দৃশ্যে যে গানখানি আছে, উহা আমার রচনা হইলেও গ্রন্থকার উহা তাঁহার গ্রন্থ-মধ্যে স্থান দিয়া আমার প্রতি তাঁহার অকৃত্রিম ভালবাসার নিদর্শন দেখাইয়াছেন। এই পুস্তকের পাণ্ডুলিপি লেখা হইতে মুদ্রণ-কার্য্য পরিদর্শনাদির ভার লেখক আমার উপর দিয়াই নিশ্চিন্ত আছেন। সুতরাং পুস্তকের দোষগুণের অধিকারী রচয়িতা হইলেও, আমার তাহাতে কিছু অংশ আছে—(বিশেষ করিয়া দোষের)।

এই নাটক গত চৈত্র মাসের পূর্ব্বে বাহির হইবার কথা। গ্রন্থকার ইহা সত্বর মুদ্রিত করিবার ব্যবস্থা করিয়া দিলেও এবং মুদ্রণ-কার্য্য যথা-সময়ে আরম্ভ হইলেও, আমার দুইটি আকস্মিক সাংসারিক বিপদে ইহা বাহির করিতে বিলম্ব ঘটিল। ছাপার যদি ভুল থাকে, সহৃদয় পাঠক তাহা মার্জ্জনা করিয়া লইবেন। ইতি—

আশ্বিন, ১৩৩৩ সাল। | বিনীত,
কলিকাতা। | **প্রকাশক।**

-:0:-

চরিত্র

পুরুষ

রাজসিংহ—উদয়পুরের রাণা।

অনন্তমিশ্র— ঐ গুরুদেব।

জয়সিংহ
ভীমসিংহ } —ঐ পুত্রদ্বয়।

বিক্রম শোলাঙ্কি—রূপনগরের রাজা।

আরংজীব—দীল্লির বাদসা।

মোবারক
সৈয়দ হাসান
বখ্‌ত খাঁ } —ঐ সেনাপতি।

করিম খা—সৈয়দ হাসানের সহচর।

রঙ্গন আলি— ,, বয়স্য।

মহম্মদ খাঁ— ,, সৈন্য।

দিলবাহার— ,, নর্ত্তকী।

মানিকলাল—রাজপুত দস্যু।

আমীরুদ্দিন—জেবউন্নিসার খোজা বান্দা।

উদাসীন, মোগল দূত, মোগল অমাত্যগণ, মোগল সৈন্যগণ, মন্ত্রী, দৌবারিক, সভাসদগণ, সেনাপতি, রাজপুত সৈন্যগণ, রাজপুত অমাত্যগণ, পাল্কীবেহারা, পাইকগণ।

স্ত্রী

চঞ্চলকুমারী—রূপনগরের রাজকন্যা।

নির্ম্মলকুমারী—ঐ প্রধানা সখী।

১ম যুবতী—ঐ সখী।

২য় ,, —ঐ সখী।

৩য় ,, —ঐ সখী।

উদীপুরী—আরংজীবের প্রধানা বেগম।

জেবুন্নিসা—ঐ কন্যা।

পিয়ারী—সৈয়দহাসানের নর্ত্তকী।

মতিওয়ালী, বৃদ্ধা তসবীরওয়ালী, পানওয়ালী, দাসী পরিচারিকা, বাইজীগণ।

রাজ সিংহ।

প্রথম অঙ্ক।

১ম দৃশ্য।

রূপনগরের রাজবাটী।

বৃদ্ধা তস্বীরওয়ালী ও সঙ্গিনী যুবতীগণ।

বৃদ্ধা তস্বীরওয়ালী—(তসবীর প্রদর্শন)

১ মা যুবতী—এ কার তস্বীর আয়ি ?

বৃদ্ধা—এ সাহাজাদা-বাদসাহের তস্বীর।

১ মা যুবতী—দূর মাগী, এ দাড়ী যে আমি চিনি, এ আমার ঠাকুরদাদার দাড়ী !

২ য়া যুবতী—সে কি লো ? ঠাকুরদাদার নাম দিয়ে ঢাকিস্ কেন ? ও যে তোর বরের দাড়ী !

(সকলের হাস্য)

বৃদ্ধা—(একখানি ছবি দেখাইয়া) ও গো বিবিরা, এই দেখ আর একখানা ছবি, এ খানা জাঁহাগীর বাদসার।

৩য়া যুবতী—হ্যাঁ গো আয়ী, এ খানার দাম কত ?

বৃদ্ধা—বেশী নয়, দশ আসরাফ।

৩য়া যুবতী—এত গেল শুধু ছবির দাম! আসল মানুষটা নুরজাহান্ বেগম কত দিয়ে কিনেছিল ?

বৃদ্ধা—বিনামূল্য গো বিনামূল্যে :

৩য়া যুবতী—যদি আসলটারই এই দশা, তবে নকলটা কিছু ঘরের কড়ি দিয়ে দিয়ে যাও।

(সকলের পুনরায় হাস্য)

বৃদ্ধা—(চিত্রগুলি ঢাকিয়া)—হাসিতে মা তস্বীর কেনা যায় না। রাজকুমারী আসুন, তবে আমি তস্বীর দেখাব। তাঁর জন্যেই আমি এ সকল এনেছি।

যুবতীরা (সমস্বরে)—ওগো, আমি রাজকুমারী, ও আয়ী বুড়ী, আমি রাজকুমারী—

[বৃদ্ধা হতভম্ব হইয়া চতুর্দ্দিক চাহিতে লাগিল, পুনরায় হাসির তুফান ছুটিল]

(নির্ম্মলকুমারী ও রাজকুমারী চঞ্চলকুমারীর প্রবেশ)

চঞ্চল—(বৃদ্ধার প্রতি) তুমি কে বাছা ?

১ম যুবতী—উনি তস্বীর বেচ্তে এসেছেন।

চঞ্চল—তা তোমরা এত হাস্ছিলে কেন ?

২য় যুবতী—আমাদের দোষ কি ? আয়ী বুড়ী যত দাড়ীওয়ালা সেকেলে বাদশার ছবি এনে দেখাচ্ছিল, তাই আমরা হাস্ছিলুম। আমাদের রাজরাজড়ার ঘরে কি সাহাজাদা-বাদসাহ কিংবা জাঁহাঙ্গীর-বাদশাহের

তসবীর নেই ?

বৃদ্ধা—থাক্‌বে না কেন গা ? একখানা থাক্‌লে কি আর একখানা কিনতে নেই ? আপনারা নেবেন না তবে আমরা কাঙাল গরীব প্রতিপালন হব কি ক'রে ?

চঞ্চল—কই দেখি আয়ী, তোমার কেমন তস্‌বীর ?

বৃদ্ধা—(তস্‌বীরগুলি দেখাইতে দেখাইতে) এই আক্‌বর বাদ্‌সা, এই জাহাঙ্গীর, এই সাজাহান, এই নূরজাহান, এই নূর্‌মহাল—

চঞ্চল—(সহাস্যে ফিরাইয়া দিয়া) এঁরা আমাদের কুটুম্ব, ঘরে এঁদের তস্‌বীর অনেক আছে। হিন্দু রাজার তস্‌বীর আছে ?

বৃদ্ধা—অভাব কি ? (হিন্দু রাজাগণের তস্‌বীর বাহির করিয়া) এই দেখ রাজা মানসিংহ, রাজা জয়সিংহ, রাজা বীরবল—

চঞ্চল—(সেগুলি ফিরাইয়া দিয়া) এ সব চাই না। এঁরা হিন্দু নন্—এঁরা মুসলমানের চাকর।

বৃদ্ধা—(হাসিয়া) মা, কে কার চাকর তা আমি জানি না। আমার যা আছে দেখাই. পছন্দ ক'রে নাও। (আরও চিত্র দেখাইতে লাগিল)।

চঞ্চল—(চিত্রগুলির কয়েকখানি হাতে লইয়া) আমি এই রাণা প্রতাপ, রাণা অমর সিংহ, রাণা কর্ণ ও যশোবন্ত সিংহের ছবি ক'খানি নিলাম।

(বৃদ্ধা একখানি ছবি গোপন রাখিল)

হাঁগো, ওখানি ঢেকে রাখ্‌লে যে ?

(বৃদ্ধা নিরুত্তর)

ও আয়ী বুড়ী শুন্‌ছ, বলি—ওখানা ঢেকে রাখ্‌লে কেন ?

বৃদ্ধা—(ভীতভাবে করজোড়ে)—আমার অপরাধ নেবেন না রাজ-কুমারী, অসাবধানে ঘটেছে, ওখানা অন্য তসবীরের সঙ্গে এসেছে।

চঞ্চল—অত ভয় খাচ্ছ কেন ? এমন কার তস্‌বীর যে দেখাতে ভয় পাচ্ছ ?

বৃদ্ধা—না মা, এ ছবি দেখে কাজ নেই ; এ আপনার ঘরের দুষ্‌মনের ছবি !

চঞ্চল— কার তস্‌বীর শুনি ?

বুড়ী—(সভয়ে) রাণা রাজসিংহের।

চঞ্চল—(সহাস্যে) বীরপুরুষ স্ত্রীজাতীর কখনও শত্রু নয়। আমি ঐ তস্‌বীরখানাও কিন্‌ব।

(বৃদ্ধা তস্‌বীরখানি তাঁহার হস্তে দিল)

চঞ্চল—(নিরীক্ষণান্তর প্রথমা যুবতীর হস্তে দিয়া) দেখ্‌বার যোগ্য ছবি বটে !

(সকল যুবতীগণ একে একে ছবি খানি হাতে লইয়া তাহার প্রশংসা করিল)।

বৃদ্ধা—ঠাক্‌রুন্‌, যদি বীরের তস্‌বীর নিতে হয়, তবে আর একখানা দিচ্ছি। তাঁর মত পৃথিবীতে বীর কে ? (অন্য একখানি ছবি বাহির করিয়া বৃদ্ধা রাজকুমারীর হাতে দিল)

চঞ্চল—এ কার চেহারা গা ?

বৃদ্ধা—বাদ্‌সাহ আলমগীরের।

চঞ্চল—আচ্ছা, ও খানাও কিন্‌ব। (জনৈক পরিচারিকার প্রতি)

ছবিগুলির দাম দিয়ে বুড়ীকে বিদায় করে দাও।

(পরিচারিকার প্রস্থান)

এস সখিগণ, এখন একটু আমোদ করা যাক্ ।

১মা যু—কি আমোদ বল ?

চঞ্চল—আমি এই আলমগীরের ছবিখানি মাটিতে রাখ্ছি ; সবাই ওর মুখে এক একটি ক'রে বাঁ পায়ের লাথি মার। কার লাথিতে ওর নাক ভাঙে একবার দেখি।

(ভয়ে সখীরা পরস্পর মুখ চাওয়াচাওয়ি করিতে লাগিল)

২য়া যুবতী—ছি ছি, অমন কথা মুখে এনো না, রাজকুমারী ! এ কথা কাক-কোকিলে শুন্লেও রূপনগর-গড়ের একখানি পাথরও বজায় থাক্‌বে না।

(চঞ্চলার সহাস্যে চিত্রখানি মাটিতে রক্ষণ)

চঞ্চল—ওলো, কে লাথি মার্‌বি মার্ ।

(কেহই অগ্রসর হইল না)

নির্ম্মল—(হাসিয়া রাজকুমারীর মুখ টিপিয়া ধরিয়া) অমন কথাটি ব'লো না ভাই !

(চঞ্চলকুমারী আলমগীরের প্রতিমূর্ত্তির উপর লাথি মারিয়া ভাঙিয়া ফেলিল)।

যুবতীগণ—কি সর্ব্বনাশ ! কি কল্লে কি কল্লে ?

চঞ্চল—যেমন ছেলেরা পুতুল খেলে সংসারের সাধ মিটায়, আমি তেমনি মোগল বাদসার মুখে লাথি মারার সাধ মিটোলাম। (নির্ম্মলের প্রতি) সখি নির্ম্মল, ছেলেদের সাধ মেটে—সময়ে তাদের সত্যিকার

ঘর-সংসার হয়, আমার কি সাধ মিট্‌বে না ভাই? আমি কি কখনও জীবন্ত আলমগীর বাদশার মুখে এম্‌নি ভাবে—(নির্ম্মল রাজকুমারীর মুখ চাপিয়া ধরিল। পরিচারিকা ছবির মূল্য আনিয়া বৃদ্ধাকে দিল। মূল্য প্রাপ্তি মাত্র বৃদ্ধার ঊর্দ্ধশ্বাসে পলায়ন)।

চঞ্চল—সখিগণ, তোমরা এখন যাও; কেবল নির্ম্মল থাকুক্।

(নির্ম্মল ব্যতীত সকল সখীর প্রস্থান)

নির্ম্মল, বল্ দেখি এর মধ্যে কাকে তোর বে কর্ত্তে ইচ্ছে করে?

নির্ম্মল—যাকে আমার বে কর্ত্তে ইচ্ছে করে, তার চিত্র ত তুমি পা দিয়ে ভেঙে ফেলেছ!

চঞ্চল—ঔরঙ্গজেবকে?

নির্ম্মল—আশ্চর্য্য হচ্ছ যে?

চঞ্চল—বজ্জাতের ধাড়ী যে! অমন পাষণ্ড যে পৃথিবীতে আর দ্বিতীয়টি জন্মে নি!

নির্ম্মল—সত্যি বল্‌ছি ভাই, বজ্জাতকেই বশ কর্‌তে আমার আনন্দ। তোমার মনে নেই, ছেলেবেলায় আমি বাঘ পুষ্‌তুম? আমি একদিন না একদিন ঔরঙ্গজেবকে বিবাহ কর্‌ব ইচ্ছে আছে!

চঞ্চল—দূর, মুসলমান্ যে! (একখানি ছবি নিরীক্ষণ)

নির্ম্মল—ও ভাই, আমার হাতে পড়্‌লে ঔরঙ্গজেবও হিঁদু ব'নে যাবে।

চঞ্চল—তুই মর্। (ছবিটি দর্শন)

নির্ম্মল—কিছুমাত্র আপত্তি নেই, কিন্তু কার একখানা ছবি তুমি যে পাঁচবার ক'রে দেখ্‌ছ, সেই খবরটুকু নিয়ে তবে আমি মর্‌ব।

চঞ্চল—(রাজসিংহের ছবিখানি অন্য ছবিগুলির মধ্যে মিশাইয়া) ওমা,

কোন্ ছবি আবার পাঁচবার করে' দেখ্‌ছি। মানুষে মানুষের একটা কলঙ্ক দিতে পার্‌লেই কি হয়?

নির্ম্মল—(সহাস্যে) তা ভাই, একখানা তস্‌বীর দেখ্‌ছিলে, তার আবার কলঙ্ক কি? রাজকুমারি, তুমি ঐ রাগটুকু কর্‌লে ব'লেই আমার কাছে ধরা পড়ে গেলে। বলি—কার এমন কপাল প্রসন্ন—তস্‌বীরগুলো দেখ্‌লেই আমি খুঁজে বার কত্তে পারি।

চঞ্চল—ও আক্‌বার সাহের।

নির্ম্মল—আক্‌বার বাদসার নামে রাজ্‌পুতনী ঝাড়ু মারে; ও ত নয়ই। (তস্‌বীরের গোছা হাতে লইয়া একখানি ছবি বাহির করিয়া চঞ্চলের হাতে দিয়া) হাঁ ভাই, এইখানি ত?

চঞ্চল—(রাগ করিয়া ছবি ফেলিয়া) তোর আর কিছু কাজ নেই, তাই তুই লোক্‌কে জ্বালাতন কত্তে সুরু ক'রেচিস্ বুঝি। যা দূর হ'—

নির্ম্মল—দূর হচ্ছি না। তা রাজ্‌কুমারী, ওই বুড়োর ছবিতে তুমি দেখ্‌বার এত কি পেয়েছ বল দেখি?

চঞ্চল—বুড়ো! তোর চ'খে কি চাল্‌শে ধর্‌ল নাকি?

নির্ম্মল—(হাসিয়া) তা ছবিতে বুড়ো না দেখাক্, লোকে বলে—মহারাণা রাজসিংহের বয়স অনেক হ'য়েছে। তাঁর ছুটি ছেলেও বেশ উপযুক্ত হ'য়েছে।

চঞ্চল—ওমা, ওকি রাজসিংহের ছবি? তা অত শত কে জানে ভাই।

নির্ম্মল—নিজে বেছে এখুনি কিন্‌লে—আর কিছু জান না সখি! তা মানুষটার বয়সও হ'য়েছে, এমন যে খুব সুপুরুষ তাও নয়। তবে দেখ্‌ছিলে কি বলত?

চঞ্চল—(সুরে) গোরী সম্‌ঝে ভসম্‌ভার,
পিয়ারী সম্‌ঝে কালা,
শচী সম্‌ঝে সহস্রলোচন,
বীর সম্‌ঝে বীরবালা।
গঙ্গা গর্জ্জন শম্ভু জট্‌ পর্‌,
ধরণী বৈঠত বাসুকী ফণ্‌মে,
পবন হওত আগুন-সখা,
বীর ভজত যুবতী মন্‌মে।

নির্ম্মল—এখন আমি দেখ্‌ছি—তুমি নিজের মরণের ফাঁদ পেতেছ। রাজসিংহকে ভজ্‌লে তাকে কি কখনও পাবে?

চঞ্চল—লোক পাবার জন্যেই কি ভজে! তুমি কি পাবার জন্য ঔরংজীব বাদ্‌শাকে ভজেছ!

নির্ম্মল—আমি ঔরংজীব ভজেছি, যেমন বেড়াল ইঁদুর ভজে। আমি যদি ঔরংজীবকে না পাই, তা নয়—আমার বেড়ালখেলাটা এ জন্মের মত অপূর্ণ রয়ে গেল। তোমারও কি তাই নাকি?

চঞ্চল—আমারও না হয় সংসারের খেলাটা এ জন্মের মত অপূর্ণ রয়ে গেল!

নির্ম্মল—বল কি রাজকুমারী। ছবি দেখে কি এত হয়?

চঞ্চল—কি সে কি হয়, তা তুমি আমি কি জানি ভাই! কি হ'য়েছে তাই কি জানি!

দ্বিতীয় দৃশ্য।

জেবুন্নিসার বিলাস-মন্দির।

জেবুন্নিসা ও মোবারক।

মোবারক।—সাহাজাদি, আমি কাল প্রভাতেই কিছু দিনের জন্ম দূর দেশে যাত্রা কর্‌ব।

জেবু।—দূর দেশে যাবে? কই সে কথা ত আমাকে পূর্ব্বে কিছু বল নি?

মোবা।—আজ সে কথা নিবেদন কত্তে এসেছি।

জেবু।—কোথায় যাবে!

মোবা।—রাজপুতানার রূপনগরের রাওসাহেবের কন্যা চঞ্চলকুমারীকে মহিষী কর্‌বার জন্ম সাহানসার মর্জ্জি হয়েছে, তাকে আনায়ন কর্‌বার জন্ম ফৌজ নিয়ে আমি যাত্রা কর্‌ছি।

জেবু।—এ বিষয়ে তোমাকে আমার কিছু বল্‌বার আছে। দেখ, তুমি যে আমায় ছেড়ে চ'লে যাবে, সে কথা মনে ভেবে আমার বড় কষ্ট হচ্ছে। তুমি আমার প্রাণাধিক, তোমাকে যতক্ষণ দেখি, ততক্ষণ আমি সুখে থাকি। তুমি পালঙ্কের উপর এসে ব'স, আমি তোমাকে আতর মাখাই। (মোবারককে পালঙ্কে বসাইয়া স্বহস্তে আতর মাখাইতে লাগিল) এখন সেই রূপনগরের কথা শোন। জানি না, রূপনগরীর পিতা তাকে ছেড়ে দেবে কিনা; কিন্তু ছেড়ে যদি না দেয় তবে তাকে জোর করে ধরে নিয়ে আস্‌বে।

মোবা।—বাদসা ত আমাদের এরূপ আদেশ দেননি, সাহাজাদি।

জেবু।—এ স্থলে আমাকেই না হয় বাদসা মনে কর্‌লে। যদি বাদসার এরূপ অভিপ্রায় না হবে, তবে ফৌজ সঙ্গে পাঠাচ্ছেন কেন?

মোবা।—পথের বিঘ্ন নিবারণ কর্‌বার জন্য।

জেবু।—আলমগীর বাদসার ফৌজ যে কাযে যাবে, সে কাযে তারা নিস্ফল হবে? তোমরা যেরূপে পার রূপনগরীকে ধরে নিয়ে আস্‌বে। বাদসা যদি তাতে নারাজ হন, তবে আমি আছি।

মোবা।—আমার পক্ষে এই হুকুমই যথেষ্ট: তবে আপ্‌নার এরূপ অভিপ্রায় কেন হচ্ছে জান্‌তে পালে, আমার বাহুতে অধিকতর বলের সঞ্চার হয়।

জেবু।—সেই কথাটাই আমি বল্‌তে চাচ্ছিলাম। এই রূপনগর-ওয়ালীকে আমার কৌশলক্রমেই তলব হয়েছে।

মোবা।—আপনার মতলবখানা কি?

জেবু।—মতলব এই যে, উদীপুরী বেগমের রূপের বড়াই আর সহ্য হয় না। শুন্‌লুম—রূপনগরওয়ালী আরও খুব্‌সুরৎ। যদি হয়, তবে উদীপুরীর বদলে সে-ই বাদসাহের উপর প্রভুত্ব কর্‌বে। আমি তাকে আনাচ্ছি এ কথা জান্‌লে রূপনগরওয়ালী আমার বশীভূত থাক্‌বে। তাহ'লে আমার একাধিপত্যের যে একটু কণ্টক আছে তা' দূর হবে। তা' তুমি যাচ্ছ ভালই হ'য়েছে। যদি দেখ যে, সে উদীপুরী অপেক্ষা সুন্দরী—

মোবা।—আমি হজরৎ বেগমসাহেবাকে ত কখনও দেখিনি।

জেবু।—দেখ্‌তে চাও ত দেখাতে পারি। এই পর্দ্দার আড়ালে লুকোতে হবে।

মোবা।—ছিঃ!

জেবু।—(হাসিয়া) দীল্লিতে তোমার মত ক'টা বাঁদর আছে? তা যাক্, আমি তোমায় যা বলি শোন; জীবন্ত উদীপুরী না দেখ, আমি তার তস্বীর দেখাচ্ছি। কিন্তু রূপনগরীকে ভালো করে' দেখো; যদি তাকে উদীপুরীর চেয়ে বেশী সুন্দরী বোঝ, তাহ'লে তাকে জানাবে যে, আমারই অনুগ্রহে সে বাদসাহের বেগম হ'তে পাচ্ছে। আর যদি দেখ, সেটা দেখ্‌তে তেমন নয়—

মোবা।—যদি দেখি, দেখতে ভাল নয়, তবে কি কর্‌ব?

জেবু।—তুমি বড় বিয়ে ভালবাস, নিজে নয় বিয়ে ক'রে ফেলো। বাদসা যাতে অনুমতি দেন তা আমি কর্‌ব।

মোবা।—অধমের প্রতি কি আপনার একটু ভালবাসাও নেই?

জেবু।—বাদসাজাদীদের আবার ভালবাসা?

মোবা।—আল্লা তবে বাদসাজাদীদের কি জন্য সৃষ্টি ক'রেছেন?

জেবু।—সুখের জন্য। ভালবাসা দুঃখ মাত্র।

মোবা।—কিন্তু যিনি বাদসার বেগম হবেন, তাঁকে আমি দেখ্‌ব কি প্রকারে?

জেবু।—কোন কল-কৌশলে।

মোবা।—শুন্‌লে বাদসা কি বল্‌বেন?

জেবু।—সে দায়-দোষ আমার।

মোবা।—আপনি যা বল্লেন তাই কর্‌ব, কিন্তু এ গরীবকে একটু ভালবাস্‌তে হবে।

জেবু।—বল্লুম না তুমি আমার প্রাণাধিক?

মোবা।—ভালবেসে বলেছেন কি ?

জেবু।—বলেছি ত—ভালবাসায় গরীব-দুঃখীর দুঃখ। সাহাজাদীরা সে দুঃখ স্বীকার কত্তে নারাজ।

মোবা।—(মর্ম্মাহত হইয়া) তাহ'লে সাহাজাদী, আমায় বিদায় দিন।

(প্রস্থান)

জেবুন্নিসা।—

[গীত]

ফুলের হাসি ভালবাসি ফুলের হাওয়া মাখি গায়।
ফুলের মাঝে ফুলের সাজে ফুলরাণী সাজি তায়॥
আমার তরে ধীরে ধীরে মন্দ বহে ফুর্‌ফুরে বায় ;
আকাশে শারদ শশী খেলা করে তারা-মালায়॥
কোকিল পঞ্চম স্বরে—আদর কোরে তান ধোরে
কুহু কুহু মধুর গীতি আমারে শুনায়।
আশে আমার প্রণয়-মধু, কত শত প্রেমিক বঁধু—
সোহাগ ভরে আদর কোরে লুটায় আমার পায়॥

(গাহিতে গাহিতে প্রস্থান)

তৃতীয় দৃশ্য।

চঞ্চলকুমারীর কক্ষ।

(সাশ্রুনয়নে চঞ্চলকুমারী একখানি চিত্র লইয়া নির্ম্মলকুমারীর সহিত প্রবেশ।)

নির্ম্মল—সখি, এখন উপায় ?

চঞ্চল—উপায় যাই হোক্,—আমি মোগলের দাসী কখনই হব না।

নির্ম্মল—তোমার অমত তা ত জানি, কিন্তু আলমগীর বাদসার হুকুম। রাজার সাধ্য কি যে অন্যথা করেন ? উপায় নেই, সখি, উপায় নেই। বাধ্য হ'য়ে তোমাকে এ পরাজয় স্বীকার কত্তেই হবে। আর স্বীকার করা ত সৌভাগ্যের বিষয় ! যোধপুর বল—অম্বর বল—রাজা বাদসাহ ওমরাহ নবাব সুবা যা বল, পৃথিবীতে এত বড় লোক কে আছে যে, তার কন্যাকে দীল্লির তক্তে বসাতে বাসনা করে না ? পৃথিবীশ্বরী হ'তে তোমার এত অসাধ কেন ভাই ?

চঞ্চল—(রাগত ভাবে) তুই এখান থেকে চলে যা !

নর্ম্মল—আমি না হয় চলে গেলাম, কিন্তু যার দ্বারা প্রতিপালিত হচ্ছি, আমাকে তাঁর হিত খুঁজ্‌তে হয়। তুমি যদি সহজে দীল্লি না যাও, তবে তোমার বাপের দশা কি হবে তা কি একবার ভেবেছ ?

চঞ্চল—ভেবেছি। আমি যদি না যাই, আমার পিতার কাঁধে মাথা থাক্‌বে না—রূপনগরের গাড়ের একখানি পাথরও বজায় থাক্‌বে না। তা ভেবেছি,—আমি পিতৃহত্যা কর্‌ব না। বাদসার ফৌজ এলে,

আমি তাদের সঙ্গে দীল্লি যাত্রা করব—এই স্থির করেছি।

নির্ম্মল—আমিও সেই পরামর্শ দিচ্ছিলাম।

চঞ্চল—তুই কি মনে ক'রেছিস্ যে, আমি দীল্লিতে গিয়ে মুসলমান্ বানরের শয্যায় শয়ন করব? হংসী কি বকের সেবা করে?

নির্ম্মল—তবে কি করবে?

চঞ্চল—(হস্তে একটি অঙ্গুরী দেখাইয়া) এই আংটির ভিতর বিষ আছে তা ত জানিস্? দীল্লির পথে এই বিষ পান ক'রে প্রাণত্যাগ করব।

নির্ম্মল—আর কি কোন উপায় নেই ভাই?

চঞ্চল—আর উপায় কি সখি? কে এমন বীর পৃথিবীতে আছে যে, আমার উদ্ধার ক'রে প্রবল প্রতাপান্বিত দীল্লীশ্বরের সঙ্গে শত্রুতাচরণ করবে? রাজপুতনায় কুলাঙ্গার সকলেই মোগলের ক্রীতদাস! আর কি সংগ্রাম আছে, আর কি প্রতাপ আছে!

নির্ম্মল—কি বল রাজকুমারী? সংগ্রাম কি প্রতাপ যদি থাকত, তবে তারাই বা তোমার জন্য সর্ব্বস্ব পণ ক'রে দীল্লির বাদসার সঙ্গে বিবাদ করবে কেন? পরের জন্য কেউ সহজে সর্ব্বস্ব পণ করে না। তবে প্রতাপ নাই, সংগ্রাম নাই রাজসিংহ আছে। কিন্তু রাজসিংহই বা তোমার জন্য সর্ব্বস্ব পণ করবে কেন? বিশেষ তুমি মাড়বারের ঘরানা।

চঞ্চল—সে কি! বাহুতে বল থাকলে, কোন্ রাজপুত শরণাগতকে রক্ষা করে না? আমি তাই ভাবছি নির্ম্মল, আমি এ বিপদে সেই সংগ্রাম-প্রতাপের বংশ-তিলকেরই শরণ গ্রহণ করব; তিনি কি

আমায় রক্ষা কর্‌বেন না? (ছবিখানি দেখাইয়া) দেখ সখি, এ রাজকান্তি দেখে তোর কি বিশ্বাস হয় না যে, ইনি অগতির গতি—অনাথার রক্ষক? আমি যদি এঁর শরণ নিই, ইনি কি আমায় রক্ষা করতে পরাঙ্মুখ হবেন?

নির্ম্মল—রাজকুমারী, যে বীর তোমাকে এ বিপদ হ'তে রক্ষা করবেন, তাকে তুমি কি দেবে?

চঞ্চল—কি দেব' সখি? আমার দেবার মত কি আছে! আমি যে অবলা।

নির্ম্মল—কেন, তোমার তুমি আছ!

চঞ্চল—দূর হ।

নির্ম্মল—তা রাজার ঘরে অমন হ'য়ে থাকে। তুমি যদি রুক্মিণী হ'তে পার, যদুপতি এসে অবশ্যই উদ্ধার কত্তে পারেন।

চঞ্চল—তাঁকে আমি পাব—আমি তেমন ভাগ্য করেছি? আমি বিকোতে চাইলে, তিনি কি কিন্‌বেন!

নির্ম্মল—সে কথার বিচারক তিনি, ভাই, আমরা নই। রাজসিংহের বাহুতে শুনেছি বল আছে, তাঁর কাছে কি দূত পাঠান যায় না! গোপনে—কেউ না জান্‌তে পারে, এরূপ ভাবে কোন দূত কি তাঁর কাছে যায় না?

চঞ্চল—হাঁ যেতে পারে। তুমি আমার গুরুদেবকে ডাক্‌তে পাঠাও। আমায় আর কে তেমন ভালবাসে?

(জনৈক সখির প্রবেশ)

সখি—রাজকুমারী, একজন মতিওয়ালী মতি বেচ্‌তে এসেছে।

চঞ্চল—এখন আমার মতির ঠিক নাই, মতি কিন্‌বো কি? যাও, ফিরিয়ে দাও।

সখি।—আমরা ফিরাবার চেষ্টা করেছিলুম, কিন্তু সে কিছুতেই ফির্‌লো না। বোধ হ'ল আপনার সঙ্গে দেখা করা তার বিশেষ দরকার।

চঞ্চল।—আচ্ছা যাও, তবে নিয়ে এসো।

(সখির প্রস্থান ও কিছু পরে মতিওয়ালী দেবীকে সঙ্গে লইয়া প্রবেশ)

কই গো, কি মতি এনেছ দেখি! (মতি দেখিয়া)—এই ঝুটা মতি দেখাবার জন্য তুমি এত জেদ কর্‌ছিলে?

মতিওয়ালী।—না, আমার আরও দেখাবার জিনিষ আছে; কিন্তু সেগুলি একটু নিরিবিলি না হ'লে দেখাতে পার্‌ব না:

চঞ্চল।—আমি একা তোমার সঙ্গে কথা কইতে পার্‌ব না; অন্ততঃ একজন সখি আমার সঙ্গে থাক্‌বে। নির্ম্মল থাক্, (অন্য সখির প্রতি) তুমি একটু বাইরে যাও।

(নির্ম্মল ব্যতীত অন্য সখির প্রস্থান ও মতিওয়ালী কর্ত্তৃক যোধপুরী বেগমের পাঞ্জা প্রদর্শন)

চঞ্চল।—(দেখিয়া ও পড়িয়া) এ কি, এ পাঞ্জা তুমি কোথায় পেলে? তোমার নাম কি?

মতি।—যোধপুরী বেগম আমাকে দিয়েছেন। আমার নাম দেবী।

চঞ্চল।—তুমি তাঁর কে?

মতি।—আমি তাঁর বাঁদী।

চঞ্চল।—এ পাঞ্জা নিয়ে এখানে এসেছ কেন?

মতি।—যোধপুরী বেগম আমাকে এখানে পাঠিয়েছেন। তিনি আর

রাজপুত কন্যার সর্ব্বনাশ দেখ্‌তে চান্ না। আপনাকে মহিষী কর্‌বার অভিপ্রায়ে দীল্লি নিয়ে যাওয়ার কথাটা ভাণ মাত্র; প্রকৃত উদ্দেশ্য— আপনি আলমগীর বাদশাহের তস্‌বীর বাম পদাঘাতে ভগ্ন করেছেন, তারই প্রতিশোধ নেওয়া। আপনাকে দীল্লিতে নিয়ে গিয়ে মহিষী করার পরিবর্ত্তে উদীপুরী বেগমের তামাক সাজার বাঁদী করা হবে,— এই প্রকৃত উদ্দেশ্য।

চঞ্চল।—তোমার এই পরিশ্রমের পুরস্কার গ্রহণ কর। (প্রদান)। যোধপুরী বেগমকে আমার নমস্কার জানিয়ে ব'লো যে, আমি তাঁর উপদেশ-বাণীতে বিশেষ উপকৃত ও অনুগৃহীত হলেম। যদি ভগবান্ দিন দেন, তখন এই সৎ উপদেশের প্রতিদান দেবার চেষ্টা করব।

(অভিবাদান্তে পাঞ্জাখানি ফেলিয়া মতিওয়ালী দেবীর প্রস্থান)

(নির্ম্মলের প্রতি) সখি, কাউকে দিয়ে গুরুদেবকে ডাক্‌তে পাঠাও।

নির্ম্মল।—কে আছ? (জনৈক সখির প্রবেশ) গুরুদেব অনন্তমিশ্রকে এখানে সসম্মানে নিয়ে এস।

চঞ্চল।—নির্ম্মল, দেবীকে ডাক্, সে পাঞ্জাখানা ফেলে গেছে।

নির্ম্মল।—ফেলে যায় নি; বোধ হ'ল যেন ইচ্ছাপূর্ব্বক রেখে গেছে।

চঞ্চল।—এ পাঞ্জা নিয়ে আমি কি করব?

নির্ম্মল।—এখন রেখে দাও, কোন-সময়-না-কোন-সময় যোধপুরীকে ফেরৎ দিতে পার্‌বে।

চঞ্চল।—তা' যাই হ'ক্, বেগমের কথায় আমার প্রাণে বড় সাহস বাড়্‌ল, সখি। আমরা দুটি বালিকায় কি পরামর্শ কচ্ছিলাম—তা ভাল কি

মন্দ—ঘট্‌বে কি না ঘট্‌বে—কিছুই বুঝ্‌তে পাচ্ছিলাম না। এখন সত্যিই সাহস পেলাম। রাজসিংহের আশ্রয় গ্রহণ করাই যুক্তিযুক্ত!

নির্ম্মল।—সে ত অনেক কাল জানি, কিন্তু আমার মনে ভাই ভরসা হচ্ছে না।

চঞ্চল।—তুই বলিস কি? আর্য্য-সন্তান বীরকুলতিলক অবলা শরণাগতাকে আশ্রয় দিতে বিমুখ হবেন? এ কখনই হ'তে পারে না।

(অনন্তমিশ্রের প্রবেশ)

অনন্ত।—মা-লক্ষ্মী, আমাকে স্মরণ ক'রেছ কেন মা?

চঞ্চল।—(প্রণামান্তর) গুরুদেব, আমাকে বাঁচাবার জন্য। এ পৃথিবীতে আর কেউ নেই যে আমাকে বাঁচায়!

অনন্ত।—(হাসিয়া) বুঝেছি, রুক্মিণীর বিয়ে, তাই পুরোহিত বুড়োকে দ্বারকায় যেতে হবে। দেখ দেখি মা, লক্ষ্মীর ভাণ্ডারে কিছু আছে কি না—পথ খরচটা জুট্‌লেই আমি উদয়পুর যাত্রা করি।

(চঞ্চল আস্‌রফিভরা একটি জরীর থলে বাহির করিয়া অনন্তের হস্তে প্রদান করিলেন।)

অনন্ত।—(পাঁচখানি আসরফি বাহির করিয়া লইয়া)—পথে অন্নই খেতে হবে—আস্‌রফি ত খেতে পার্‌ব না মা। একটা কথা বলি, পার্‌বে কি?

চঞ্চল।—আমাকে আগুনে ঝাঁপ দিতে বল্লেও, আমি এ বিপদ হ'তে উদ্ধার হবার জন্য তাও কত্তে প্রস্তুত। কি আজ্ঞা করুন!

অনন্ত।—রাণা রাজসিংহকে একখানা পত্র লিখে দিতে পার্‌বে?

চঞ্চল।—আমি বালিকা—পুরস্ত্রী, তাঁর কাছে অপরিচিতা, কি প্রকারে পত্র লিখি? কিন্তু আমি তাঁর কাছে যে ভিক্ষা চাচ্ছি, তা'তে লজ্জারই বা স্থান কই! আচ্ছা লিখ্‌ব।

অনন্ত।—আমি লিখিয়ে দেব, না তুমি নিজে লিখ্‌বে?

চঞ্চল।—না, আপনিই ব'লে দিন্।

নির্ম্মল।—তা হবে না ভাই, এ বামুনে বুদ্ধির কাজ নয়—এ মেয়েলী বুদ্ধির কাজ। আমরা নিজেই পত্র লিখ্‌ব। ঠাকুর মশাই, আপনি প্রস্তুত হ'য়ে আসুন।

অনন্ত।—আচ্ছা আমি ততক্ষণ রাজাকে আশীর্ব্বাদ ক'রে আসি, আর তাঁর কাছ থেকে একখানা পরিচয় পত্র লিখিয়ে আনি। তোমরা শীঘ্র করে পত্র খানা লিখে শেষ কর। (প্রস্থান)

নির্ম্মল।—এস ভাই, আমরা ততক্ষণ পত্রখানা লিখে রাখি।

(উভয়ে পত্র লিখিতে প্রবৃত্ত হওন)

চঞ্চল।—এ পত্র পেয়ে রাণা আমার প্রার্থনা কখনই প্রত্যাখ্যান করবেন না।

নির্ম্মল।—না করলেই মঙ্গল।

(অনন্তের পুনঃ প্রবেশ)

অনন্ত।—কি মা, তোমাদের পত্র লেখা হয়েছে?

চঞ্চল।—আজ্ঞে হাঁ। (পত্র খানি ও একটি মুকুতাবলয় বাহির করিয়া ব্রাহ্মণের হস্তে দিয়া) রাণা পত্র পড়লে আমার প্রতিনিধি স্বরূপ আপনি এই রাখী বেঁধে দেবেন। যিনি রাজপুতকুলের চূড়া, তিনি কখনও রাজপুত-কন্যার প্রেরিত রাখী অগ্রাহ্য করবেন না।

অনন্ত।—হ্যাঁ মা, তাই করব। আশীর্ব্বাদ করি, তোমার ইচ্ছা জয়যুক্ত হ'ক, মা সর্ব্বমঙ্গলা তোমার মঙ্গল করুন। (উভয়ের প্রণাম)।

চতুর্থ দৃশ্য।

উদয়পুরের নিকটস্থ পার্ব্বত্য পথ।

চারিজন বণিকবেশধারী দস্যু ও অনন্ত মিশ্রের প্রবেশ।

দস্যু।—(অনন্তকে লক্ষ্য করিয়া) তুমি যাবে কোথায় ?

অনন্ত।—উদয়পুর যাব।

১ম দস্যু।—আমরাও উদয়পুর যাব। ভাল হয়েছে, একত্রে যাই চল।

অনন্ত।—উদয়পুর আর কতদূর মশাই ?

১ম দস্যু।—অতি নিকটেই অবস্থিত। আজ সন্ধ্যার মধ্যেই উদয়পুর পঁহুছিতে পারব। এ সকল স্থান রাণারই রাজ্যভুক্ত।

(সকলে দুই এক পদ অগ্রসর হইলেন)

২য় দস্যু।—(অনন্তের প্রতি) তোমার ঠেঙে টাকা কড়ি কি আছে ?

অনন্ত।—আমি ভিক্ষুক ব্রাহ্মণ, আমার কাছে আর কি থাকবে বাবা !

২য় দস্যু।—যা কিছু আছে, আমাদের নিকট দাও, নইলে এখানে রাখতে পারবে না।

অনন্ত ।—আজ্ঞে, আজ্ঞে—আমি ভিক্ষুক, আমার কাছে আর কি থাক্‌বে বলুন ?

(ছদ্মবেশী বণিকগণ ব্রাহ্মণের বুকে হাঁটু দিয়া বসিয়া তাহাকে চাপিয়া ধরিল ও তাঁহার গাঁটরী কাড়িয়া লইল এবং গাঁটরী হইতে চঞ্চল-প্রেরিত বলয়, দুই খানি পত্র, এবং আস্‌রফি হস্তগত করিল ।)

১ম দস্যু ।—আর ব্রহ্মহত্যা ক'রে কাজ নেই । ওর যা' ছিল, তা' পেয়েছি, এখন ওকে ছেড়ে দে ।

২য় দস্যু ।—না, ছেড়ে দেওয়া হবে না । ব্রাহ্মণ তাহ'লে এখনই একটা গোলযোগ কর্‌বে । আজকাল রাণা রাজসিংহের বড় দৌরাত্ম্য ; তাঁর শাসনে বারপুরুষে আর অন্ন ক'রে খেতে পারে না । ওকে ঐ গাছে বেঁধে রেখে যাই চল ।

(ব্রাহ্মণের হস্ত-পদ বন্ধন করিয়া ও মুখে কাপড় গুঁজিয়া দিয়া বৃক্ষকাণ্ডের সহিত বন্ধন)

১ম দস্যু ।—চল, এইবার জিনিষ পত্রগুলো সকলে মিলে ভাগ ক'রে নেওয়া যাক্ । (চারিজনের প্রস্থান)

(অপর দিক্ দিয়া অশ্বারোহীবেশে রাজসিংহের অনন্ত মিশ্রের নিকট আগমন ও তাঁহাকে বন্ধন মুক্ত করন)

রাজ ।—ব্রাহ্মণ, কি হ'য়েছে অল্প কথায় বলুন ?

অনন্ত ।—(প্রকৃতিস্থ হইয়া) চারজন বণিক বেশধারী পুরুষের সঙ্গে আমি একত্র আস্‌ছিলুম, তাদের চিনি না—পথের আলাপ, তারা এইখানে এসে মেরে ধ'রে আমার যা কিছু ছিল কেড়ে নিয়ে গেছে ।

রাজ ।—কি কি নিয়ে গেছে ?

অনন্ত।—এক গাছি মুক্তার বালা, কয়েকটি আস্‌রফি, দুই খানি পত্র!

রাজ।—আপনি এখানে থাকুন; ওরা কোন দিকে গেল আমি দেখে আসি।

অনন্ত।—আপনি যাবেন কি ক'রে? তারা চারজন, আপনি একা।

রাজ।—দেখ্‌ছেন না আমি রাজপুত সৈন্য! (প্রস্থান)

পঞ্চম দৃশ্য।

পর্ব্বতের সানু দেশ।

[চার জন দস্যু লুণ্ঠিত দ্রব্য বণ্টনে রত। রাজসিংহ গোপনে ধীরে ধীরে প্রবেশ করিয়া বনমধ্যে বর্শা লুকাইলেন, পরে অসি নিষ্কাসিত করিয়া দক্ষিণ হস্তে দৃঢ় মুষ্টিতে ধারণ করিলেন, বাম হস্তে পিস্তল লইলেন এবং পশ্চাৎ দিক হইতে নিঃশব্দে অগ্রসর হইয়া তরবারী দ্বারা দলপতির মস্তকে আঘাত করিলেন। দলপতি পঞ্চত্ব প্রাপ্ত হইল। দ্বিতীয় দস্যুর মস্তকে পদাঘাত করিলেন. সে মূর্চ্ছিত হইয়া ভূতলে পতিত হইল। তৃতীয় দস্যু একখানি প্রস্তর তুলিয়া রাজসিংহকে মারিতে উদ্যত হইলে তিনি পিস্তল ছুড়িলেন; সে আহত হইয়া তৎক্ষণাৎ প্রাণত্যাগ করিল। অবশিষ্ট দস্যু মাণিকলাল বেগতিক দেখিয়া ঊর্দ্ধশ্বাসে পলায়নপর হইল। রাজসিংহও পশ্চাদ্ধাবন করিলেন। এই সময়ে রাজসিংহের লুক্কাইত বর্শা মাণিকলালের পায়ে ঠেকিল; সে তৎক্ষণাৎ তাহা তুলিয়া লইয়া দৌড়িল। *]

* এই দৃশ্যটি বায়োস্কোপের ন্যায় মূক অভিনয় হইবে।

পট-পরিবর্ত্তন।

[একদিক দিয়া বর্ষা হস্তে দস্যু মানিকলাল ও অপরদিক দিয়া রাজসিংহের প্রবেশ]।

মানিকলাল— (বর্ষা লক্ষ্য করিয়া) মহারাজ! আমি আপনাকে চিনি, ক্ষান্ত হ'ন্, নইলে এই বর্ষায় বিদ্ধ কর্‌ব।

রাজসিংহ—তুমি যদি আমাকে বর্ষা মার্‌তে, তাহ'লে আমি তা বাম হাতে ধর্‌তুম; কিন্তু তুমি তা মার্‌তে পারবে না। এই দেখ—(দস্যুর দক্ষিণ হস্তের মুষ্টি লক্ষ্য করিয়া পিস্তল ছুঁড়িলেন; মাণিকের হাতের বর্ষা খসিয়া পড়িল; রাজসিংহ তাহা তুলিয়া লইয়া মানিকের চুল ধরিলেন এবং অসি উত্তোলন করিয়া তাহার মস্তক ছেদনে উদ্যত হইলেন।)

মাণিক—(পদপ্রান্তে পড়িয়া কাতর স্বরে) মহারাজাধিরাজ, আমার জীবন দান করুন—রক্ষা, করুন, আমি শরণাগত।

রাজসিংহ—(কেশ ত্যাগ করিয়া, তরবারী নামাইয়া) তুমি মর্‌তে এত ভীত কেন?

মানিক—আমি মর্‌তে ভয় পাই না; কিন্তু আমার একটি সাত বছরের কন্যা আছে, সে মাতৃহীনা, তার আর কেউ নাই, কেবল আমি। আমি প্রাতে তাকে আহার করিয়ে বার্ হ'য়েছি, আবার সন্ধ্যাকালে গিয়ে আহার করাব—তবে সে খাবে; আমি তাকে রেখে মর্‌তে পার্‌ছি না। আমি মর্‌লে সে মর্‌বে; আমাকে মার্‌তে হয়—আগে ওকে মারুন্। (ক্রন্দন ও পরে অশ্রু মুছিয়া) মহারাজাধিরাজ,

আমি আপনার পদস্পর্শ ক'রে শপথ কচ্ছি, আর কখনও দস্যুতা করব না, চিরকাল আপনার দাসত্ব করব। আর যদি জীবন থাকে, একদিন না একদিন এ ভৃত্য হ'তে আপনার কিছু না কিছু উপকার হ'বে।

রাজসিংহ—তুমি আমাকে চেন?

মাণিক—(প্রণাম করিয়া) মহারাণা রাজসিংহকে কে না চেনে?

রাজ—আচ্ছা, আমি তোমার জীবন দান করলুম; কিন্তু তুমি ব্রাহ্মণের ব্রহ্মস্ব হরণ করেছ; অমি যদি তোমাকে কোনপ্রকার দণ্ড না দিই, তবে আমি রাজধর্ম্মে পতিত হব।

মাণিক—এ পাপে আমি নূতন ব্রতী; অনুগ্রহ ক'রে আমার প্রতি লঘু দণ্ডেরই বিধান করুন। আমি আপনার সম্মুখেই শাস্তি গ্রহণ কত্তে প্রস্তুত। (ছুরিকা বাহির করিয়া আপনার তর্জ্জনী ছেদন করিতে লাগিল; মাংস কাটিল, কিন্তু অস্থি কাটিল না। তখন মাণিকলাল এক শিলাখণ্ডের উপর হস্ত রাখিয়া ঐ অঙ্গুলির উপর ছুরিকা বসাইয়া আর একখানি প্রস্তরের দ্বারা তাহাতে ঘা মারিল। অঙ্গুল কাটিয়া মাটিতে পড়িয়া গেল।) মহারাজাধিরাজ, করুণা প্রকাশে এই দণ্ড মঞ্জুর করুন।

রাজ—এই যথেষ্ট হ'য়েছে। দস্যু তোমার নাম?

মাণিক—মহারাজ, এই অধমের নাম মাণিকলাল সিংহ, আমি রাজপুত কুলের কলঙ্ক।

রাজ—মাণিকলাল, আজ হ'তে তুমি আমার কার্য্যে নিযুক্ত হ'লে; তোমাকে আমার অশ্বারোহী সৈন্যভুক্ত কল্লেম। তুমি তোমার

কন্যা নিয়ে উদয়পুরে যাও, তোমাকে ভূমি দেব—বাস ক'রো।

(মাণিকলাল রাণার পদধূলি গ্রহণ করিয়া গুহামধ্যে প্রবেশ পূর্ব্বক তথা হইতে অপহৃত মুক্তা বলয়, পত্র দুইখানি এবং আসরফি আনিয়া দিল)

মাণিক—ব্রাহ্মণের আমরা যা কেড়ে নিয়েছিলুম, তা মহারাজের শ্রীচরণে প্রত্যর্পন করছি। পত্র দুখানি আপনারই জন্য। দাস চিঠিদু'খানি পাঠ ক'রেছে, সে অপরাধ মার্জ্জনা করুন।

(রাণা পত্র দুখানি পড়িতে লাগিলেন)

রাজ—(স্বগতঃ) পত্রবাহক দরিদ্র ব্রাহ্মণকে কিছু দিলেই এ পত্রের উদ্দেশ্য সফল হবে।

(রাজা বিক্রমসিংহের পত্র ছিঁড়িয়া ফেলিলেন ও পরে দ্বিতীয় পত্র পাঠ ; এই সময়ে অনন্তমিশ্রকে সঙ্গে লইয়া রাজসিংহের পুত্রদ্বয় ও অমাত্যবর্গের প্রবেশ)

এই যে, তোমরা এসেচ, ভালই হ'য়েছে। রূপনগরের রাজকন্যা আলমগীর বাদসার ভয়ে ভীতা হয়ে আমার শরণাপন্না হ'বার জন্য এই পত্রে আবেদন করেছে। এক্ষণে তোমাদের কার কি অভিপ্রায় আমার নিকট প্রকাশ ক'রে বল'।

১ম অমাত্য—মহারাণা, একটি সামান্যা স্ত্রীলোকের জন্য মহাপরাক্রান্ত দীল্লির সম্রাটের সহিত বিবাদ সূচনা করা আমি আদৌ যুক্তিসঙ্গত বিবেচনা করি না।

২য় অমাত্য—মহারাজ, এক্ষণে আমাদের বহু স্বজাতীয় মোগলের সেনাদলভুক্ত: অল্প সংখ্যক রাজপুতই আমাদের সহায়। এ অবস্থায় জ্বলন্ত অগ্নিতে ঝম্প প্রদান আর আলমগীর বাদসাহের সহিত যুদ্ধ করা একই কথা ; সুতরাং এতে আমার মত নাই, মহারাণা।

৩য় অমাত্য—মহারাজাধিরাজ, আমরা এই অল্প সংখ্যক সৈন্য নিয়ে মুসলমানের সহিত লড়াই ক'রে কখনই সফলকাম হ'তে পারব না। সুতরাং ইচ্ছা ক'রে দোর্দ্দণ্ডপ্রতাপ বাদশার বিরুদ্ধে একটি রমণীর জন্য জ্বলন্ত অগ্নিতে ঝম্প প্রদান নিতান্তই অকর্ত্তব্য।

রাজসিংহ—পুত্রগণ, তোমাদের অভিপ্রায় ব্যক্ত কর'।

১ম পুত্র (জয়সিংহ)—পিতঃ, আমাদের আর মতামত কি? আপনার যে আদেশ, সেই আমাদের মত।

রাজ—অনুচরবর্গ, তবে শরণপ্রার্থী অবলা রাজকুমারীকে তোমরা আশ্রয় দিতে কেউ প্রস্তুত নও?

অমাত্যগণ সকলে—(নীরব)

রাজসিংহ—বেশ, বুঝেছি, তোমাদের কারুরই অভিমত নয়! আচ্ছা, তোমরা সকলে ফিরে যেতে পার। আমি শরণপ্রার্থীকে কখনই বিমুখ কত্তে পারব না। আমি একাই তার সাহায্যার্থ গমন করব।

ভাবি নাই পূর্ব্বে কভু—রাজপুত জাতি
প্রাণভয়ে পরিত্যজে অবলা রমণী!
আছিল ধারণা মোর বহে তপ্ত স্রোতে
অদ্যাপি আর্য্যের রক্ত শিরায় শিরায়—

ঘুচিল সে ভ্রম এবে। বীরের শোণিত
প্রশমিত চিরতরে প্রতাপ সহিত।
হায় মা ভারতমাতা. বীরেন্দ্র জননী,
কি হেতু এখনও বক্ষে করিছ ধারণ
হেন কাপুরুষগণে, প্রাণভয়ে যারা
শরণপ্রার্থিনী নারী স্বীয় কুলোদ্ভবা
প্রত্যাখ্যানে, দিতে চায় বিধর্মী মোগলে,
ইচ্ছার বিরুদ্ধে তার ! সত্য সীমন্তিনী,
এই কি বাসনা তোর, ভারত ললনা
অকলঙ্কা সাধ্বী সতী স্বধর্ম্ম ত্যাজিয়া,
ভজিবে বিধর্ম্মীজনে ? হায় গো জননী,
সাবিত্রী সীতার দেশে, সতীত্ব রতন
বিকাইবে স্বার্থতরে, তনয়া তাদের
ডুবিবে পঙ্কিল জলে, বহে খরস্রোতে
যথায় যমুনা গঙ্গা পূতধারা বহি।
আর কেন, মুছে ফেল, কেশরীবাহিনী.
কলঙ্ক-কালিমা মাখা আর্য্যসুত নাম
আর্য্যাবর্ত্তভূমি হতে চিরকাল তরে।
ক্ষত্রিয় সন্তান হয়ে ক্ষাত্রধর্ম্ম ভুলি'
শরণাগতেরে নাহি দিতে চায় স্থান !
প্রাণভয়ে বীরধর্ম্মে দিয়া জলাঞ্জলি।
হায় মা গো জন্ম লভি' বাপ্পারাও-কুলে—

উজ্জ্বল করিল যাহা সংগ্রাম-প্রতাপ,
কলঙ্ক ডালিব সেই অকলঙ্ক কুলে—
থাকিতে সে রক্তবিন্দু ধমনীতে মোর !
যে ক্ষত্র-উজ্জ্বল-রবি রাম রঘুবীর,
সেই ক্ষত্র-বংশে জন্মি রাজপুতগণ,
স্বচ্ছন্দে বিধর্ম্মী-করে চাহে বিলাইতে
শরণপ্রার্থিনী নারী অবলা সরলা !
এ হতে মরণ শ্রেয় ক্ষত্রিয় জাতির ;
ডুবে যাক্ আর্য্যাবর্ত্ত অতল সলিলে,
ভুলুক জগতবাসী আর্য্য-সুত নাম,
দিনমণি আর নাহি উদিও ভারতে।
শোন সভাসদ্‌বর্গ ! যাও ইচ্ছা যথা,
একাকী পশিব আমি ললনা রক্ষণে ;
দেখাব অগ্যাপি ক্ষত্র নহে কাপুরুষ,
মথিব মোগল সেনা ফেরুপালে যথা',
বীরের শয্যায় পরে করিব শয়ন্।
কাল প্রতিকুল ক্ষত্রে কাল বলবান।

১ম অমাত্য—মহারাণা, আমায় মার্জ্জনা করুন। আমার ভুল ভেঙ্গেছে। এখন আমি শরণাগত রক্ষার্থ নিজের প্রাণ বিসর্জ্জন দিতেও প্রস্তুত ! কেবল অনর্থক কতকগুলি প্রাণনাশ হবে, সেই আশঙ্কায়ই ও কথা বলেছিলুম ; আর ওকথা মুখে আনবো না, আমায় মার্জ্জনা করুন।

২য় অমাত্য—মহারাজ! আমিও শরণাগত-রক্ষণে প্রাণত্যাগে কুণ্ঠিত নই। কেবল একটা প্রকাণ্ড আগুণ জ্বলে উদয়পুর ধ্বংস হবে—এই আশঙ্কাতেই বলেছিলুম—প্রাণ ভয়ে বলি নি। আজ্ঞা করুন, আমি জলন্ত অগ্নিতেও প্রবেশ ক'রতে প্রস্তুত।

৩য় অমাত্য—রাজপুত-কুল-তিলক রাণা রাজসিংহের অনুচর কাপুরুষ নয়: দেশের অকল্যাণের ভয়েই ঐরূপ বলেছিলুম—নিজের প্রাণের মমতায় নয়। মহারাজ, আদেশ ক'রে দেখুন—একাই মোগল-বাহিনী-মাঝে ঝাঁপ দিতে পারি কি না!

রাজসিংহ—তবে শোন প্রিয়জনবর্গ! বেলা অধিক হয়েছে, তোমাদের সকলেরই ক্ষুধা তৃষ্ণার উদয় হয়েছে—সন্দেহ নেই; কিন্তু আজ উদয়পুরে ফিরে গিয়ে ক্ষুধা তৃষ্ণা নিবারণ করা আমাদের অদৃষ্টে নেই; এই পার্ব্বত্য-পথে শরণপ্রার্থিনা বালাকে রক্ষণের জন্য আবার ফিরে যেতে হবে। চল, এই পর্ব্বত পুনরারোহণ করি।

অমাত্যবর্গ—চলুন মহারাণা, আমরা প্রস্তুত। জয় মহারাণা কি জয়।

অনন্তমিশ্র—মেবারের রাণাবংশ যে হিন্দুস্থানে, হিন্দুস্থানে কেন সমগ্র ভারতে কেন শ্রেষ্ঠ, তা আজ সম্যক্ অবগত হলুম। মহারাণা! আপনি যথার্থই সংগ্রাম ও প্রতাপ সিংহের উপযুক্ত বংশধর। একটি সামান্য রমণীর জন্য বোধহয় অন্য কোন রাজপুত শত মাত্র সৈন্য নিয়ে দুই সহস্র মোগল সৈন্যের সম্মুখীন হ'তে সাহস করত না বা প্রবল প্রতাপান্বিত দিল্লীর সম্রাটের সহিত বিরুদ্ধাচরণ করতে অগ্রসর হ'ত না। মহারাণা, আপনিই প্রকৃত হিন্দু ও ক্ষত্রিয়

কুল-তিলক। আপনাকে আর আমি বেশী কি বলব, এই বৃদ্ধ ব্রাহ্মণের আন্তরিক আশীর্ব্বাদ গ্রহণ করুন, ভগবান্ আপনার এই পুরুষোচিত সংকল্প সিদ্ধ করুন—আপনি অচিরাৎ মোগল-বিজয়ী হ'ন।

(পটক্ষেপ)

দ্বিতীয় অঙ্ক।

প্রথম-দৃশ্য।

[রূপনগর, চঞ্চলকুমারীর কক্ষ]

চঞ্চলকুমারী ও নির্ম্মলকুমারী।

নির্ম্মল—মোগল বাদশার দুই সহস্র অশ্বারোহী সেনা তোমাকে নেবার জন্য রূপনগরের গড়ে এসে উপস্থিত হয়েছে, কি হবে সখি?

চঞ্চল—(মৃদু হাস্যে) কিসের কি হবে?

নির্ম্মল—তোমাকে তো নিতে এসেছে। কিন্তু ঠাকুরজী তো উদয়পুরে যাত্রা করেছেন—এখনও তাঁর ফির্‌বার বিলম্ব আছে বোধ হয়। রাজসিংহের উত্তর আসতে না আসতেই তোমায় নিয়ে যাবে; কি উপায় হবে ভাই?

চঞ্চল—তার আর উপায় নাই—কেবল আমার সেই শেষ উপায় আছে। দীল্লির পথে বিষ ভোজনে প্রাণত্যাগ—সে বিষয়ে আমি চিত্ত স্থির করেছি। সুতরাং আমার আর উদ্বেগ নাই। একবার কেবল আমি পিতাকে অনুরোধ ক'রব—যদি মোগলসেনাপতির নিকট সাতদিনের অবসর ভিক্ষা করেন।

(রূপনগরাধিপতি বিক্রম সোলাঙ্কির প্রবেশ. চঞ্চল ও নির্ম্মলের অভিবাদন)

বিক্রম—(চঞ্চলকে) মা ! বাদশাহী-সৈন্য তোমাকে নেবার জন্য এসেছে, তুমি প্রস্তুত হও।

চঞ্চল—বাবা ! আমি সে কথা শুনেছি। আপনার পদে আমার একটি নিবেদন আছে ।

বিক্রম—যা থাকে বল মা—এতে কিন্তু হচ্ছ কেন ?

চঞ্চল—বাবা ! আমি জন্মের মত রূপনগর হ'তে যাচ্ছি, আর কখনও যে আপনাদের শ্রীচরণ দর্শন ক'রতে পাব, আর কখনও যে বাল্য-সখীদের সঙ্গে আমোদ ক'রতে পাব, এমন সম্ভাবনা নেই। আমি সাত দিনের অবসর ভিক্ষা করি—সাত দিন মোগল-সেনা এখানে থাকুক, আর এই সাতদিন আমি আপনাদের দেখে শুনে জন্মের মত বিদায় হই ।

বিক্রম—(একটু স্নেহ বিগলিত স্বরে) দেখি সেনাপতিকে একবার অনুরোধ ক'রে ; কিন্তু তিনি অপেক্ষা ক'রবেন কি না—,বল্‌তে পারি না। (প্রস্থান)

নির্ম্মল—সখি ! আমি বাইরে থেকে একবার খবর নিয়ে আসি—মিশ্র ঠাকুর ফির্‌লেন কি না। (প্রস্থান)

চঞ্চল—(যুক্তকরে) হে অনাথনাথ দেবাদিদেব ! সতীর সতীত্ব রক্ষা কর নাথ ! আমি বালিকা, বালিকার-স্বভাব চপলতায় যে আলমগীরের চিত্র-মুখে পদাঘাত করেছি, তা যেন বজায় থাকে দেব। যেন এখন তার পদানত হ'তে না হয়। অবলাকে বধ ক'র না দেব।

আমা হ'তে যেন রাজপুতজাতির গৌরব বৃদ্ধি হয় নাথ। মা সতী-সীমন্তিনি অভয়ে, কাতরা কন্যাকে অভয় দাও জননি, সতীর সতীত্ব যেন বজায় থাকে মা।

(নির্ম্মলকুমারীর প্রবেশ)

নির্ম্মল—না সখি! মিশ্রঠাকুর এখনও ফেরেন নি।

চঞ্চল—তবে আমাকে নিতান্তই দীল্লি যেতে হবে?

নির্ম্মল—তা' ছাড়াতো আর কোন উপায় দেখচি না।

চঞ্চল—তবে আমি প্রস্তুত হই।

নির্ম্মল—তা'হ'লে আমিও তোমার সঙ্গে যাবার জন্য প্রস্তুত হই।

চঞ্চল—তুমি আমার সঙ্গে কোথায় যাবে? আমি ম'রতে যাচ্চি।

নির্ম্মল—আমিও ম'রব। তুমি আমায় ফেলে গেলেই কি আমি বাঁচব?

চঞ্চল—ছি! অমন কথা ব'ল না—আমার দুঃখের উপর কেন আর দুঃখ বাড়াও?

নির্ম্মল—আমাকে নিয়ে যাও বা না যাও, আমি নিশ্চয় তোমার সঙ্গে যাব—কেউ ধরে' রাখতে পারবে না। (প্রস্থান)

দ্বিতীয় দৃশ্য ।

[রূপনগর-প্রান্তে মোগল শিবির]

সেনাপতি সৈয়দহাসন খাঁ, করিম খাঁ ও অন্যান্য সহচরবর্গ ।

সৈয়দ—করিম খাঁ ।

করিম—জনাব ।

সৈয়দ—এই কয়দিন ধ'রে দিল্লি হ'তে আসতে তো জানটা হয়রাণ হ'য়ে গ্যাছে ; দিনগুলো এক ঘেয়েভাবেই কেটে যাচ্ছে। আবার রূপনগরের রাজাটা এসে পাঁচদিনের সময় নিয়ে গ্যাছে। আর তো চুপচাপ ক'রে ব'সে থাকতে ভাল লাগে না, একটু আমোদ আহ্লাদ লাগাও—বাইজীরা কি শুধু বসে বসেই খাবে ?

করিম—আমিও জনাবকে এই কথা ব'লব ব'লব মনে ক'রছিলুম ; তা জনাব আমার মনের কথাটা নিজেই ব'লে ফেলেছেন ; তা এখন বাইজীদের এখানে আসতে বলি ?

সৈয়দ—হাঁ বল ; কিন্তু রঙ্গনকে আগে এখানে পাঠিয়ে দাও ; আর বাইজীদের ব'লে দিও—দোস্তকে নিয়ে যেন একটু নূতন রকমের আমোদ করে ।

(করিমের প্রস্থান ; কিছু পরে তাহার সহিত রঙ্গন আলির হেলিতে দুলিতে প্রবেশ) ।

রঙ্গন—(সৈয়দকে দেখিয়া জুম্বন তুলিয়া) দোস্ত ! একেবারে যে রোষ্ট হ'য়ে উঠলুম—আর এরকম কতদিন চালাবে ?

সৈয়দ—আরে দোস্ত যে, তা তুমি এসেছ ভালই হয়েছে! তা রোষ্ট হ'লে কিসে ভাই?

রঙ্গন—এইটুকু আর বুঝলে না; এই দু' দু'হাজার সেনার সেনাপতিত্ব ক'রছ, আর আমার এই সামান্য কথাটা বুঝলে না? নাঃ, তোমরা কেবল মানুষের মাথা-কাটাকাটিটাই বোঝ, পরের জায়গা-জমি কেড়ে নিতেই জান, আর জান হিন্দুদের ঘরের সুন্দরী মেয়েগুলো কেড়ে নিতে; কিন্তু কথার মারপ্যাঁচ বোঝ না, কার কোথায় দুঃখু তা বোঝ না, আর আমার মত বন্ধুবান্ধব না খেয়ে খেয়ে পেট ফুলে মলেও বোঝ না। নাঃ, তোমার সঙ্গে এসে ভাল করিনি দেখ্‌ছি।

সৈয়দ—আরে, তোমার হ'ল কি বলনা, না খেয়ে পেট ফুলে মলেই বা কি রকম!

রঙ্গন—এই সাদা কথাটুকু তাও বুঝিয়ে দিতে হবে?

সৈয়দ—বলই না।

রঙ্গন—নিতান্তই যখন ছাড়বে না, শোন! এই দারুণ গরমে দিল্লী থেকে আসতে আসতে ঘাম ঝরে' ঝরে' তো ক্ষুধামান্দ্য রোগ জন্মেচে, কাজেই পেট-পুরে আর খাওয়া চ'লছে না। কোপ্তা কাবাব কি আর দারুণ গরমে গেলা যায়! আর দোস্তর যে এরূপ দশা, তা তো আর তুমি চোখ মেলে দেখ না; না হয় একটু ঠাণ্ডাইয়ের ব্যবস্থা কর—কোপ্তা কাবাব পোলাও বাদ দিয়ে দুটো লুচি মোণ্ডা—না হয় একটু বাদশাহী হালুয়ার ব্যবস্থা কর; তাতো আর তুমি কর না, কাজেই খাওয়া হয় না! আর পেট ফোলার কথা জিজ্ঞাসা করছ? এই দীল্লি থেকে আরম্ভ ক'রে রূপনগর পর্য্যন্ত রাস্তার যত ধুলো সব তো পেটের

খোলে ঢুকেছে, সুতরাং পেট না ফুলে আর করে কি ? আর দিন কয়েক এরূপ হ'লেই পেট জয়ঢাক হয়ে তোমার প্রাণের দোস্ত একদম কবরগ্রস্ত হবে !

সৈয়দ—দোস্ত ! আরও পাঁচদিন এখানে থাকতে হবে।

রঙ্গন—তা হ'লে দোস্তকে কবরগ্রস্ত করাই সাব্যস্ত করেছ।

সৈয়দ—কি কর্‌ব বল—রাজা পাঁচদিনের সময় নিয়েছে।

রঙ্গন—তা হ'লে তুমি থাকো, আমায় পাঠিয়ে দাও।

সৈয়দ—তাও কি হয়-দোস্ত—আমি কি তোমায় ছেড়ে থাকতে পারি ?

রঙ্গন—দোস্ত ! আমি যে তোমার দোস্তানী রঙ্গিলা বিবির কাছ থেকে মাত্তর দশদিনের সময় নিয়ে এসেছি।

সৈয়দ—তা কি ক'র্‌ব দোস্ত—আমি যে তোমায় না দেখলে মারা যাই।

রঙ্গন—দোস্ত ! তোমার দোস্তানী যে আমায় না দেখ্‌লে দুনিয়া বেবাক্ আঁধার দেখে ; আর সে দেখে দেখুক আর না দেখুক, আমি যে তাকে না দেখলে মারা যাই।

সৈয়দ—না দোস্ত ! তোমার যাওয়া হবে না।

রঙ্গন—যেতে দেবে না ?

সৈয়দ—না।

রঙ্গন—(বসিয়া ক্রন্দন) ও গো বিবিজান গো—ওগো রঙ্গিলা বিবি গো—ও গো মেরিজান গো—

(বাইজীগণের প্রবেশ ও রঙ্গনকে বেষ্টন)

রঙ্গন—(চক্ষু মুছিতে মুছিতে দাঁড়াইয়া) হ্যাঁ তোমরা কারা—এখানে কেন?

১ম বাইজী—এই যে তুমি বিবিজান বিবিজান ক'রে ডাকছিলে, তাই এসেছি।

রাঙ্গন—আহা, তোমাদের ডাক্‌ব কেন, আমি রঙ্গিলা বিবিকে ডাকছিলুম।

১মা বাইজী—আমিই তো রঙ্গিলা বিবি।

রঙ্গন—আরে ছাই, তুমি রঙ্গিলা বিবি হ'তে যাবে কেন?

১মা বাইজী—কেন সাহেব তাতে দোষ কি, আমি কি সুন্দরী নই?

রঙ্গন—আহা, সুন্দরী হবে না কেন, তবে তা'র মত নয়।

১মা বাইজী—এদিকে বলছ আমি সুন্দরী অথচ তার মত নয়; আচ্ছা তিনি কেমন রূপসী একটু স্পষ্ট করেই বল না?

রঙ্গন—বল্‌ব, রাগ করবে না?

১মা বাইজী—রাগ ক'রতে যাব কেন? শীগ্‌গির শীগ্‌গির ব'লে ফেল!

রঙ্গন—তবে বলছি শোন, কিন্তু দেখো যেন রাগ কর' না—

(সুরে)

ওগো, সে যে দেখিতে সুন্দর অতি মনোহর,
কথায় বরষে সুধা;
সে যে ডাকিলে আমারে কোকিল কুহরে,
মিটয়ে পিয়াসা ক্ষুধা!

১মা বাইজী—তা মিয়া সাহেব! আমিই কি কিছু কম, বরং বেশী! এই শোন—

[গীত]

আমি সুমধুর বচনে মধুর
গাহিয়া ঝঙ্কারে স্বরে।
নব কিসলয় অঙ্গ মম হয়,
ত্রাসেতে কন্দর্প ডরে।
দেখি মোর বেণী লাজ পায় ফণি
অধরে দাড়িম্ব হারে ;
নেহারি চাহনি পলায় হরিণী,
পুরুষ অনঙ্গ স্মরে।

রঙ্গন—ও।—ও।—সুন্দরী, আমি কিন্তু সে পুরুষ না, আমি তোমায় দেখে ভুলি নি ; পথ ছেড়ে দাও—আমায় যেতে দাও।

১মা বাইজী—তুমি আমাদের দেখে না ভুলতে পার, কিন্তু আমরা যে তোমায় দেখে ভুলিছি—আমরা তোমায় ছেড়ে দোব না।

রঙ্গন—ওগো, সে কি গো, আমায় ছেড়ে না দিলে যে আমার রঙ্গিলা বিবি বাঁচবে না।

১মা বাইজী—আমিও যে রঙ্গিলা, সাহেব, আমিও যে তোমায় ছেড়ে বাঁচব না ; তা তোমায় ছেড়ে দিই কি ক'রে বল ?

রঙ্গন—ও দোস্ত—আমি যে সত্যি সত্যিই রোষ্ট হলুম ; যে টুকু বাকি ছিল এই বারই শেষ হ'ল ! আমায় এবারকার মত বাঁচিয়ে দাও।

সৈয়দ—আমি কি ক'রব দোস্ত—আমিতো ভাই কিছু বলি নি ; তুমি নিজে নিজেই গোলমাল বাধিয়েছ। তা এখন বিবিদের কাছে অব্যাহতি চাও।

রঙ্গন—দোস্ত, তুমি কি আমায় এই জন্যেই এনেছিলে ভাই? ওগো বিবিরা, আমায় এবারকার মত ছেড়ে দাও।

১মা বাইজী—তোমায় ছেড়ে দোব কি সাহেব, তুমি যে আমাদের জান্।

রঙ্গন— [গীত]

(ওগো রঙ্গিনীরা!) পায়ে ধরি দয়া কর নইলে প্রাণে মারা যাই।
তোমাদের অঙ্গজ্যোতি প্রচণ্ড মার্ত্তণ্ড ভাতি,
ঐ আগুনে পুড়ে আমি বুঝি গো হই ছাই॥
কুলধন্ব নয়ন কোনে বিষবাণ হানে প্রাণে,
নিদারুণ জ্বালার চোটে এবার বুঝি খাবি খাই।
রসনায় ঝরে সুধা মন্ত ক'রে বাড়ায় ক্ষুধা,
ইচ্ছা হয় সকল ছেড়ে (তোমাদের) ঐ পায়ে লুটাই॥

১মা বাইজী—বাহবা সাহেব! তুমি ত খুব রসিক লোক দেখছি—আমরা তোমার মত লোকই ভালবাসি।

রঙ্গন—তা' পাঁচশোবার ভালবেসো—তবে একটু দূর থেকেই ভালোবেসো। আমায় এখন একটু রাস্তা দাও—আমি একটু তফাৎ যাই।

১মা বাইজী—তফাৎ যাবে কি সাহেব—তোমায় কি আমরা তফাতে রাখতে পারি?

বাইজীগণ— [গীত]

চুরি ক'রে মোদের প্রাণ কোথায় যাবে মন চোর।
তোমায় রাখব বুকে থাকবে সুখে দিবা রাত্রি হয়ে বিভোর॥

তোমায় ছেড়ে কি থাকতে পারি, তুমি মোদের তৃষার বারি,
তোমায় দাঁড়ে বসিয়ে শিকলি দিয়ে রাখব বেঁধে করি' জোর ॥

রঙ্গন—আমি কি টিয়ে পাখী যে, আমায় দাঁড়ে বসিয়ে শিকলি দিয়ে বেঁধে রাখবে ?

বাইজীগণ— [গীত]

তুমি মোদের টিয়ে পাখী তুমি মোদের ময়না।
তোমায় খেতে দেব ছোলাদানা পরাব ফুলের গয়না ॥
শেখাব রসের কথা, রাখ্‌ব কুঞ্জে কোকিল যথা—
কুহরে মধুর স্বরে, পবন জোরে বয় না।
তোমায় নিয়ে ক'রব খেলা, থাকব তোমার জড়িয়ে গলা,
ছাল তুলে ডুগি বানিয়ে বাজাব মধুর বাজনা ॥

রঙ্গন—ও দোস্ত ! এই বারই আমি গেলুম, আমার ছাল তুলে ডুগডুগি বানাতে চায় যে ! তুমি কি ব'সে ব'সে মজা দেখছ ? হা খোদা, শেষে আমার কপালে এই লিখেছিলে ? ওঃ আমার গলা শুকিয়ে গিয়েছে, আমায় শীগগির একটু জল দাও।

সৈয়দ—(নিম্নস্বরে) করিম ! শীগগির দোস্তকে জল দিতে বল।

(করিমের প্রস্থান ; কিছু পরেই দিলবাহার ও পিয়ারি বিবির এক একটি পেয়ালা ও গেলাস হস্তে গাহিতে গাহিতে প্রবেশ ও নৃত্য)

দিল—মিঠা সরবৎ পিজিয়ে গোলাপী পানি।

পিয়ারি—ঠাণ্ডাই মিছ্‌রিপানা মেরি ইরাণ্‌সে আমদানী ॥

দিল—মেরি সরবৎ খেলে পরে ঠাণ্ডা হো যায় হিয়া,
পিঃ—মুঝ্‌কো পানা মুখে দিলে বুলি বোলে টিয়া ;
দিল—এয়সা সরবৎ কঁহি নেহি হ্যায় বড়া মজাদার,
পিঃ—মেরি পানা সারা দুনিয়ামে মিল্‌না বড়ি ভার ;
দিল—সরবৎ মেরি পিলে পরে একদম মশ্‌গুল,
পিঃ—পানা মুমে ভার্‌ দেনেসে হো যাগা সব ভুল ;
দিল—সরবৎসে দেখোগে সব দুনিয়া চমৎকার,
পিঃ—পানা পিলে চাঁদনি রাতমে দেখোগে আঁধার ;
দিল—সরবৎ পিজিয়ে মিয়া সা'ব কর্‌কে মেহের্‌বাণী।
পিঃ—মেরি পানা পিলিয়ে সাব বাঁদী হোগা রাণী।

(উভয় কর্ত্তৃক রঙ্গনকে সরবৎ ও পানা বলপূর্ব্বক পান করাণ্ডন)

রঙ্গন—সেনাপতি সাহেব! এইবারেই তোমার দোস্ত একদম রোষ্ট! যারা মানুষের মাথা নিয়ে ছিনিমিনি খেলে, তাদের যে দয়া মায়া থাকে না, তা এবার বেশ বুঝলুম। (ক্রন্দনের স্বরে) ওগো রঙ্গিলা বিবিগো—আর তোমার সঙ্গে দেখা হ'ল না গো—আমায় টিয়ে বানিয়ে শিকলি বেঁধে দাঁড়ে বসালে গো—ওগো রঙ্গিলা গো, আমার বিবিজান গো। (ফুঁপাইতে লাগিল)

১মা বাইজী—এই যে আমি হেথায় মিয়া সাহেব গো, অমন ক'রে কপচাচ্ছ কেন গো?

রঙ্গন—তোমায় ডাকছে কোন বেয়াদব? আর সত্যিসত্যিই কি তুমি আমায় চিড়িয়া ঠাওরালে, তাই বলছ—কপচাচ্ছি!

১মা বাইজী—ও সাহেব! তুমি চিড়িয়া নও? তা' এতক্ষণ আমি

ঠাওরাতে পারিনি। তা বেশ এখন চল, তোমায় আমাদের কুঞ্জে নিয়ে যাই।

[গীত]

এস নাগর কুঞ্জে আজি সাজাব বাসর।
ফুলের মাঝে ফুলের সাজে রচি' ফুলের ঘর ॥
মিহি সুতোয় গেঁথে মালায় পরাব তোমার গলায়
হেরি ক্রোধে ফুলসখা হান্‌বে ফুল-শর ॥
তোমায় নিয়ে ক'রব খেলা হাসবে সুখে ফুল-বালা
তারা মাঝে হাসবে শশী হাসায়ে অম্বর।
সুগন্ধ মলয় বায় করবে বাতাস তোমার গায়
দিবা রাতি রাখব তুলে (তোমায়) বুকের পর।

রঙ্গন—ও দোস্ত! আমায় নিয়ে যায় যে! রঙ্গিলা বিবি গো, তোমার সঙ্গে আর বুঝি দেখা হ'ল না গো—ওগো, আমি দাঁড়ে বসে ছোলার ছাতু খেতে পারবো না গো।

১ম বাইজী—তোমায় কাবাব্ কোর্শ্মা খাওয়াব এখন, চল গো—

(সকলের টানিয়া লইয়া গমন)

রঙ্গন—ওগো রঙ্গিলা বিবি গো— আমি দাঁড়ে ব'স্‌তে চল্লুম গো—আর তোমার সঙ্গে দেখা হ'ল না গো—(প্রস্থান)

সৈঃ—(হাসিয়া) করিম! দোস্তকে নিয়ে আজ বেশ আমোদ হ'ল; চল, এখন খাওয়া দাওয়া করা যাক্‌গে। (সকলের প্রস্থান)

তৃতীয় দৃশ্য।

[পার্ব্বত্য পথ]

পর্ব্বতোপরি রাজসিংহ ও অনুচরবর্গ।

রাজসিংহ—অনুচরবর্গ! মোগলেরা সংখ্যায় দুইহাজার, আমরা মাত্র একশত ; এরূপ অবস্থায় সম্মুখ যুদ্ধে জয়ের সম্ভাবনা আদৌ নাই। সুতরাং এক্ষেত্রে পর্ব্বতোপরি বা গিরি-গুহায় আশ্রয় নিয়ে লড়াই করাই যুক্তিসঙ্গত। অতএব, তোমরা সেইরূপ ভাবে অবস্থান কর এবং মোগলেরা এই স্থানে উপস্থিত হলেই সুযোগ বুঝে আক্রমণ কর।

রাজসিংহ ও অনুচরবর্গের পর্ব্বতশীর্ষে ও গুম্ফে লুক্কায়িত হওন)

[কিছুক্ষণ পরে মানিকলালের প্রবেশ ও ইতস্ততঃ নিরীক্ষণ]

মানিক—(স্বগত)তাইতো, মহারাণার তো কোন খোঁজ পাচ্ছি না! কিন্তু চঞ্চলকুমারীর পত্র পেয়ে তিনি যে উদয়পুরে ফিরে যাবেন তা' কখনই হ'তে পারে না ; তা'হ'লে যে তাঁর রাজপুতপতি-নাম মিথ্যা হবে। তিনি নিশ্চয়ই চঞ্চলকুমারীর নিমন্ত্রন রাখতে এসেছেন— নিকটেই কোথায় গুপ্তভাবে অবস্থান ক'রছেন। অধিক সংখ্যক সৈন্তকে আক্রমণ করার এরূপ উপযুক্ত স্থান এ অঞ্চলে আর নেই। দেখি, একবার ডেকে দেখি। (প্রকাশ্যে) মহারাণার জয় হ'ক।

(৩।৪ জন যোদ্ধার অগ্রবর্ত্তী হইয়া এবং তরবারী নিষ্কোসিত করিয়া মানিককে কাটিতে উদ্যত হওন; এমন সময় রাজসিংহ বাহিরে আসিলেন।)

রাজসিংহ—সাবধান, মের' না, এ আমাদের স্বজন।

(যোদ্ধাগণের পুনরায় লুক্কায়িত হওন)

মানিক, তুমি এ সময় এখানে কেন?

মানিক—(প্রণাম করিয়া) প্রভু যেখানে, ভৃত্য সেখানে। বিশেষ যখন আপনি এরূপ বিপজ্জনক কার্য্যে প্রবৃত্ত হয়েছেন, তখন যদি ভৃত্য কোন কাজে লাগে এই ভরসায় এসেছি।

রাজ—এসেছ—ভালই করেছ; আমি তোমার মত সুচতুর একজন লোক খুঁজছিলুম। আমি যা' বলি—পারবে?

মানিক—মানুষের যা সাধ্য, তা অবশ্যই ক'রব। আজ্ঞা করুন।

রাজ—আমরা একশত মাত্র যোদ্ধা; মোগলের সঙ্গে দুই হাজার। আমরা রণ ক'রে প্রাণত্যাগ ক'রতে পারি, কিন্তু জয়ী হ'তে পারব না—যুদ্ধ ক'রে রাজকন্যার উদ্ধার সাধন ক'রতে পারব না। রাজকন্যাকে আগে বাঁচিয়ে পরে যুদ্ধ ক'রতে হবে। রাজকন্যা যুদ্ধক্ষেত্রে থাক্‌লে তিনি আহত হ'তে পারেন, তাঁর রক্ষা প্রথমে চাই।

মানিক—আমি ক্ষুদ্র জীব, আমি সে সব কি প্রকারে বুঝব? আমাকে কি ক'রতে হবে, আজ্ঞা করুন।

রাজ—তোমাকে মোগল-অশ্বারোহীর বেশ ধরে' কাল মোগলসেনার সঙ্গে আসতে হবে। রাজকুমারীর শিবিকার সঙ্গে সঙ্গে তোমাকে থাকতে হবে এবং যা যা ব'ল্‌চি, তা ক'রতে হবে।

(চুপি চুপি সবিস্তার বলিয়া দিলেন।)

মানিক—মহারাজের জয় হ'ক। আমি কার্য্যসিদ্ধি ক'রব। মহারাণা অনুগ্রহ ক'রে আমাকে একটি ঘোড়া, প্রয়োজনীয় হাতিয়ার আর একটি পোষাক দিতে আজ্ঞা করুন!

রাজ—আমরা যতজন যোদ্ধা, ততগু'ল ঘোড়া, হাতিয়ার ও পোষাক আছে। তা' কাকে ছাড়িয়ে তোমাকে এ সব দেব? তবে তুমি আমার নিজের গুলি নিতে পার।

মানিক—তা' প্রাণ থাকতে নোব না।

রাজ—তবে উপায় কি?

মানিক—মহারাজ! অনুমতি দিন, আমি যে প্রকারে হ'ক, এ সকল সংগ্রহ করে নিই।

রাজ—(হাসিয়া) চুরি করবে?

মানিক—(জিভ্ কাটিয়া) আমি শপথ করেছি যে, আর সে কার্য্য ক'রব না।

রাজ—তবে কি ক'রবে?

মানিক—আজ্ঞে, ঠকিয়ে নেব।

রাজ—(হাসিয়া) যুদ্ধকালে সকলেই চোর—সকলেই বঞ্চক। আমিও বাদশার বেগম চুরি ক'রতে এসেছি—চোরের মত লুকিয়ে আছি। তুমি যে প্রকারে পার, এসকল সংগ্রহ ক'র।

মানিক—তবে আসি মহারাণা। (প্রণাম করিয়া প্রস্থান)

চতুর্থ দৃশ্য।

রূপনগরের বাজার।

পানওয়ালীর দোকান।

পানওয়ালী ও তাহার দাসী।

পান।—দাসি! আজ বড় ভিড় দেখছি। পান বেশী ক'রে সাজ্।

দাসী।—হ্যাঁ, আমি আগে থেকেই সেজে রেখেচি।

পান।—কতক পান একটু আতর ও গোলাপ জলের ছিটা দিয়ে সাজ।

দাসী।—হ্যাঁ, সাজচি। (দাসীর পান সাজিতে আরম্ভ করণ)

[মানিকলালের প্রবেশ]

মানিক —ওগো, আমায় দু-পয়সার পান দাও। (পয়সা দেওন ও পানওয়ালী কর্ত্তৃক কুড়াইয়া লওন)

দাসী।—এই পান নিন বাবুজী। (মানিক কর্ত্তৃক পান লওন ও চিবাইতে আরম্ভ করন।)

মানিক।—বড় মিষ্টি পান, আর দু-পয়সার দাও। (পয়সা প্রদান)

দাসী।—এই গোলাপী খিলি নিন্ বাবু।

মানিক।—(হাসিয়া) ভারি সুন্দর পান; এরকম পান আমি কোন দোকানে খাইনি।

পান।—(হাসিয়া) বাবুজী! এমন সুন্দর পানওয়ালী কি অন্য কোন দোকানে দেখেচ যে এমন সুন্দর পান খাবে?

মানিক।—তা যা বলেচ বিবি। তোমার মত সুন্দরী পানওয়ালী তো পানওয়ালী, অনেকের ঘরের মাগও তোমার মত সুন্দরী নয়।

পান।—বাবুজী! সুন্দর হাতের খিলি না হ'লে কি সুন্দর হয়?

মানিক।—তাতো বটেই। তোমার দোকানের সাজসজ্জাও বড় সুন্দর, তোমার গহনাগুলিও নিখুঁত, তোমার কথাগুলো আরও মিষ্টি।

পান।—বাবু জানেন তো—আগে দর্শনধারী পরে গুণ বিচারি; এরকম না হ'লে কি আর আপনাদের মত বাবু আমার দোকানে আসে?

মানিক—মহারাজিয়া! তুমি ভারি চতুরা।

পান—বাবু! আজ-কাল-কার-দিনে বোকা হ'লে কি চলে? (দাসীর প্রতি) যা, বাবুর জন্য জলদি এক ছিলিম তামাকু সেজে নিয়ে আয়।

(দাসীর প্রস্থান)

মানিক—তোমার মত চতুরা স্ত্রীলোক খুব কম দেখতে পাওয়া যায়। তা দেখ, আমি একটি চতুরা স্ত্রীলোক খুঁজছিলাম। আমার একটি দুষমন্ আছে—তাকে একটু জব্দ ক'রব ইচ্ছা। কি ক'রতে হবে —তা তোমাকে বুঝিয়ে ব'লচি। তুমি যদি আমার সহায়তা কর, তবে এক আসরফি পুরস্কার ক'রব।

পান—বলুন না—কি ক'রতে হবে?

মানিক—(চুপি চুপি বলিল।)

পান—আমি রাজি; আসরফি দিতে হবে না—রঙ্গই আমার পুরস্কার।

মানিক—বিবি! তবে আমি তাকে আনতে চল্লুম, তুমি ঠিক হ'য়ে থেক'। যা বল্লুম—সব যেন ঠিক থাকে।

(প্রস্থান)

(তামাক সাজিয়া হুকা হস্তে দাসীর প্রবেশ)

পান—তুই এত দেরী ক'রে তামাকু আনলি, বাবু দাঁড়িয়ে থেকে থেকে চলে গেল।

দাসী—তা আমার দোষ কি, ঘরে টিকে ছিল না, বাজারে গিয়ে টিকে কিনে আনলুম, আগুন ধরালুম, তামাক সাজলুম, তার পরেই নিয়ে আস্‌চি।

পান—তা যাক, যা হবার হয়ে গিয়েচে, হুকো দে।

(দাসী কর্ত্তৃক হুকাপ্রদান ও পানওয়ালীর হুকা সেবন)

তা তুই এখন যা, খাবার তৈয়েরি ক'র্‌গে যা, আজ আমি নিজেই পান বেচ্‌ব এখন।

দাসী—আচ্ছা, আমি চল্লুম। (দাসীর প্রস্থান)

[পানওয়ালীর গীত]

(হাঃ হাঃ হা) আজ হোগা বড়িয়া মজা।
মরদ্‌কো মাগী বানায়কে দেগা বহুত সাজা।
মুদ্দা মাফিক ঘরমে রাখকে বাহারসে শিকলি দেকে,
কোতয়ালি মে এত্‌লা দেগা, সিপাই হোগা রোজা :
পর জেনানাকো পাশ নাহি যাওয়ে, আঁখসে কভি নেহি চাওয়ে ;
কাস্বী:কা পাশ লেযাকে উস্‌কো একদম করেগা খাজা॥
ফিন কভি নেহি আওয়ে ইস্‌ধার, হোযায় ফকির ঝুলি সার॥
সিরাজি ছোড়্‌কে গাধা বান্‌কে পিয়ে চণ্ডু গাঁজা॥

(মানিক ও মহম্মদ খাঁর প্রবেশ)

মানিক—খাঁ সাহেব, ঐ বিবি শয্যায় ব'সে রয়েচে। আপনি এগোন্, আমি ঘোড়াটাকে ভাল ক'রে বেঁধে রেখে আসি। (প্রস্থান)

মহম্মদ—মানিকলালজি, মানিকলালজি, শোন শোন—

(মানিকের পুনঃ প্রবেশ)

মানিক—আরে সাহেব, পেছোন্ থেকে ডাক কেন ?

মহ—দেখ, মেয়েমানুষের কাছে এই সব অস্ত্রশস্ত্র নিয়ে কি যাওয়া উচিত ? না এত সব ভারী ভারী পোষাক পরে' যাওয়া যায় ? কি বল ?

মানিক—হ্যাঁ তা যা ব'লেছেন বটে !

মহ—তবে তুমি এই হাতিয়ার আর এই পোষাকগুলো আপাততঃ তোমার কাছে জিম্মা রাখ।

মানিক—তা দিন্। (মহম্মদ কর্তৃক হাতিয়ার ও পোষাকাদি প্রদান ও পরে মানিকের প্রস্থান)

[খাঁ সাহেব অগ্রসর হইয়া দেখিলেন তক্তপোষের উপর সুন্দর শয্যায় পানওয়ালী বসিয়া আছে। আতর গোলাপের সৌগন্ধে ঘর আমোদিত হইতেছে, চতুর্দ্দিকে ফুল বিকীর্ণ রহিয়াছে এবং আলবোলায় সুগন্ধ তামাকু প্রস্তুত রহিয়াছে। খাঁ সাহেব জুতা খুলিয়া তক্তপোষের উপর বসিলেন।]

পানওয়ালী—খাঁ সাহেব, তুমি বহুৎ আচ্ছা লোক। আমার কথা শুনেই তুমি এসেচ, আমি বড় খুস' হয়েছি।

মহ—বিবিজান্, তুমি অমন ক'রে খবর দিয়েছ, আমি কি না এসে পারি ? না এলে কি ভাল দেখায় ?

পান—খাঁসাহেব, তুমি সমঝ্‌দার লোক, তুমি কি আমাদের কষ্ট দিতে পার?

মহ—বিবিজান, অমন কথা মুখে এনো না। আমরা তোমাদের গোলাম।

পান—ও কি কথা সাহেব, অমন কথা কি বল্‌তে আছে? আমরা কি তোমাদের পদসেবার যোগ্যা?

মহ—বিবিজান, তোমরা আমাদের পদসেবার যোগ্যা কেন, তোমরা আমাদের কলিজা, বুকের ধন, মাথার মনি।

(পানওয়ালীর আল্‌বোলা হইতে নল তুলিয়া মহম্মদকে প্রদান)

পান—সাহেব,একটু তামাক খাও।

(মহম্মদের তথাকরণ)

[বাহির হইতে মানিকলালের দরজায় ঘা দেওন]

পান—কে গা?

মানিক—(বিকৃতস্বরে) আমি।

পান—(ভীত কণ্ঠে) খাঁ সাহেব, সর্ব্বনাশ হ'য়েছে—আমার স্বামী এসেছেন; মনে করেছিলুম—তিনি আর আস্‌বেন না। তুমি এই তক্ত-পোষের নীচে একবার লুকোও। আমি ওকে বিদায় ক'রে দিচ্ছি।

মহ—সে কি? যে হয় আসুক, এখনি কোতোল কর্‌ব!

পান—(জিভ কাটিয়া) সে কি? সর্ব্বনাশ! আমার স্বামীকে মেরে ফেলে আমার অন্নবস্ত্রের পথ বন্ধ কর্‌বে? এই কি তোমায় ভাল-বাসার ফল? শীগ্‌গির তক্তপোষের নীচে যাও, আমি এখনই ওকে বিদায় ক'রে দিচ্ছি।

(মানিকলাল কর্ত্তৃক পুনঃ পুনঃ দ্বারে করাঘাত)

পান—ও খাঁ সাহেব, শীগগির তক্তপোষের নীচে যাও, এখনি দরজা ভেঙে ফেল্লে দেখ্‌চি।

মহ—য়্যাঁ সত্যি নাকি?

(পুনঃ আঘাত)

পানওয়ালী—ও সাহেব, শীগ্‌গির ঢোকো।

মহ—আচ্ছা এই ঢুক্‌ছি। (এই বলিয়া তক্তপোষের নীচে গমন) [প্রকাশ্যে] প্রেমের জন্যে অনেক সময় সইতে হয়, বাবা। উঃ পিঠের ছালচাম্‌ড়া শুদ্ধ উঠে গেল।

(পানওয়ালী কর্ত্তৃক দরজা খুলিয়া দেওন এবং মানিকলালের প্রবেশ)

পান—তুমি আবার এলে যে? আজ যে বাড়ী ফির্‌বে না বলেছিলে?

মাণিক—(বিকৃতস্বরে) চাবিটা ফেলে গেছি।

পান—আচ্ছা, আমি খুঁজে দেখ্‌ছি। (ইতস্ততঃ একটু ঘুরিয়া) এই যে চাবী পেয়েছি, এই নাও।

মাণিক—(বিকৃতস্বরে) বাইরে কতকগুলো জিনিষ প'ড়ে রয়েচে কেন? তুমি এস, এগুলো ঘরে নিয়ে রাখ।

(উভয়ের বাহিরে গমন এবং দরজা বন্ধ করিয়া শিকলি দেওন ও চাবীবন্ধকরণ)

(মহম্মদের তক্তপোষের নীচ হইতে বাহির হওন ও দরজা খুলিবার চেষ্টা এবং অকৃতকার্য্য হইয়া)

মহম্মদ—য়্যাঁ একি? এ যে দেখছি দরজা বন্ধ! আমায় কি ফাঁকী দিয়ে আটকে রেখে গেল? এখন করি কি? আমার সর্ব্বনাশ হ'ল

বেশ্‌ ডি বে! সেনাপতি সাহেব জানতে পারলে যে আমায় একেবারে কোতল কর্‌বে। হায় হায় আমি কি কর্‌লুম! ওগো, আমায় কি হবে গো! ও মানিকলাল, মানিকলাল, আমায় উদ্ধার কর। কই, কেউ যে সাড়া দেয় না। আমি কি শেষকালে না খেয়ে শুকিয়ে মর্‌ব? আমার যে খানার সময় হ'য়েছে। হায় হায়, আমার কি হোলো গো। আমি এত বড় একটা বীর হ'য়ে সামান্য একটা মেয়েমানুষের কাছে হেরে গেলুম। চিড়িয়ার মত আমায় পিঁজরেয় বন্ধ কর্‌'ল! কোন্‌ শালা আর মেয়েমানুষের সঙ্গে পীরিত করে বাবা! এই আমি নাক-কান মলা খাচ্ছি—

[গীত]

(ওগো) গোপনে পীরিত করা দায়।
মিষ্টি কথায় ভুলে এখন প্রাণ বুঝি মোর যায়॥
এই নাকে কানে দিচ্ছি খৎ মেয়েদের খুরে খুরে দণ্ডবৎ,
কোন্‌ শালা আর দেখ্‌লে তাদের সেই দিকেতে চায়॥
(বাবুগণ) আমার দশায় শিক্ষা কর, মেয়ে দেখলে দূরে সর,
পীরিত পারিত এই কথাটী এন না জিহ্বায়॥
ভিটে মাটী হবে চাটী বাদে অন্ন ধর্‌বে পাটি,
দু'দিন বাদে বসতি হবে শ্বশুরবাড়ী জেলখানায়॥

পঞ্চম দৃশ্য।

পর্ব্বতোপত্যকায় দীল্লীগমনের পথ।

(সেনাপতি সৈয়দ হাসান আলি, মোবারক, মোগল সৈন্যবৃন্দ, ডুলিমধ্যে চঞ্চলকুমারীকে স্কন্ধে লইয়া পাইকগণ এবং ডুলির পশ্চাতে মোগল পরিচ্ছদে ভূষিত মানিকলালের প্রবেশ।)

সৈয়দ—মোবারক, রাস্তায় আর বিলম্ব করা হবে না। এমনিই আমাদের পাঁচদিন দেরী হয়ে গেছে। এতেই বাদশা হয়ত রাগ করবেন!

মোবারক—বাদশার তাতে রাগ করাটা কিছু আশ্চর্য্য নয়! কিন্তু—

(উপর হইতে শিলা বর্ষণ; কতিপয় সৈন্য আহত হইয়া পড়িল, কেহ এদিক ওদিক পলাইতে লাগিল।)

সৈয়দ—এঁ্যা একি ?

মোবারক—তাইত কিছুত বুঝতে পাচ্ছি না।

ছদ্মবেশী মানিক—কাহারলোক হুঁসিয়ার, বাঁ রাস্তাসে যাও। ইয়ে তরফ্ পাথর গির্‌তা হ্যায়, বহুত হুঁসিয়ার!

জনৈক কাহার—জী হাঁ, বাঁ রাস্তাসে যাতেহেঁ খাঁ সাহেব।

(বাম রাস্তা দিয়া পাল্কীওয়ালাগণের প্রস্থান ও পশ্চাৎ পশ্চাৎ মানিকলালের প্রস্থান। ইত্যবসরে একখানি বৃহৎ শিলাখণ্ড আসিয়া ঐ রাস্তার বক্রমুখে পতিত হইয়া পথ বন্ধ করিয়া ফেলিল)

মোবা—সেনাপতি সাহেব, এ ব্যাপার আর কিছুই নয়; কোন দুরাত্মা রাজকুমারীকে অপহরণ করার মানসে এই উদ্যম করেছে। সেনাপতি সাহেব, আপনি বেশীর ভাগ সৈন্য সহ এখানে অপেক্ষা করুন; আমি এখনই এর প্রতিবিধান করছি। সৈন্যগণ, প্রাণ যায় সেও স্বীকার, শত শওয়ার দোলার পিছু পিছু যাও। ওই পাথর টপ্‌কিয়ে যাও —চল আমিও তোমাদের সঙ্গে যাচ্ছি—(পাথর টপ্‌কাইয়া অপর দিকে গেলেন; কয়েকজন সওয়ার তাঁহার সঙ্গে সঙ্গে সেই রন্ধ্রপথে প্রবেশ করিল)

পট পরিবর্ত্তন।

পর্ব্বতরন্ধ্রের অপর দিক।

(রাজসিংহের সানুচর পর্ব্বত-শিখর হইতে অবরোহণ করিয়া মোবারক ও তাঁহার সৈন্যের সম্মুখীন্ হওন; তৎপশ্চাতে মানিকলালের প্রবেশ।)

রাজ। পলাও মোগল-সেনা, ছাড় রন্ধ্র-পথ।
পিপীলিকা হ'য়ে কেন এত আস্ফালন?
এ নহে পাঠান সৈন্য ভীরু কাপুরুষ—
প্রাণ ভয়ে যাবে ত্যজি' স্বজাতি-ললনা।
শুনেছ সংগ্রামসিংহ প্রতাপের নাম,
বাপ্পারাও-বংশধর বীরেন্দ্র কেশরী,
মথিলা মোগলে যারা শত শত বার,
সেই বংশে জন্ম মোর রাজসিংহ আমি;
আমারি চালিত এই রাজপুত সেনা।

বধিব মোগলে আজি, কেশরী যেমন—
বিনাশে স্বচ্ছন্দ চিত্তে মেষপালে পড়ি'।
এখনও সময় আছে—কর পলায়ন,
নতুবা দীল্লিতে কেহ যাবেনা বাহুড়ি।

মোবারক। সেলাম চরণে রাণা, রাজকুলপতি,
মোগল বাসেনা ভাল বাক্য-আড়ম্বর,
বাক-যুদ্ধ-পটু তারা হয়নি কদাপি,
কিংবা পৃষ্ঠ প্রদর্শন করে নাই রণে!
বীরসিংহ রাজসিংহ ঘোষে এই খ্যাতি,
কিন্তু তাহে নহি ভীত মোরা মহারাণা!
শার্দ্দুল শার্দ্দুলে রণ বাঞ্ছনীয় সদা,
শিবার সংগ্রামে বীর পায় না সন্তোষ।
উপযুক্ত অরি রাণা রাজপুতগণ ;
আজন্ম আকাঙ্খা ছিল করিতে সমর
এই বীর জাতি সনে, খোদার কৃপায়
সে বাসনা আজি মোর হইবে পূরণ।
কিন্তু রাণা মনে মোর হতেছে সংশয়—
সমগ্র ভারত যার কীর্ত্তি মেখলায়
প্রপূরিত উচ্চকণ্ঠে করিছে ঘোষণা
এই কি সেই বীরশ্রেষ্ঠ রাজপুত জাতি?

রাজসিংহ। কেন এ সন্দেহ তব, কি হেতু সংশয়,
বীরত্বহীনতা কিছু দেখেছ কি বীর?

মোবারক। দেখিলাম চৌর্য্যবৃত্তি-পটু রাজপুত;
অতর্কিতে আক্রমণ করিল মোগলে,
লুকায়ে পর্ব্বত-গুহে শিলার প্রহারে
বিনষ্ট করিল বহু মোগল সৈনিক।
এই যদি সেই বীর রাজপুত জাতি,
সম্মুখ সমর কেন দিল না মোগলে?

রাজসিংহ। বীরত্বের পরিচয় পাইবে এখনি।
তব প্রশ্নোত্তর বীর সহজ সরল,
কিন্তু তাহা অকর্ত্তব্য প্রদান অধুনা;
যুদ্ধনীতি নহে কভু করিতে প্রকাশ
শত্রুর নিকটে বীর, এই সে কারণে
স্পষ্ট করি প্রত্যুত্তর নাহি পারি দিতে।
এস বীর, ধর অস্ত্র সম্মুখ সমরে,
সেই রাজপুত কিনা লহ পরিচয়।
বিলম্বের প্রয়োজন নাহি হেরি আর,
প্রস্তুত সমর-সজ্জে রাজপুত-সেনা।

মোবা। আমরাও অপ্রস্তুত নহি মহারাণা।
কর আক্রমণ ত্বরা, মোগল সৈনিক!
একজন রাজপুত নাহি যেন ফিরে,
মোগল-বীরত্ব আজি দেখাও আহবে।

(উভয় দলের মধ্যে যুদ্ধ; কিছু পরে মোগলদের পশ্চাৎ হটিতে আরম্ভ করন ও ছদ্মবেশী মানিকলালের সবেগে প্রস্থান)।

(কিছু পরে রাজপুত সৈন্যসহ রাজসিংহের পুনঃ প্রবেশ)

রাজ—ভাই-বন্ধু যে কেউ সঙ্গে থাক, আজ আমি সরল চিত্তে তোমাদের কাছে ক্ষমা ভিক্ষা কচ্ছি। আমারই দোষে এ বিপদ ঘটেছে; পর্ব্বত হ'তে নেমেই এ বিপদ ঘটিয়েছি। এখন এ পার্ব্বত্য গলির দুই মুখ বন্ধ— দুই মুখেই কামান—দুই মুখেই আমাদের বিশ গুণ মোগল দাঁড়িয়ে আছে; অতএব আমাদের বাঁচবার আর কোন ভরসা নেই। নেই—তাতেই বা ক্ষতি কি? রাজপুত হয়ে কে মরতে কাতর? সকলেই মরব—একজনও বাঁচব না; কিন্তু মেরে মরব। যে মরবার আগে অন্ততঃ দু'জন মোগল না মেরে মরবে—সে রাজপুত নয়। রাজপুতগণ, শোন—এ পথে ঘোড়া ছোটে না, সবাই ঘোড়া ছেড়ে দাও। এস, আমরা তরবারী হাতে তোপের উপর লাফিয়ে পড়ি; তোপ আমাদের ত হবেই; তারপর দেখা যাবে··· কত মোগল মেরে মরতে পারি।

অনুচরবর্গ—জয় মহারাণাকী জয়!

রাজসিংহ—আর আমার ভয় নেই। তোমাদের মুখ-কান্তিতেই প্রকাশ পাচ্ছে—তোমরা দৃঢ়প্রতিজ্ঞ। এখন তোমরা দুই-দুই জন ক'রে সার্ দাও।

(সৈন্যদিগের তথাকরণ)

তবে মায়ের নাম ক'রে এস বন্ধুগণ!

অনুচরবর্গ—মাতাজীকি জয়, কালীমায়ীকি জয়!

রাজসিংহ—(পার্শ্বে ফিরিয়া দেখিলেন—চঞ্চল দণ্ডায়মানা)—একি?

না, এ ত দেবী নয়—এ যে মানবী, কিন্তু সামান্যা মানবী নয় :
(জনৈক অনুচরের প্রতি) দেখ ত, রাজকুমারীর দোলা কোথায় ?

জনৈক অনুচর—দোলা এই দিকে আছে' মহারাণা।

রাজসিংহ—দেখ দোলা খালি কিনা ?

অনুচর—দোলা খালি, কুমারীজী মহারাজের সম্মুখে উপস্থিত।

(চঞ্চল রাজসিংহকে প্রণাম করিল)

রাজসিংহ—রাজকুমারী, আপনি এখানে কেন ?

চঞ্চল—(জোড়হস্তে কাতর কণ্ঠে) মহারাজ, আপনাকে প্রণাম কত্তে এসেছি ; প্রণাম করেছি—এখন একটি ভিক্ষা চাই। আমি মুখরা, স্ত্রীলোকের শোভা যে লজ্জা তা আমাতে নেই—ক্ষমা কর্বেন ; ভিক্ষা যা চাই—তা'তে নিরাশা করবেন্ না।

রাজ—তোমারই জন্য এতদূর এসেছি, তোমাকে অদেয় কিছুই নেই—কি চাও রূপনগর-দুহিতা ?

চঞ্চল—(জোড়হস্তে) মহারাণা, আমি চঞ্চলমতি বালিকা বলে' আপনাকে আস্তে লিখেছিলাম। কিন্তু আমি নিজের মন আপনি বুঝ্তে পারিনি ; আমি এখন মোগল-সম্রাটের ঐশ্বর্য্যের কথা শুনে বড় মুগ্ধ হ'য়েছি। আপনি অনুমতি করুন—আমি দীল্লি যাই।

রাজ—(বিস্মিত হইয়া) রাজকুমারী, দীল্লি যেতে হয় যাও— আমার আপত্তি নেই, কিন্তু আপাততঃ তুমি যেতে পাবে না। যদি এখন তোমাকে ছেড়ে দিই, মোগল মনে কর্বে যে, প্রাণভয়ে ভীত হয়ে তোমাকে আমি তাদের হাতে ছেড়ে দিলাম। আগে যুদ্ধ শেষ হ'ক—তারপর তুমি যেয়ো। আর তোমার মনের কথা যে বুঝিনি

তা মনে ক'রো না। রাজসিংহ জীবিত-জাগ্রত থাক্‌তে তোমাকে দীল্লি যেতে হবে না। রাজপুতগণ, অগ্রসর হও।

চঞ্চল—(মৃদুহাস্যে অঙ্গুরী দেখাইয়া) মহারাজ, এই আংটিতে বিষ আছে, দীল্লিতে না যেতে দিলে বিষ খাব।

রাজ—(হাসিয়া) তা অনেকক্ষণ বুঝেছি রাজকুমারী। রমণীকুলে তুমি ধন্যা! কিন্তু তুমি যা ভাব্‌ছ তা হবে না, আজ রাজপুতের বাঁচা হবে না; নইলে রাজপুত নামে বড় কলঙ্ক হবে। আমরা যতক্ষণ না মরি— ততক্ষণ তুমি বন্দী; আমরা মর্‌লে তোমার যেখানে ইচ্ছা সেখানে যেও।

চঞ্চল—(স্বগতঃ) বীরচূড়ামণি, আজ হ'তে আমি তোমার দাসী হলাম। যদি তোমার দাসী হ'তে না পারি, তবে চঞ্চল কখনই প্রাণ রাখ্‌বে না। (প্রকাশ্যে) মহারাজ, দীল্লীশ্বর যাকে মহিষী কত্তে অভিলাষ করেছেন, সে কারও বন্দী নয়। এই আমি মোগল-সৈন্য সম্মুখে চল্‌লাম, কার সাধ্য রাখে দেখি—

(হাসিতে হাসিতে হেলিতে দুলিতে রাজসিংহকে পাশ করিয়া রন্ধ্রমুখে চলিল। রাজসিংহ ও অনুচরবর্গ পশ্চাৎ পশ্চাৎ গেলেন।)

পট-পরিবর্ত্তন।

রন্ধ্রপথের পূর্ব্বপার্শ্ব।

মোবারক, মোগল সৈন্যগণ এবং কামানের সম্মুখে চঞ্চলকুমারী যাইয়া দণ্ডায়মান হইল।

চঞ্চল— এ সেনাদলের সেনাপতি কে?

মোবা—এরা এখন অধমের অধীন। আপনি কে?

চঞ্চল—আমি সামান্যা স্ত্রীলোক, আপনার কাছে কিছু ভিক্ষা আছে, যদি অন্তরালে শোনেন তবে বল্‌তে পারি।

মোবা—তবে এদিকে আসুন।

(উভয়ের একান্তে গমন)

চঞ্চল—আমিই রূপনগরের রাজকন্যা। বাদশা আমাকে বিবাহ করবার অভিলাষে আমাকে নিতে এই সেনা পাঠিয়েছেন। এ কথা বিশ্বাস করেন কি?

মোবা—আপনাকে দেখেই সে বিশ্বাস হয়।

চঞ্চল—আমি মোগলকে বিবাহ কত্তে অনিচ্ছুক—তা'হলে ধর্ম্মে পতিত হব। কিন্তু পিতা ক্ষীণবল—তিনি আমাকে আপনাদের সঙ্গে পাঠিয়েছেন। তাঁর হাতে কোন ভরসা নাই বলে' আমি রাজসিংহের কাছে দূত পাঠিয়েছিলুম; আমার কপালক্রমে তিনি পঞ্চাশজন মাত্র সিপাই নিয়ে এসেছেন। তাঁদের বলবীর্য্য ত দেখ্‌লেন?

মোবা—(চমকিয়া) সে কি—পঞ্চাশজন সিপাহি এত মোগল মার্‌লে?

চঞ্চল—কিছু বিচিত্র নয়, হল্‌দীঘাটে ঐ রকম কি একটা হয়েছিল শুনেছি। কিন্তু সে যাই হোক্—রাজসিংহ এখন আপনার নিকট পরাস্ত; তাঁকে পরাস্ত দেখেই আমি এসে ধরা দিচ্ছি। আমাকে দীল্লি নিয়ে চলুন, যুদ্ধে আর প্রয়োজন নেই।

মোবা—বুঝেচি। নিজের সুখ ত্যাগ ক'রে আপনি রাজপুতের প্রাণরক্ষা করতে চান! তাঁদেরও কি সেই ইচ্ছা?

চঞ্চল—তাও কি সম্ভবে? আমাকে আপনারা নিয়ে গেলেও তারা যুদ্ধ

ছাড়্‌বে না। আমার অনুরোধ, আমার সঙ্গে একমত হয়ে আপনি তাদের প্রাণরক্ষা করুন্।

মোবা—তা পারি; কিন্তু দস্যুর দণ্ড অবশ্য দিতে হবে। আমি তাদের বন্দী করব।

চঞ্চল—সব পার্‌বেন, সেটি পার্‌বেন না। তাদের প্রাণে মার্‌তে পার্‌বেন, কিন্তু জীবন্ত বাঁধ্‌তে পার্‌বেন না; তারা সকলেই মর্‌তে স্থিরপ্রতিজ্ঞ হয়েছে—মর্‌বেই।

মোবা—তা বিশ্বাস করি; কিন্তু আপনি দীল্লি যাবেন—এ কি স্থির?

চঞ্চল—আপনাদের সঙ্গে আপাততঃ যাওয়া স্থির। তবে দীল্লি পর্য্যন্ত পহুঁছব কিনা সন্দেহ!

মোবা—সে কি?

চঞ্চল—আপনারা যুদ্ধ ক'রে মর্‌তে জানেন, আমরা স্ত্রীলোক—আমরা কি শুধু শুধুও মর্‌তে জানি না?

মোবা—আমাদের শত্রু আছে, তাই মরি; জগতে কি আপনার কোন শত্রু আছে?

চঞ্চল—শত্রু আমি নিজে—

মোবা—আমাদের শত্রুর অনেক প্রকার অস্ত্র আছে—আপনার?

চঞ্চল—বিষ!

মোবা—কোথায় আছে?

(চঞ্চলকুমারী অঙ্গুরী দেখাইল।)

মা, আত্মঘাতিনী কেন হবেন? আপনি যদি যেতে না চান, তবে আমাদের সাধ্য কি আপনাকে নিয়ে যাই! স্বয়ং দীল্লীশ্বর উপস্থিত

থাকলেও আপনার উপর বলপ্রকাশ করতে পারতেন না—আমরা কোন্ ছার? মা, সে বিষয়ে আপনি নিশ্চিন্ত থাকুন। কিন্তু এ রাজপুতরা বাদশার সেনা আক্রমন ক'রেছে—আমি মোগল-সেনাপতি হ'য়ে কি প্রকারে ওদের ক্ষমা করব?

চঞ্চল—ক্ষমা ক'রে কাজ নেই, যুদ্ধ করুন্; রাজপুতের মেয়েরা মরতে জানে।

(রাজসিংহের সানুচর প্রবেশ)

চঞ্চল—মাহারাজাধিরাজ, আপনার কটিবন্ধে যে তরবারী ঝুল্‌ছে, রাজ-প্রসাদ স্বরূপ দাসীকে ওটি দিতে আজ্ঞা হোক্।

রাজ—(হাসিয়া) বুঝেচি, তুমি সত্য সত্যই ভৈরবী।

(অসি নির্ম্মুক্ত করিয়া চঞ্চলকুমারীর হাতে দিলেন)

মোবা—(ঈষৎ হাসিয়া) উদয়পুরের বীরেরা কতদিন হ'তে স্ত্রীলোকের বাহুবলে রক্ষিত?

রাজ—(প্রদীপ্ত চক্ষে) যতদিন হ'তে মোগল বাদশা অবলাদের প্রতি অত্যাচার আরম্ভ ক'রেছেন, ততদিন হ'তে রাজপুত কন্যাদের বাহুতে অসীম বলের সঞ্চার হ'য়েছে। (অনুচরবর্গের প্রতি) রাজপুতেরা বাক্‌যুদ্ধে অপটু, সৈন্যগণ, পিপীলিকার মত এই মোগলবাহিনীকে ধ্বংস কর।

মোবা—মোগল সৈন্যগণ, তোমরাও আক্রমণ কর।

রাজপুতগণ—জয় মাতাজীকি জয়!

মোগল সৈন্যগণ—আল্লাহো আকবর!

(উভয় সৈন্যের অসি নিষ্কাষণ)

চঞ্চল—(অসি উত্তোলন করিয়া উভয় সৈন্য মধ্যে দণ্ডায়মানা হইয়া)—যতক্ষণ না একপক্ষ নিবৃত্ত হয়, ততক্ষণ আমি এস্থান হ'তে একপদও নড়্‌ব না। আগে আমাকে না মেরে কোনপক্ষই অস্ত্র চালনা কর্‌তে পার্‌বে না!

রাজ—(রুষ্ট হইয়া) রাজকুমারী, তোমার এ অকর্ত্তব্য। স্বহস্তে রাজপুত-কুলে এই কলঙ্ক লেপন করছ কেন? লোকে বল্‌বে, আজ স্ত্রীলোকের সাহায্যে মহারাণা রাজসিংহ প্রাণরক্ষা কর্‌লেন্।

চঞ্চল—মহারাজ, আপনাকে মর্‌তে কে নিষেধ কর্‌ছে? আমি কেবল আগে মর্‌তে চাচ্ছি। যে সকল অনর্থের মূল, তার আগে মর্‌বার নিশ্চয়ই অধিকার আছে।

মোবা—(সৈন্যগণকে) মোগল-বাদসা স্ত্রীলোকের সঙ্গে যুদ্ধ করেন না। অতএব বলি, আমরা এই সুন্দরীর নিকট পরাভব স্বীকার ক'রে যুদ্ধ ত্যাগ ক'রে যাই। রাণা রাজসিংহের সঙ্গে যুদ্ধে জয়-পরাজয়ের মীমাংসা—ভরসা করি—ক্ষেত্রান্তরে হবে। আমি রাণাকে অনুরোধ ক'রে যাচ্ছি যে, সে বার যেন স্ত্রীলোক সঙ্গে ক'রে না আসেন।

চঞ্চল—সাহেব, আমাকে ফেলে যাচ্ছেন কেন? আমাকে নিয়ে যাবার জন্য দীল্লীশ্বর আপনাদের পাঠিয়েছেন। আমাকে যদি না নিয়ে যান্, তবে বাদশা কি বল্‌বেন?

মোবা—মা, বাদশার বড় আর একজন আছে। উত্তর—তাঁর কাছে দেব।

চঞ্চল—সে ত পরলোকে; কিন্তু ইহলোকে?

মোবা—মোবারক আলি ইহলোকের কাকেও ভয় করে না। ঈশ্বর

আপনাকে কুশলে রাখুন—আমি বিদায় হলাম। সৈন্যগণ, এস—

(প্রস্থনোদ্যত, এই সময় মানিকলাল বহু যোদ্ধা সমেত আসিয়া—
"জয় মাতাজীকি জয়" বলিয়া মোগল সেনাকে আক্রমণ করিল।
মোগলসৈন্য ছত্রভঙ্গ হইয়া পলায়নপর হইল।
মানিকলালের সৈন্তেরা তাহাদের পশ্চাৎ ধাবিত হইল।)

মোবা—সৈন্যগণ, ফেরো ফেরো—(প্রস্থান)

(কিছু পরে মানিকলালের রাণার নিকট উপস্থিত হইয়া প্রণাম)

রাণা—এ কি কাণ্ড মানিকলাল? আমি ত কিছুই বুঝ্তে পাচ্ছিনা, তুমি কি কিছু জান?

মানিক—(হাসিয়া) জানি মহারাণা: যখন আমি দেখলাম, কয়জন মাত্র অনুচর সঙ্গে নিয়ে মহারাজ রন্ধ্রপথে নেমেছেন, তখন বুঝ্লাম—সর্ব্বনাশ হ'য়েছে। প্রভুর রক্ষার্থে আমাকে আবার একটি নূতন জুয়াচুরী কর্‌তে হ'য়েচে।

রাজসিংহ—আবার কি নূতন জুয়াচুরী কল্লে, মানিকলাল:

মানিক—আমি এখান হ'তে মোগল-সেনার বেশ ধারণ ক'রে অশ্বপৃষ্ঠে বরাবর রূপনগর যাই এবং বিক্রম সোলাঙ্কির সহিত দেখা ক'রে বলি যে, বহু পার্ব্বত্য দস্যু মোগল সৈন্যকে আক্রমণ ক'রেচে, সেনাপতি হাসান আলি খাঁ বাহাদুর আপনার নিকট সাহায্য প্রার্থনা ক'রে পাঠিয়েছেন। রাজা ব্যস্ত হ'য়ে তখনই এক সহস্র সৈন্য আমার সঙ্গে দিলেন। আমি সেই সৈন্য নিয়ে আস্‌বার পথে একটী অসহায়া স্ত্রীলোককে রক্ষা ক'রে বরাবর এখানে চ'লে এসেছি! প্রথমে সেনাপতি হাসান আলি খাঁর সৈন্যগণকে বিধ্বস্ত ক'রে পরে এই মোবারকের সৈন্যদলকে আক্রমণ করেছি।

রাজ—(মানিককে আলিঙ্গন করিয়া) মানিকলাল, তুমি যথার্থ প্রভুভক্ত! তুমি আজ যে উপকার ক'রেছ, যদি কখনও উদয়পুর ফিরে যাই, তবে তার যথোচিত পুরস্কার প্রদান করব। কিন্তু তুমি আমাকে বড় সাধে বঞ্চিত করলে। আজ মুসলমানকে দেখাতাম যে, রাজপুত রণক্ষেত্রে কেমন ক'রে মরে!

মানিক—মহারাণা, মোগলকে সে শিক্ষা দেবার জন্য মহারাজের অনেক ভৃত্য আছে; সেটা তো রাজকার্য্যের মধ্যে গণ্য নয়। এখন উদয়পুরের পথ খোলসা; রাজধানী ত্যাগ ক'রে মহারাণার পর্ব্বতে পর্ব্বতে পরিভ্রমণ করা কর্ত্তব্য নয়। এখন রাজকুমারীকে নিয়ে স্বদেশে যাত্রা করুন্।

রাজ—আমার কতকগুলি সঙ্গী এখনও ওদিকের পাহাড়ের উপর আছে—ওদের সঙ্গে ক'রে নামিয়ে নিয়ে যেতে হবে।

মানিক—আমি তাদের নিয়ে যাব। আপনি রাজকুমারীকে নিয়ে অগ্রসর হোন্, পথে আমাদের সঙ্গে সাক্ষাৎ হবে।

রাজা—বেশ, তাহ'লে আমি চঞ্চলকুমারীকে নিয়ে উদয়পুরে যাত্রা কচ্ছি।

(পটক্ষেপ।)

তৃতীয় অঙ্ক

প্রথম দৃশ্য।

উদয়পুর রাজপ্রাসাদ।

চঞ্চলকুমারী ও নির্ম্মলকুমারী।

চঞ্চল—তুই কোত্থেকে এলি ভাই? তোর সঙ্গে যে দেখা হবে সে আশা কখনও করিনি।—আজ তোকে পেয়ে যে কি আনন্দ হ'ল তা' আর কথায় কি ব'লব!

নির্ম্মল—আমি আস্‌মান্ থেকে নেমে আস্‌চি।

চঞ্চল—তোর সব কথাতেই বিদ্রূপ!

নিঃ—বিদ্রূপ দেখ্‌লে কোন্‌খানে? তোমার যেমন প্রশ্ন, উত্তর তো আমাকে সেইরূপ দিতে হবে। তোমার আনন্দ হয়েছে আর আমার বড্ড নিরানন্দ হয়েছে আর কি!

চঃ—যাক্, ওসব কথা ছেড়ে দে; এখন ঠিক ক'রে বল্, আমার সঙ্গে ছাড়াছাড়ি হওয়ার পর থেকে, তুই কোথায় বা ছিলি আর কেমনই বা ছিলি, আর এখানেই বা এলি কি ক'রে?

নিঃ—অতো প্রশ্নের উত্তর আমি একসঙ্গে দিতে পার্‌ব না, হাঁপিয়ে মর্‌ব, মাপ কর'।

চঃ—এখন ন্যাকামো ছেড়ে ঠিক ক'রে বল।

নিঃ—ব'ল্‌ব বলেইতো এইচি। অত ব্যস্ত হচ্ছ কেন? মোগলেরা তোমাকে নিয়ে দীল্লি যাত্রা ক'র্‌লে, আমিও পদব্রজে তোমার অনুসরণ ক'র্‌লুম। পথে তো কোন দিন হাঁটিনি, কিছু দূর চলে পথশ্রমে এবং রৌদ্রতাপে ক্লান্ত হয়ে এক গাছতলায় বসি এবং সেখানেই অজ্ঞান হয়ে পড়ি।

চঃ—অজ্ঞান হয়ে পড়িস্‌? উঃ, আমার জন্যে কি কষ্টটাই না পেইছিস্‌!

নিঃ—তারপর জ্ঞান হ'লে অদূরে ঘোড়ার পায়ের শব্দ শুনে উঠে বসি। পরক্ষণেই একজন মোগল বেশধারী পুরুষ আমার নিকটে ঘোড়া থেকে নেমে আসে; আমি তার পরিচয় জিজ্ঞাসা করি, শুন্‌লাম্‌—সে রাণা রাজসিংহের ছদ্মবেশী ভৃত্য। তারপর সে আমার পরিচয় জিজ্ঞাসা করে, আমি আমার আদ্যোপান্ত ঘটনা বলি ও পরিচয় দিই।

চঃ—তারপর?

নিঃ—তারপর সে আমাকে তোমার কাছে পৌঁছিয়ে দিতে চায়; আমি বলি—আমার হাঁটার ক্ষমতা নেই, তখন সে তার নিজের ঘোড়ায় চড়িয়ে নিয়ে আস্‌তে চায়; আমি তাতে রাজী না হওয়ায়, পরে অনেক কথাবার্ত্তার পর আমি রাজপুত-কন্যা পরিচয় পেয়ে এবং সেও রাজপুত পরিচয় দিয়ে আমাকে বিবাহের প্রস্তাব করে; আমিও তাতে সন্তুষ্ট হয়ে রাজী হই। তখন তরবারি স্পর্শ ক'রে সে প্রতিজ্ঞা করে যে, সেদিনের যুদ্ধে প্রাণ রক্ষা হ'লে আমাকে বিবাহ ক'র্‌বে।

চঃ—তারপর, তারপর ?

নিঃ—তারপর সেই রাজপুত যুদ্ধ জয় ক'রে আমাকে বিবাহ করেছে। আমার বর তোমার বরের এখন একজন প্রধান সেনাপতি, সেই আমাকে তোমার কাছে এনেছে।

চঃ—তুই মনের মত বর পেয়েছিস শুনে বড় সুখী হলুম। হ্যাঁরে, তোর বর কি মানিকলাল ?

নিঃ—হ্যাঁ, ওই রকম বলেই তো মনে হচ্ছে !

চঃ—তা' বেশ আমার উদ্ধারেরও প্রধান সহায় তোর বর মানিকলাল। তবে আমার বর ব'লে যা বল্লি তা ঠিক নয়।

নিঃ—(আশ্চর্য্য হইয়া) কি ? তুমি উদয়পুরেশ্বরী নও ? মহারাণা তোমায় এখনও বিয়ে করেন্ নি ?

চঃ—না সখি ! আমি তোর মত সৌভাগ্যবতী নই ; তবে মহারাণা বাবার অনুমতি চেয়ে পাঠিয়েছেন, বাবা অনুমতি দিলেই হ'বার কথা।

নিঃ—যাক্, শুনে আশ্বস্ত হলুম।

চঃ—দেখ্, আমি এখানে একলা থাকি—ভাল লাগে না, তুই দিন কয়েক আমার কাছে থাক্ না।

নিঃ—(নিরুত্তর)

চঃ—কি সখি ! বরকে ছেড়ে বুঝি থাক্‌তে ইচ্ছে ক'র্‌ছে না ? হ্যাঁলা, তুই যে আমায় ছেড়ে থাক্‌তে পার্‌তিস নে, আমি চলে যেতে বল্লেও কোন অছিলে ক'রে থাকতিস্, এমন কি আমার কাছে আস্‌বি ব'লে নিজের প্রাণ শুদ্ধ বিসর্জ্জন দিতে প্রস্তুত হয়েছিলি ; আর এখন আমি থাক্‌তে বলা সত্বেও, 'থাক্‌ব' এ উত্তর দিতে পারছিস্ নে ? হ্যাঁলা, বর পেলে কি আপন লোকও পর হয়ে যায় ?

নিঃ—না সখি, তা নয়। তবে কি জান সখি, এখনতো আর আমি আ'মার নিজের অধীন নই, কাজেই উত্তর দিতে পারৃছি না।

চঃ—ও, এই কথা! তা' বেশ তোর বরকে জিজ্ঞাসা ক'রে আয়।

নিঃ— আচ্ছা, তাই আস্‌ছি, তিনি বাইরেই আছেন।

(নির্ম্মলের প্রস্থান এবং অপর দিক্ দিয়া রাজসিংহের প্রবেশ)

রাজসিংহ—রাজকুমারি! তোমার পিতার পত্র এসেছে; পত্রের মর্ম্ম—এ বিবাহে তিনি অসম্মত: যদি জোর ক'রে বিবাহ করি. তাতে তাঁর ভীষণ অভিসম্পাত; তবে যদি কখনও আমাকে উপযুক্ত পাত্র বিবেচনা করার কারণ পান, তখন ইচ্ছাপূর্ব্বক তিনি আমার সহিত তোমার বিবাহ দিবেন। এখন কি ক'রৃব? বিবাহ উচিৎ কি না বল'?

চঃ—বাপের অভিসম্পাত মাথায় ক'রে কোন্ মেয়ে বিয়ে ক'রতে সাহস ক'রৃবে?

রাজ—তবে যদি পিতৃ-গৃহে ফিরে যাবার ইচ্ছা কর, তবে পাঠাতে পারি।

চঃ—কাজেই তাই। কিন্তু পিতৃগৃহে যাওয়াও যা, দীল্লি যাওয়াও তাই। তা' অপেক্ষা বিষপান কিসে মন্দ?

রাজ—আমার এক পরামর্শ শোন। তুমিই আমার যোগ্যা মহিষী, আমি সহসা তোমাকে ত্যাগ ক'রতে পারৃছি না। কিন্তু তোমার পিতার আশীর্ব্বাদ ব্যতীত তোমাকে বিবাহ ক'রৃব না। আশীর্ব্বাদের ভরসা আমি রাখি। মোগলের সঙ্গে যুদ্ধ নিশ্চিত। ভগবান্ একলিঙ্গ দেব আমার সহায়। আমি সেই যুদ্ধে হয় ম'রৃব, নয় মোগলকে পরাজিত ক'রৃব।

চঃ—আমার স্থির বিশ্বাস, মোগল আপনার নিকট পরাজিত হবে।

রাজ—সে অতিশয় দুঃসাধ্য কাজ। যদি সফল হই, তবে নিশ্চিত তোমার পিতার আশীর্ব্বাদ পাব।

চঃ—ততদিন ?

রাজ—ততদিন তুমি আমার অন্তঃপুরে থাক। মহিষীদের ন্যায় তোমার স্বতন্ত্র বন্দোবস্ত—পৃথক অবরোধ থাক্‌বে; তাদের ন্যায় তোমারও দাসদাসী পরিচর্য্যার ব্যবস্থা ক'র্‌ব। আমি প্রচার ক'রব যে, অল্পদিনের মধ্যে তুমি আমার মহিষী হবে এবং সেই বিবেচনায় সকলেই তোমাকে মহিষীদের ন্যায় মহারাণী ব'লে সম্বোধন ক'রবে। কেবল যতদিন না তোমার সঙ্গে আমার যথাশাস্ত্র বিবাহ হয়, ততদিন আমি তোমার সঙ্গে সাক্ষাৎ ক'রব না। কি বল ?

চঃ—বেশ, তাই হ'ক।

রাজ—তবে আমি সেই বন্দোবস্ত করিগে। (প্রস্থান)

(নির্ম্মলকুমারীর প্রবেশ)।

নির্ম্মল—কি সখি, বে'র বন্দোবস্ত হ'ল ?

চঃ—না, বাবা সম্মতি দেন্ নি।

নিঃ—'তা আমি আগে থেকেই বুঝেচি।

চঃ—আগে থেকে বুঝ্‌লে কি ক'রে ?

নিঃ—এইমাত্র আমি স্বামীর অনুমতি নিয়ে আস্‌বার পথে একস্থানে ভিড় দেখে খবর নিয়ে দেখি যে, একজন বিখ্যাত জ্যোতিষী গণনা ক'র্‌ছেন। তাই শুনে সিপাই দিয়ে ভিড় সরিয়ে তাঁকে দিয়ে তোমার ভাগ্য

গণনা করালুম; তিনি যা বল্লেন, তাতে তোমাকে চিরকুমারীই থাকতে হবে।

চঃ—কি রকম ?

নিঃ—রকম বড় সুবিধেজনক নয়।

চঃ—স্পষ্ট করেই বল্‌না ?

নিঃ—জ্যোতিষী বল্লেন—পৃথিবীশ্বরী যদি তোমায় নিজের হাতে তামাকু সেজে খাওয়ায়, তবে তোমার বিয়ে হবে, তা' নইলে নয়। কাজেই তোমার পিতা যে সম্মতি দেবেন না, তা আগে থেকেই বুঝতে পেরেছিলুম। দেখছি, বিধাতা তোমার কপালে চিরকুমারী ব্রতই লিখেছেন।

চঃ—না সখি! তুমি ভুল ব'ল্‌চ। শীঘ্রই মোগলের সঙ্গে যুদ্ধ বাধ্‌বে; তা'তে মোগল পরাজিত হবে, বেগমেরা বন্দী হবে এবং দিল্লীশ্বরী উদিপুরী বেগম আমার দাসী হয়ে তামাকু সাজ্‌বে।

নিঃ—ইস্ তোমার যে ভারি লম্বা চওড়া আশা দেখ্‌চি! ও আকাশ-কুসুম আশা ছেড়ে দাও ভাই; অসম্ভব কখনও সম্ভব হয় না।

চঃ—আমি ব'লচি, অসম্ভব—সম্ভবে পরিণত হবে; যদি আমি সতী হই, তবে আমার আশা কখনই নিষ্ফল হবে না—এটা স্থির নিশ্চয় জানিস্।

নিঃ—ভগবান তোমার আশা পূর্ণ করুন্! দেখ, আমার স্বামী মহারাণার কি দৌত্য-কার্য্যে দীল্লি যাচ্চেন, তুমিও এই সঙ্গে উদিপুরী বেগমকে তামাকু সাজার একখানা নিমন্ত্রণ-পত্র পাঠাও না কেন ?

চঃ—তা না হয় পাঠাচ্চি, তুইও কেন তোর স্বামীর সঙ্গে যা না!

নিঃ—(বিস্মিত হইয়া) কোথায় যাব ? দীল্লি ? কেন ?

চঃ—একবার বাদ্‌শার রঙমহালটা বেড়িয়ে আস্‌বি।

নিঃ—শুনিচি, সে নাকি নরক।

চঃ—নরকে কি কখন যেতে হবে না ভেবেচিস্? তুই গরিব বেচারা মানিকলালের উপর যে অত্যাচার ক'র্‌চিস, তাতে তোর নরক হ'তে নিস্তার নেই জানিস্।

নিঃ—কেন, সুন্দর দেখে বিয়ে করেছিল কেন ?

চঃ—সে বুঝি তোকে গাছতলায় ম'রে প'ড়ে থাক্‌তে সেধেছিল ?

নিঃ—আমি তো আর তাকে ডাকি নি। যাক্, এখন সে ভূতের বোঝা বয়ে দীল্লি গিয়ে কি ক'র্‌ব ব'লে দাও। আমি কিন্তু তোমার কাছে থাক্‌বার জন্য তার অনুমতি নিয়ে এসেছি।

চঃ—তা এসেছিস্ ভালই করেছিস। এখন দীল্লি গিয়ে উদিপুরীকে নিমন্ত্রণ-পত্র দিয়ে আয়।

নিঃ—কিসের ?

চঃ—নিজেই বল্লি আর ভুলে গেলি ?—তামাকু সাজার।

নিঃ—ও, তাইত, সত্যি সত্যিই ভুলে গেছ্‌লুম যে, পৃথিবীশ্বরা তোমার পরিচর্য্যা না ক'রলে, তোমারও ভূতের বোঝা মিল্‌বে না।

চঃ—দূর হ পাপিষ্ঠা ! আমিই এখন ভূতের বোঝা। হয়, বাদশার বেগম আমার দাসী হবে—নইলে আমাকে বিষ খেতে হ'বে ; গণকের তো এই গণনা ?

নিঃ—আচ্ছা, পত্রের দ্বারা নিমন্ত্রণ ক'র্‌লে কি বেগম আস্‌বে ? উল্টো উৎপত্তি হবে না তো ?

চঃ—হোক্ না! আমিও তো তাই চাই। তোর যুক্তিটা সমীচীন বলেই বোধ হয়েছে। এতেই আমার উদ্দেশ্য সিদ্ধি হবে।

নঃ—কি রকম?

চঃ—চিঠি পেলেই বেগম রাগে গর্‌গর্ হয়ে বাদশাকে দেখাবে এবং বাদ্‌শা তখনই যুদ্ধের আদেশ দেবে; তারপর যুদ্ধ বাধলেই—মহা-রাণার জয় অনিবার্য্য, আর যুদ্ধ জয় হলেই বেগম আমার বাঁদী হবে; নিমন্ত্রণ-পত্র পাঠাবার এই হ'ল প্রথম উদ্দেশ্য, আর দ্বিতীয় উদ্দেশ্য—তুই বেগমদের বেশ ভালো করে চিনে শুনে আস্‌বি।

নিঃ—তা' কি প্রকারে এ কাজ পার্‌ব—ব'লে দাও।

চঃ—তা' বলে দিচ্চি। তুই তো জানিস্ যে, যোধপুরী বেগমের পাঞ্জাটা আমার কাছে আছে। সেই পাঞ্জা তুই নিয়ে যা। তার গুণে তুই রঙমহালে অবাধে প্রবেশ ক'র্‌তে পার্‌বি এবং যোধপুরীর সঙ্গে দেখা ক'র্‌তে পারবি। তাঁকে সব কথা খুলে বল্‌বি। আমি উদিপুরীর নামে যে পত্র দিব, তাও তাঁকে দেখাবি। তিনি ঐ পত্র কোনও প্রকারে উদিপুরীর নিকট পাঠিয়ে দেবেন। যেখানে নিজের বুদ্ধিতে কুলোবে না, সেখানে স্বামীর বুদ্ধি হ'তে কিছু ধার করিস্—বুঝ্‌লি?

নিঃ—ইস্! আমি যাই মেয়ে, তাই তার সংসার চলে!

চঃ—হয়েছে লো হয়েছে, আর নিজের গুমোর্ করতে হবে না। এখন চল্, পত্রখানা বেশ বাগিয়ে লেখা যাক্‌গে।

(প্রস্থান)।

দ্বিতীয় দৃশ্য।

দীল্লি-আরংজীবের দরবার।

আরংজীব, সভাসদবর্গ, প্রহরীগণ ও মোগল-দূত।

আরংজীব। কি বলিলি দূত! পরাজিত রণভূমে
বাদশাবাহিনী, কেড়ে নিল রাজকন্যা
মুষ্টিমেয় রাজপুতে; দস্যু-দলপতি
রাজসিংহ করে সমগ্র ভারত-ত্রাস
মোগল সেনানী মানি' নিল পরাজয়?
শৃগাল করিল জয় দুর্ম্মদ শার্দ্দূলে?
অকর্ম্মণ্য সেনাপতি হাসান আলি খাঁ,
অধীন নায়কগণ ভীরু কাপুরুষ,
নতুবা সম্ভব কভু হয় কি কখনো
পরাজয় মোগলের রাজপুত-করে!

মোগল-দূত। জাঁহাপনা! কেহ দোষী নহে, সেনাধ্যক্ষ মোবারক—
দেখেছি স্বচক্ষে প্রভু, প্রাণপণ করি'
অদ্ভুত বীরত্ব বীর করিলা প্রকাশ।
রাজপুত প্রায় যবে পরাজিত রণে,
হেন কালে কোথা হ'তে সহস্র সেনানী
অতর্কিতে আক্রমিল পশ্চাৎ হইতে,
ছত্র ভঙ্গ হ'ল যত মোগলবাহিনী;

ফিরাইতে সেই সেনা মোবারক বীর
পতিত হইল এক কূপের ভিতর ;
নতুবা বুঝিত, প্রভু, রাজপুতগণ
মোগল-বীরত্ব সেই সমর-মাঝারে !
খোদা প্রতিকূল, দোষী নহে মোবারক।
দেখেছি যা নিবেদন করিনু চরণে।

আরং। সচিব-প্রধান, দেহ আজ্ঞা এইক্ষণে—
সেনাপতি হাসানের শিরচ্ছেদ করি,
ঝুলাইতে দীল্লির তোরণ সম্মুখে ;
মোবারক ভিন্ন অন্য নায়ক সকলে
পদচ্যুত করি' কর সামান্য সৈনিক,
লভুক্ তাহায় শিক্ষা অন্য সেনাপতি।

মন্ত্রী। যথা আজ্ঞা জাঁহাপনা।

(জনৈক দোবারিকের কুর্নিশ করিতে করিতে প্রবেশ)

দৌবারিক—জাঁহাপনা ! উদয়পুর হ'তে একজন দূত ভেট্ নিয়ে এসেছে : সে ব্যক্তি সাহানসার দর্শনপ্রার্থী।

আরং—তাকে আস্‌তে বল।

(দোবারিকের কুর্নিশ করিতে করিতে প্রস্থান এবং মানিকলালের ভেট লইয়া প্রবেশ ও অভিবাদন)

আরং--কি অভিলাষ তোমার দূত ?

মানিক—দীল্লীশ্বর ! মহারাণা রাজসিংহ একখানি পত্র পাঠিয়েছেন, সেইটী

দিবার অভিলাষে সাহানসার সাক্ষাৎ প্রার্থনা করেছি।

আরং—কই, পত্র দাও।

মানিক—(সিংহাসন প্রান্তে ভেট ও পত্র স্থাপন)

আরং—মন্ত্রি ! পত্র পাঠ কর !

মন্ত্রী—(পত্র গ্রহণ এবং খুলিয়া পাঠ করন ; ইতিমধ্যে মানিকলালের সকলের অজ্ঞাতসারে পলায়ন।)

দীল্লীশ্বর আরংজীব,

আপনার ঔদ্ধত্যে আশ্চর্য্যান্বিত হইলাম। আপনি কি এখনও উদয়পুরের রাণাদের চেনেন নি ? উদয়পুর—জয়পুর বা যোধপুর নয় যে, আপনি আদেশ দিবামাত্র জিজিয়া কর দিবে। মহারাণা রাজসিংহ আরংজীবের ভয়ে বিন্দুমাত্র ভীত নয়। রাণাবংশের পরিচয় আপনার পূর্ব্বপুরুষেরা ভাল রকম অবগত ছিলেন—অপনার বোধ হয় সে সব অবগতি নাই। বড়ই আশ্চর্য্যের বিষয়, যে-ব্যক্তি সামান্য পার্ব্বত্যজাতি মহারাষ্ট্রের হস্তে বার বার পরাজিত, সে ব্যক্তি রাজপুত-বীর রাজসিংহের রাজত্বে জিজিয়া-কর সংস্থাপনে উদ্যত। আরংজীব মনে রাখবেন—রাজপুত মহারাষ্ট্রী অপেক্ষা হীনবল নয়, বরং তাদের চেয়ে অধিকতর শিক্ষিত ; শিবাজী অপেক্ষা রাজসিংহ বহু বিচক্ষণ ও চতুর। রাজসিংহের ইচ্ছা—রাজপুতানার অন্যত্র যে-যে স্থানে জিজিয়া কর সংস্থাপন করেছেন, তাও তুলে দেওয়া ; ক্ষমতা থাকে—বাধা দিবেন। ইতি—

মহারাণা রাজসিংহ।

আরং—মন্ত্রী ! রাজপুত-দূতের এখনি মুণ্ডচ্ছেদ কর।

মন্ত্রী—যে আদেশ জাঁহাপনা ! কে আছ, দূতকে বধ্যভূমে নিয়ে যাও।

১ম সভাসদ—কই মন্ত্রী মহাশয়, দূত তো নেই !

মন্ত্রী—নেই ? কোথায় গেল ? এখনি তাকে খুঁজে বা'র কর।

(দুইজন প্রহরীর মানিকের খোঁজে প্রস্থান)

আরং। রাজপুত-স্পর্দ্ধা মন্ত্রি শুনিলে তো সবে !
মশক হইয়া করে কেশরী দংশন !
আলমগীর নামে ভীত সমগ্র মেদিনী,
নগণ্য উদয়পুর করে উপহাস !
সামান্যা রমণী ক্ষুদ্র রাজপুত-নারী
সদর্পে তস্বীরে মম করে পদাঘাত !
কাড়ি' নিল সে নারীরে বিক্রম প্রকাশি,
রাজসিংহ—পরাজয়ি আমার সেনানী !
বাড়িয়াছে স্পর্দ্ধা তাই, দেখাব এবার—
কত বল-বীর্য্যবান দিল্লি-অধিপতি !
সমগ্র উদয়পুর করি' ধুলিসাৎ,
রাজসিংহ বংশলোপ করিয়া ভারতে,
রাজপুতে পরিণত করি' মুসল্‌মানে—
আরংজাব কত বড় দেখাব ধরায়।
সাজাও বাহিনীবৃন্দ চতুরঙ্গ দলে.
হয়-হস্তী-পদাতিক আন লাখে লাখে ;
সমগ্র ভারত-মাঝে প্রচার' সংবাদ—

সাজিছে সম্রাট্ নিজে রাজপুত-নাশে ;
যার যত সেনাসহ আসুক ত্বরায়,
যাইবে বেগমগণ, যাইবে তোমরা ;
ভাঙ্গিয়া উদয়পুর করিব স্থাপন—
নবীন সমৃদ্ধিশালী দীল্লি সেইস্থানে।

(মন্ত্রী ব্যতীত সকলের প্রস্থান ; জেবউন্নিসার খোজাবান্দা আমীরুদ্দীনের প্রবেশ ও বাদশাকে পত্র প্রদান)

আরং—এ পত্র কে দিলে ?

খোজাবান্দা—বাদশাজাদী।

(আরংজেবের পত্র পাঠ)

আরং—(স্বগতঃ) বুঝিছি—মোবারক বাদশাজাদীর একজন প্রণয়-পাত্র ; কোন কারণে বাদশাজাদী তার উপর অসন্তুষ্ট হ'য়ে এই অভিযোগ আনায়ন ক'রেছে। এ সুযোগ সর্ব্বদা ঘটে না, সুতরাং এ সুযোগ কোন ক্রমেই ত্যাগ করা উচিৎ নয়। (প্রকাশ্যে) মন্ত্রি ! মোবারক মহা অপরাধে অপরাধী, সে বিশ্বাসঘাতক ; আমি বাদশাজাদীর পত্রে অবগত হলুম যে, তারই চক্রান্তে রূপনগরওয়ালীকে এখানে আনা যায় নাই। আমার আদেশ—এই দণ্ডেই মোবারককে ধ'রে এনে বিষধর সর্প-দংশনে হত্যা কর।

মন্ত্রি—যথা আজ্ঞা জাঁহাপনা।

আরং—অনতিবিলম্বে উদয়পুর ধ্বংশে যাত্রা ক'রতে হবে, সকলকে সেই ভাবে প্রস্তুত কর এবং নিজেও হও। (প্রস্থান)।

তৃতীয় দৃশ্য।

রাজপথ।

উদাসীন্।

[গান]

ইস্ দুনিয়ামে কিস্‌কো কহোগে আপন, তুম্ কিস্‌কো কহোগে আপন্।
আরে রে বেকুফ্ ক্যেয়া সম্‌ঝোগে
দুষমন্ আপনা মন্, তেরা দুষমন্ আপ্‌না মন॥
লেড়্‌কা লেড়্‌কী জরু জহরৎ
দুরোজ্ রহেগা ন্যহী ;
যিস্‌কা দেও জান্ ওহি বেইমান্
দুনিয়াকা হাল্ এহি।
দীল্‌কো দোস্তি জান্‌কো আস্‌নাই,
দু'এক শাম্‌কো জবর রোস্‌নাই,
(যব) চিরাগ্ বুতেগা, ধুন্ধ্‌লা দেখেগা,
ছোড়োগে লেড়কৃপণ্, ভাই ছোড়োগে লেড়কৃপণ্॥
সুখ দুখ্ সব নসীব্‌কা খেল্,
খোদাকা ইম্‌তেহান্,
হজরৎ হ্যায় সাচ্, জহরৎ তো ভেল
লেনা খোদাকা নাম্,
নফ্‌রৎ কর্‌কে গুণাগারী,
রসুল্‌মে রাখ্‌না ইমান্‌দারী ;
(তব্) তক্‌লীফ্ টুটেগা, আসর্ মিটেগা,
বেহেস্ত্ চলোগে ফৌরণ্—ভাই বেহেস্ত্
চলোগে ফৌরণ্॥

চতুর্থ দৃশ্য।

জেবউন্নিসার প্রমোদ-উদ্যান।

(দুঃখিত চিত্তে জেবউন্নিসার প্রবেশ এবং পশ্চাৎ পশ্চাৎ খোজা আমীরুদ্দিনের প্রবেশ)।

জেব—তুই স্বচক্ষে দেখেছিস্ ?

আমী—(সেলাম করিয়া) বান্দা কি আর বাদশাজাদীকে মিথ্যা কথা ব'ল্‌বে ?

জেব—কি রকম কি হ'ল বল্ দেখি ?

আমী—সেনাপতি সাহেব নির্ভীক মনে সহাস্যে বখ্‌সীর কাছে উপস্থিত হ'য়ে, দুই পাশে দুটী সাপের পিঁজ্‌রা দেখে, মৃদু হেসে জিজ্ঞাসা কর্‌লেন—কি ? আমায় যেতে হবে ? বখ্‌সী বিষন্নভাবে বল্‌লে—বাদশার হুকুম ! মোবারক সাহেব জিজ্ঞাসা ক'র্‌লেন—কেন এ হুকুম হ'ল কিছু প্রকাশ পেয়েছে কি ? বখ্‌সী বল্‌লে—না, আপনি কি কিছু জানেন্ না ? মোবারক বল্‌লেন—এক রকম আন্দাজী আন্দাজী ; যাক্ বিলম্বে কাজ কি ? বখ্‌সী বল্‌লে— কিছু না ! তখন মোবারক সাহেব জুতা খুলে একটা পিঁজরার উপর পা দিলেন, সাপ গর্জ্জিয়ে এসে পিঁজরার ছিদ্রমধ্য হ'তে দংশন ক'র্‌লে ; দংশন-জ্বালায় মোবারক একটু মুখ বিকৃত ক'র্‌লেন। বখ্‌সীকে কাতর কণ্ঠে বল্‌লেন—সাহেব ! যদি কেউ জিজ্ঞাসা করে যে, মোবারক কেন

মর্‌ল ? তখন মেহেরবানী ক'রে বল্‌বেন,—শাহজাদী আলম্ জেবউন্নিসা বেগম সাহেবার মজ্জী। বখ্‌সী সভয়ে বল্‌লেন, চুপ! চুপ! এটাও দংশন কর্‌বে! মোবারক তখন দ্বিতীয় পিঞ্জরার উপর পা দিলেন, দ্বিতীয় মহাসর্পও তাকে দংশন ক'রে তীক্ষ্ণ বিষ ঢেলে দিলে। সেনাপতি তখন বিষের জ্বালায় জর্জ্জরীভূত ও নীলকান্তি হ'য়ে, ভূমে জানু পেতে ব'সে যুক্ত করে ডাক্‌তে লাগ্‌লেন্, আল্লা আক্‌বর! যদি কখনও তোমার দয়া পাবার যোগ্য কাজ ক'রে থাকি, তবে এই সময়ে দয়া কর। এইরূপ প্রার্থনা ক'র্‌তে ক'র্‌তে মোগলবীর মোবারক আলি প্রাণত্যাগ ক'রেছেন।

জেব—উঃ আর শুনতে পার্‌ছিনা, বুক ফেটে গেল—মাথায় বজ্রাঘাত হ'ল। হায় কি ক'রলুম! আমীরুদ্দিন! এমন কথা শুনে বখ্‌শীর প্রাণে দয়া হ'ল না—তাকে বাঁচিয়ে দিলে না? ওঃ এতদিনে বুঝ্‌লুম, বাদশাজাদীরাও সামান্যা নারী ব্যতীত আর কিছুই নয়—তাদের হৃদয়েও কোমলতা আছে—তারাও ভালবাসে—তাদেরও কাঁদতে হয়। আমি ঐশ্বর্য্যমদে অন্ধ হয়েছিলুম—রূপের গর্ব্বে অন্ধ হয়েছিলুম, ইন্দ্রিয়ের দাসী হয়ে ভালবাসাকে চিন্‌তে পারিনি। আমার উপযুক্ত দণ্ড হয়েছে। কেউ যেন আমাকে দয়া না করে। (কিছুক্ষণ ক্রন্দন) খোজা! সাপের বিষে মানুষ ম'র্‌লে তার কি চিকিৎসা আছে?

আমী—ম'র্‌লে আর চিকিৎসা কি?

জেব—কখনও শুনিস্ নি?

আমী—শুনিচি, হাতেম মাল এমনই একটি চিকিৎসা করেছিল, কিন্তু চ'খে দেখি নি।

জেব—(হাঁফ্ ছাড়িয়া) হাতেম মালকে চিনিস্ ?
আমী—চিনি।
জেব—তার বাড়ী চিনিস্ ?
আমী—চিনি।
জেব—এই দণ্ডে সেখানে যেতে পার্‌বি ?
আমী—হুকুম দিলেই পারি।
জেব—মোবারককে কোথায় কবর দিয়েছে জানিস্ ?
আমী—দেখিনি, কিন্তু যে গোরস্থানে গোর্ দেবে, তা জানি। নূতন গোর ঠিকানা ক'রে নিতে পার্‌ব।
জেব—আমি তোকে দুশো আসরফি দিচ্চি। এক শ' হাতেম মালকে দিবি, এক শ' নিজে নিস্। মোবারক আলির গোর খুঁড়ে লাস বার ক'রে চিকিৎসা ক'রে বাঁচাবি। যদি বাঁচে, তার হাতে পায়ে ধ'রে আমার কাছে আন্‌বি। যা এখনই যা।

(আমীরুদ্দিনের প্রস্থান)

(মুখে কিছুক্ষণ রুমাল চাপা দিয়া অবস্থান এবং বৃক্ষান্তরাল হইতে পিকের কূজন)।

[গীত]

আর কেন পিক বঁধু ঢাল কুঞ্জে সুধারাশি।
প্রাণে সুখ নাহি দেয় আরতো ফুলের হাসি ॥
কুঞ্জবন শোভা যেই, ছাড়িয়া গিয়াছে সেই,
আগে কে জানিত তারে আমি এত ভালবাসি ॥
অহঙ্কার গ্যাছে টুটে, অভিমান গ্যাছে ছুটে,
নিজ দোষে হারায়েছি আমার হৃদয়-শশী ॥
প্রাণকান্তে হয়ে হারা, হয়েছি গো আত্মহারা,
লহ মোরে সাথে নাথ চরণ সেবিবে দাসী।

(প্রস্থান)

(এক দিক দিয়া নির্ম্মলকুমারীর ও অন্য দিক দিয়া আরংজীবের প্রবেশ)

আরং—একি, কে তুমি? এখানে কেন!

নির্ম্মল— নিরুত্তর)

আরং—উত্তর দাও, নইলে এখনি তোমার শিরচ্ছেদ ক'র্‌ব।

নির্ম্মল— [গীত।]

যে হই সে হই আমি যে হই সে হই।
তোমার ধার কি ধারি কেন পরিচয় কই॥
আস্‌মান থেকে নামি নাই দুনিয়াতে থা'ক,
হেসে খেলে বেড়াই ঘুরে মনের সুখে রই॥
ডর্ মোরে কি দেখাও জী আমি না ডরি,
রাজপুত-ঝিয়ারী আমি ম'র্‌তে ভীত নই॥

আরং—জান আমি কে? আমি দীল্লীশ্বর আরংজাব—ইচ্ছা ক'র্‌লেই তোমার কি ক'র্‌তে পারি তা বোঝ!

নির্ম্মল—(কুনিশ করিয়া পুনঃ গীত—)

আপনি বাদশা দীল্লীশ্বর তাতে ভয় কি!
বেশী কি আর ক'র্‌তে পারেন গর্দ্দান নেওয়া বই॥
প্রাণ থাক্‌তে দেহ কিন্তু পার্ব্বেন না ছুঁতে,
হিন্দুনারী পরপুরুষ ছোঁয়া নাহি সই॥

(ছুরি বাহির করিয়া) এই ছুরিকা দরকার মত বসিয়ে নিই বুকে,
ঝাঁপ দিই আগুনে কিংবা জহর খেয়ে লই॥

আরং—বুঝ্‌লুম, তুমি রাজপুত-কন্যা। তুমি কোত্থেকে এসেছ?

নির্ম্মল—(স্বগতঃ) আমি রাজপুতের কন্যা— মিথ্যা ব'ল্‌ব কেন ?

আরং—কি ? উত্তর দেবে না ?

নিঃ—আমি উদয়পুর থেকে এসেছি।

আরং—এখানে কার কাছে এসেছ ?

নিঃ—হজরৎ বাদশাহ বেগম উদিপুরীর কাছে।

আরং—কেন ?

নিঃ—পত্র ছিল।

আরং—কার পত্র ?

নিঃ—মহারাণার রাজমহিষীর।

আরং—কৈ সে পত্র—দেখি ?

নিঃ—বেগম সাহেবাকে তা দিয়েছি।

আরং—পত্রে কি লেখা ছিল ?

নিঃ—উদিপুরী বেগম সাহেবাকে তামাকু সাজার নিমন্ত্রণের কথা।

আরং—কি ? এত বড় স্পর্দ্ধা ? বল্, তুই কি প্রকারে এই মহাল-মধ্যে প্রবেশ ক'র্‌লি ?

নিঃ—আমি এ কথার উত্তর দেব না।

আরং—কি, এত হেকমৎ ? আমি দুনিয়ার বাদশা—আমি জিজ্ঞাসা ক'র্‌ছি, তুই উত্তর দিবি না ?

নিঃ—দুনিয়া হুজুরের ; কিন্তু রসনা আমার। আমি যা' না ব'ল্‌ব, দুনিয়ার বাদশা তা কিছুতেই বলাতে পার্‌বেন না।

আরং—তা না পারি, কিন্তু যে রসনার বড়াই ক'র্‌ছিস্ তা এখনই কেটে কুকুরকে খাওয়াতে পারি—জানিস্ ?

নিঃ—দীল্লীশ্বরের মর্জ্জি। কিন্তু তা হ'লে যে সংবাদ আপনি খুঁজ্‌চেন, তা প্রকাশের পথ চিরকালের জন্য বন্ধ হবে।

আরং—সেই জন্যে তোর জিব্‌ অক্ষত রাখ্‌লাম। তোর প্রতি এই হুকুম দিচ্চি যে, আগুন জেলে তোকে কাপড়ে মুড়ে' একটু একটু ক'রে তাতারীরা পোড়াতে থাকুক্। আমার কথায় যা ব'ল্‌বি না, আগুনের জ্বালায় তা বল্‌বি।

নিঃ—(হাসিয়া) হিন্দুর মেয়ে আগুনে পুড়ে ম'র্‌তে ভয় করে না। হিন্দুস্থানের বাদশা কি শোনেন নি যে, হিন্দুর মেয়ে হাস্‌তে হাস্‌তে স্বামীর সঙ্গে জলন্ত চিতায় চ'ড়ে পুড়ে মরে? আপনি যে মরণের ভয় দেখাচ্চেন, আমার মা, মাতামহী প্রভৃতি সেই আগুনেই প্রফুল্ল আননে পুড়ে মরেছেন। আমিও কামনা করি, যেন ঈশ্বরের কৃপায় আমিও স্বামীর পাশে স্থান পেয়ে ওই আগুনেই জীবন্ত পুড়ে মরি।

আরং—আচ্ছা, সে কথার মীমাংসা পরে ক'র্‌ব। আপাততঃ তুই মহালের একটী কামরায় চাবি বন্ধ থাক্। ক্ষুধা তৃষ্ণায় কাতর হ'লেও কিছু খেতে পাবি না। তবে যখন নিতান্ত প্রাণ যায়—বিবেচনা ক'র্‌বি, তখন কবাটে ঘা মারিস্, প্রহরীরা দ্বার খুলে দিয়ে আমার কাছে নিয়ে যাবে। তখন আমার নিকট সকল উত্তর দিলে, পান আহার ক'র্‌তে পাবি।

নিঃ—শাহান্-শাহ: আপনি কি কখন শোনেন্ নি যে, হিন্দু স্ত্রীলোকেরা ব্রত নিয়ম করে? ব্রত নিয়ম পালন কর্ত্তে একদিন, দুই দিন, তিন দিন পর্য্যন্ত নিরম্বু উপবাস করে? দেবতার স্থানে ধর্ণা দিয়ে অনিয়মিত কাল অনাহারে থাকে? শোনেন্‌নি, তারা কখনও কখনও উপবাস

ক'রে ইচ্ছাপূর্ব্বক প্রাণত্যাগ করে? জাঁহাপনা! জাঁহাপনা! এ দাসীও তা পারে। ইচ্ছা হয়, আমার মৃত্যু পর্য্যন্ত পরীক্ষা ক'রে দেখুন?

আরং—(স্বগতঃ) এ মেয়েকে ভয় দেখিয়ে কিছু হবে না, মেরে ফেল্লেও কিছু হবে না। তবে পীড়ন্ ক'রলে কি হয় বলা যায় না। কিন্তু তার পূর্ব্বে একবার প্রলোভনের শক্তিটা পরীক্ষা করা ভাল। (প্রকাশ্যে) ভাল, নাই তোমাকে পীড়ন ক'র্লাম। তোমাকে বহুৎ ধন দৌলত দিয়ে বিদায় কর্‌ব। তুমি এ সকল কথা যথাযথ আমার নিকট প্রকাশ কর।

নিঃ—রাজপুত কন্যা যেমন মৃত্যুকে ভয় করে না, ধন দৌলতকেও তেমনি অন্তরের সঙ্গে ঘৃণা করে। আমি সামান্যা স্ত্রীলোক, নিজ গুণে আমাকে বিদায় দিন।

আরং—দীল্লির বাদশাহের দুনিয়ায় অদেয় কিছুই নাই। তাঁর কাছে প্রার্থনীয় তোমার কি কিছুই নাই?

নিঃ—আছে।—নির্ব্বিঘ্নে বিদায়।

আরং—কেবল সেইটী এখন পাচ্ছ না। তা ছাড়া আর জগতে তোমার প্রার্থনা কর্‌বার কি কিছুই নাই?

নিঃ—প্রার্থনার আছে বৈ কি! কিন্তু দীল্লির বাদশার রত্নাগারে সে রত্ন নাই।

আরং—এমন কি সামগ্রী!

নিঃ—আমরা হিন্দু, আমরা জগতে কেবল ধর্ম্মই কামনা করি। দীল্লির বাদশা ম্লেচ্ছ, আর দীল্লির বাদশা ঐশ্বর্য্যশালী। দীল্লির বাদশার সাধ্য কি যে, আমার কাম্য বস্তু দিতে পারেন কি নিতে পারেন?

আরং—বটে! ঐ কথাটা ভুলে গেছ্‌লুম। এখনই বাবুর্চি মহাল হ'তে গো-মাংস এনে তোর মুখে গুঁজে দেয়াচ্চি।

নিঃ—জানি, আপনাদের সে বিদ্যে আছে। সে বিদ্যের জোরেই এই সোনার হিন্দুস্থান কেড়ে নিয়েছেন। জানি, গোরুর পাল সম্মুখে রেখে লড়াই ক'রে মুসলমান হিন্দুকে পরাস্ত করেছে—নইলে রাজপুতের বাহুবলের কাছে মুসলমানের বাহুবল সমুদ্রের কাছে গোষ্পদ। কিন্তু আবার একটা কথা আপনাকে মনে করিয়ে দিতে হ'ল। শোনেন নি কি যে, রাজপুতের মেয়ে বিষ সঙ্গে না নিয়ে এক পা চলে না? আমার নিকটে এমন তীব্র বিষ আছে যে, আপনার ভৃত্যেরা গো-মাংস নিয়ে এইখানে পা দেওয়ার পরেও যদি তা আমি মুখে দিই, তবে জাবন্তে আর আমার মুখে কেউ গো-মাংস দিতে পার্‌বে না। জাহাঁপনা! আপনার বড় ভাই দারা শেকোকে বধ ক'রে তার স্ত্রীকে ক'ব্‌লে কেড়ে আন্‌তে গেছিলেন, পেরেছিলেন কি? অধম খৃষ্টিয়ানাটা এসেছিল—জানি, রাজপুতানী দীল্লির বাদশার মুখে সাত পয়জার মেরে স্বর্গে চলে যায়নি কি? আমিও এখনি তোমার মুখে সাত পয়জার মেরে স্বর্গে চলে যাব।

আরং—(স্বগতঃ) আমি পৃথিবীপতি, সমগ্র ভারতবর্ষের ত্রাস—আর আমার সাম্‌নে এই নিঃসহায় অবলা নিঃসঙ্কোচে এইরূপ উদ্ধত বাক্য বল্লে। আজ আমি এর নিকট পরাজয় স্বীকার কর্‌লুম। এ অমূল্য রত্ন, একে নষ্ট করা হবে না! আমি একে অন্য উপায়ে বশীভূত ক'র্‌ব। (প্রকাশ্যে) তোমার নাম কি পিয়ারী?

নিঃ—ওকি জাহাপনা, আরও রাজপুত মহিষীতে সাধ আছে নাকি? তা

সে সাধও ত্যাগ ক'র্‌তে হচ্ছে। আমি বিবাহিতা, আমার হিন্দু স্বামী জীবিত আছেন।

আরং—সে কথা এখন থাক্। এখন তুমি কিছুদিন আমার এই রঙমহালে বাস কর। এ হুকুম বোধ করি তুমি অমান্য ক'র্‌বে না।

নিঃ—কেন আমাকে আটক ক'র্‌ছেন?

আরং—প্রথমতঃ এখন তুমি দেশে গেলে, আমার বিস্তর নিন্দাবাদ ক'র্‌বে, যাতে তুমি আমার প্রশংসা ক'র্‌তে পার, এখন তোমার সঙ্গে সেরূপ ব্যবহার ক'র্‌ব'। দ্বিতীয়তঃ তোমাকে আমার একটা কার্য্যে নিযুক্ত ক'রতে চাই, তুমি তা' ক'র্‌বে?

নিঃ—কি কার্য্য না জান্‌লে বল্‌তে পারি না।

আরং—আমি উদয়পুর দখল ক'র্‌ব—রাজপুরী দখল ক'র্‌ব; কিন্তু রাজপুরী দখল হ'লে পর রূপনগরীকে হস্তগত ক'রতে পার্‌ব কি না সন্দেহ। তুমি সেই বিষয়ে আমার সহায়তা ক'র্‌বে?

নিঃ—আপনি যদি উদয়পুরের রাজপুরী দখল ক'র্‌তে পারেন আমি চঞ্চলকুমারীকে এনে আপনার হাতে সমর্পণ ক'র্‌ব।

আরং—তোমার এ কথা বিশ্বাস কর্‌লাম; কেননা তুমি নিশ্চয় জান যে, যে আমার সঙ্গে প্রবঞ্চনা করে, তাকে টুক্‌রা টুক্‌রা ক'রে কেটে কুকুর দিয়ে খাওয়াতে পারি।

নিঃ—পারেন কি না, সে বিষয়ের বিচার হয়ে গেছে। কিন্তু আমি আপনাকে প্রবঞ্চনা ক'র্‌ব না—কারণ রাজপুত-মহিষীদের রীতি এই যে, শত্রুর হাতে পড়ার আগে চিতায় পুড়ে মরে। তাকে জীবিত পাব না বলেই এ কথা স্বীকার কর্‌ছি, নইলে আমা হ'তে চঞ্চল-কুমারীর কোন অনিষ্ট ঘট্‌বে না।

আরং—এতে অনিষ্ট কি? সে ত বাদশার বেগম হবে। যাক্, এখন শীঘ্রই লড়াইয়ে যেতেহ বে—বেগমমহলও সঙ্গে যাবে; যে ক'দিন যাওয়া না হয়—এখানে থাক; তারপর সেখান থেকে তোমার যেখানে ইচ্ছা যেও।

নিঃ—আপনি যেতে না দিলে আমার যাবার সাধ্য নাই। কিন্তু আপনি কয়েকটা কথা প্রতিশ্রুত হলেই থাক্‌তে পারি।

আরঃ—কি কি কথা?

নিঃ—হিন্দুর অন্নজল ভিন্ন আমি স্পর্শ ক'র্‌বনা।

আরং—তা স্বীকার ক'র্‌লুম।

নিঃ—কোন মুসলমান আমাকে স্পর্শ ক'র্‌বে না।

আরং—তাও স্বীকার ক'র্‌লুম।

নিঃ—আমি কোন রাজপুত বেগমের নিকটে থাক্‌ব।

আরং—তাও হবে। আমি তোমাকে যোধপুরী বেগমের নিকট রাখ্‌ব। চল, সেই বন্দোবস্ত ক'রে দিইগে। (প্রস্থান।)

পঞ্চম দৃশ্য।

উদয়পুর প্রান্তস্থ গিরি-সানুদেশ।

রাজসিংহ, কুমার জয়সিংহ ও ভীমসিংহ,

মোবারক, মানিকলাল ও অমাত্যবর্গ।

রাজসিংহ—রাজপুত। বন্ধুগণ! আজ বড় আনন্দের দিন। আজ বাদশা আলমগীর তাঁর যাবতীয় ফৌজ নিয়ে উদয়পুর ধ্বংশ ক'র্‌তে এসেছেন; আজ হিন্দু-মুসলমানের বল পরীক্ষা হবে; এতে হয়

মুসলমান চিরদিনের জন্য ভারতবর্ষের আধিপত্য হ'তে বঞ্চিত হ'বে, নয় রাজপুতের নাম হিন্দুস্থান হ'তে মুছে যাবে। মুসলমান অসংখ্য, আমরা মুষ্টিমেয়; তাদের সাজসরঞ্জাম, গুলিগোলা, অস্ত্রশস্ত্র প্রচুর, আমাদের নির্দ্দিষ্ট সংখ্যক; কিন্তু বাহুবলে আমরা তাদের চেয়ে বহু শ্রেষ্ঠ, আমরা সবাই ম'র্‌তে প্রস্তুত, আমাদের ভীত হবার কিছু নাই; আমরা আজ যবনকে দেখাব—রাজপুত ভীরু-হস্তে অসি ধারণ করে না, তারা সহাস্যে মৃত্যুকে আলিঙ্গন ক'র্‌তে পারে।

১ম অমাত্য—মহারাণা! আমরা সকলেই প্রস্তুত। আজ্ঞা করুন আমাদের কি ক'র্‌তে হবে?

রাজ—ভগবান একলিঙ্গের আশীর্ব্বাদে এ যুদ্ধে আমরা জয়ী হব—এ আশা আমার আছে। এক্ষণে সৈন্য সাজাতে হবে। অসংখ্য সৈন্যের সহিত মুষ্টিমেয় সৈন্য সমতল ক্ষেত্রে যুদ্ধ ক'র্‌তে সক্ষম হবে না। আমাদের সৈন্যদল তিনভাগে বিভক্ত কর, সমতল ভূমি ছেড়ে দাও; এক ভাগ কুমার জয়সিংহের কর্ত্তৃত্বাধীনে পর্ব্বত-শিখরে সংস্থাপিত হ'ক্, দ্বিতীয় ভাগ দ্বিতীয় কুমার ভীম সিংহের অধীনে পশ্চিমে স্থাপিত হ'ক—যেন সে দিকের পথ খোলা থাকে, যাতে অন্যান্য রাজপুতগণ সেই পথে প্রবেশ ক'রে সাহায্য ক'র্‌তে সক্ষম হন, তৃতীয় ভাগ আমার নিজের অধীনে থাক্—তারা পূর্ব্বদিকের গিরি-সঙ্কটে অবস্থান কর্‌বে।

১ম অমাত্য—বেশ তাই হ'ক্ মহারাণা।

রাজ—কিন্তু একটি কাজ করার আবশ্যক; মোগলকে কোন রকমে ভুলিয়ে এনে এই গিরি-সঙ্কটে প্রবেশ করান দরকার। এ কাজে কে সক্ষম হবে? তোমাদের মধ্যে উপযুক্ত লোক কে আছে?

মানিক—উপযুক্ত লোক আছে মহারাণা, আমি তার ব্যবস্থা কর্‌ছি।

রাজ—মানিক, তোমার কথায় আমি সম্পূর্ণ বিশ্বাস ক'রতে পারি। বেশ এর ব্যবস্থা তুমিই কর।

মানিক—যে আজ্ঞা মহারাণা। মোবারক সাহেব! এ কাজের আপনিই উপযুক্ত পাত্র। উদয়পুর আপনার নিকট এ উপকারটুকু প্রত্যাশা ক'রতে পারে কি?

মোবারক—অবশ্যই পারেন; আমি অকৃতজ্ঞ নই। আপনি আমাকে নূতন জীবনদান করেছেন এবং মহারাণার অধীনে কাজ দিয়েছেন। মোগলের কাছে আমি অপরাধীরূপে সর্পদংশনে মৃত, মোগল আমার কাছে আর কিছু আশা ক'রতে পারে না। আজ্ঞা করুন, কি ক'রতে হবে।

মানিক—কোন রকমে ভুলিয়ে মোগলকে এই গিরি-সঙ্কটে প্রবেশ করাতে হবে।

মবারক—আমি মোগল সওদাগর সেজে চল্লুম; আপনারা নিশ্চিন্ত থাকুন্।

(সেলাম করিয়া প্রস্থান)

মানিক—মহারাণা। মোবারক যেরূপ বুদ্ধিমান ও চতুর, তাতে অবিলম্বেই কার্য্যসিদ্ধি হবে, এমন বিশ্বাস ক'রতে পারা যায়।

রাজ—হাঁ, আমিও তা বিশ্বাস করি। এক্ষণে চল, আমি যেরূপ আদেশ করেছি, সেই ভাবে সৈন্য সাজাও। (সকলের প্রস্থান)

(অপর দিক দিয়া আরংজীব, বখ্‌ত খাঁ ও অনুচরবর্গের প্রবেশ)

আরং—বখ্‌ত খাঁ; সর্ব্বনাশ উপস্থিত! বাদশাজাদা আকবর সাহের সৈন্যের সঙ্গে আমার সৈন্য মিশ্‌তে যাচ্চে সংবাদ পেয়ে রাজসিংহ দ্রুতবেগে পার্ব্বত্যপথ অতিক্রম ক'রে এই গিরিসানুদেশে উপস্থিত হয়েছে। এখন যদি আমরা অগ্রসর হই, তা হ'লে রাজসিংহকে পার্শ্বে রেখে যেতে

হবে, আর রাজসিংহ যদি পার্শ্ব হ'তে আক্রমণ করে—তাকে কোন ক্রমেই বিমুখ করা যাবে না; পার্শ্বস্থিত শত্রুর সঙ্গে যুদ্ধ করতে গেলে সৈন্য ফিরিয়ে শত্রুর সম্মুখবর্ত্তী করা দরকার, কিন্তু এই সঙ্কীর্ণ পার্ব্বত্যপথে সেনা ফেরাবার ঘোরাবার স্থান নাই এবং তার সময়ও পাওয়া যাবে না। আর অগ্রসর হওয়া যুক্তিসঙ্গত নয়, তাহ'লে রাজসিংহ পশ্চাদ্‌গামী হবে, মাল আসবাব্ পত্র লুটপাট্ ও সেনাধ্বংশ ক'র্‌বে, রসদের পথ বন্ধ হবে। সম্মুখে আবার কুমার জয়সিংহের সেনা; সুতরাং উভয়ের মধ্যে প'ড়ে সসৈন্যে বিধ্বস্ত হ'তে হবে। কিন্তু রাজপুতের ভয়ে জগত-বিজয়ী মোগল সেনা ফিরে যাবে? সিংহ মূষিকের ভয়ে পালাবে? উদয়পুরের রাজা পশ্চাতে হাততালি দেবে? তা হ'লে যে পৃথিবী হাস্‌বে। না, এ কিছুতেই হ'তে পারেনা। এখনই দেখ, উদয়পুরে যাবার অন্য পথ আছে কি না।

বখ্‌ত—জাঁহাপনা! আমি পূর্ব্বেই খবর নিইচি। একজন মোগল সওদাগরের সাক্ষাৎ পাওয়া গেছে; সে পথ দেখিয়ে দিয়েছে, সে একটী পার্ব্বত্য রন্ধ্র-পথ—অতিশয় সঙ্কীর্ণ। কিন্তু পথটা সোজা পথ, শীঘ্র বা'র হওয়া যাবে। সে দিকে কোন রাজপুত সেনাও দেখা যায় নি।

আরং—যে পথ দেখিয়ে দিয়েছে, সে কি আমার সিপাই?

বখ্—না, সে একজন মুসলমান্ সওদাগর। উদয়পুরে শাল বেচ্‌তে গিয়েছিল, এইমাত্র মোগল শিবিরে বেচ্‌তে এসেছিল।

আরং—(কিছুক্ষণ চিন্তার পর) ভাল, সেই পথেই তবে ফৌজ নিয়ে অগ্রসর হও।

ষষ্ঠ দৃশ্য।

রন্ধ্র পথের অপর দিক্।

রাজসিংহ ও কুমার জয়সিংহ।

জয়। পরাজিত রণে পিতা মোগল বাহিনী,
সহস্র সহস্র অরি নিহত সমরে।
রন্ধ্রপথ বন্ধ করি' রাজপুত সেনা
প্রমত্ত বারণে বদ্ধ করেছে পিঞ্জরে,
রসদাদি যাহা কিছু করেছে লুণ্ঠন,
অবরুদ্ধ মোগলের রসদের পথ।
অনাহারে আরংজীব তিল তিল করি'
মরিবে সসৈন্যে এবে প্রতি দিনে দিনে
উৎসাহিত রাজপুত সমর-বিজয়ে—
উল্লাসে দিগন্ত ভেদি' করে জয়ধ্বনি।

রাজ। উল্লাসের কাল বৎস আসেনি এখন'।
সবে মাত্র পৌরজন বেগম মহলে
বন্দী করি' পাঠায়েছে মহিষী-সদনে,
আবদ্ধ হয়েছে মূঢ় দীল্লি-অধিপতি
পর্ব্বত-মাঝারে ক্ষুদ্র মূষিকের মত।
সন্ধি আসে এবে বহু মিনতি করিয়া
লিখেছে বিনয়-লিপি আমার সদনে;
উত্তর দিয়াছি আমি, যদি দিল্লীশ্বর

ক্ষমাভিক্ষা মাগি' আজি রাজপুত পাশে
স্বীকার করেন—আর ভারত মাঝারে
গোবধ, মন্দির-ভঙ্গ, জিজিয়া স্থাপন,
করিবেন পরিত্যাগ, জামাতৃ-কন্যায়
সাদরে লবেন গৃহে রোষ পরিহরি',
তবে সন্ধি সংস্থাপন হবে আমা সহ।
এখন' উত্তর কিছু আসেনি তাহার।
যদি এই সর্ত্তে সন্ধি হয় সংস্থাপন,
তখন করিও বৎস উল্লাস আমোদ।
চল এবে রণস্থলে সৈন্যগণ-মাঝে,
নতুবা উৎসাহ-ভঙ্গ হবে রাজপুত।
ধূর্ত্ত আরংজীব বৎস, কথায় তাহার
বিশ্বাস মুহূর্ত্ত তরে করিবেনা কভু;
কোরাণ লইয়া করে করিলে শপথ,
অকর্ত্তব্য তবু তারে করিতে প্রত্যয়।
বিন্দু মাত্র হেরে যদি অসতর্ক মোরা,
আক্রমিবে ক্ষণমাত্র দ্বিধা নাহি করি'।
চল, বৎস, সৈন্য-মাঝে, উৎসাহি' আবার
নাশিতে মোগল-বংশ ভারত হইতে।

(প্রস্থান)

পট পরিবর্ত্তন

রন্ধ্রপথ।

আরংজীব।

আরং। মোগলের আর্ত্তনাদে বধির শ্রবণ,
আর সহ্য নাহি হয়; মোগল-গৌরব
অস্তমিত আজি হায় রাজসিংহ-করে!
ক্ষুদ্র রাজপুত—পরাজয়ি' অনায়াসে,
ভুবন বিজয়ী সেনা মোগল-বাহিনী,
কাড়ি' নিল দম্ভ করি' বেগমসমূহে?
বামন হইয়া চাঁদ ধরিল অক্লেশে?
অসম্ভবে পরিণত করিল সম্ভবে?
রসদ বিহনে আজি আমারি সাক্ষাতে
ক্ষুৎপিপাসায় মরে অযুত সেনানী!
তুনিয়ার বাদশাহ আমি আলমগীর,
ছট্‌ফট্‌ করি' হায় দারুণ তৃষায়;
অনাহারে অনিদ্রায় বিকল শরীর,
কি করি কোথায় যাই, কি হবে উপায়!

(জনৈক সেনাপতির প্রবেশ)

সেনা—জাহাঁপনা! মহারাণা জবাব দিয়েছেন যে, তিনি সন্ধি স্থাপনে সম্মত, যদি আপনি—তিনি যে যে সর্ত্ত বলেছেন—তাতে স্বীকৃত হন।

আরং—কি কি সর্ত্ত বল?

সেনা—যদি আপনি সমগ্র ভারতে মন্দির ভঙ্গ, জিজিয়া স্থাপন, গো কোর্ব্বানি বন্ধ করেন—কৃতকর্ম্মের জন্য ক্ষমা প্রার্থনা করেন এবং পুনরুজ্জীবিত মোবারককে বাদশাজাদীর স্বামী বলে' স্বীকার ক'রে জামাতৃকন্যাকে ক্ষমা ক'রে গ্রহণ করেন, তবে তিনি সন্ধি-সংস্থাপনে সম্মত।

আরং—(কিছুক্ষণ ভাবিয়া) আচ্ছা, উত্তর দাও—এই সমস্ত সর্ত্তে আমি সম্মত আছি।

সেনা—যথা আজ্ঞা জাহাপনা। (প্রস্থান)

আরং।
দেখিব কাফের, কত বলবান তোরা!
পড়েছি বিপদে তাই করিনু স্বীকার
এই সন্ধি সংস্থাপন ঘৃণিত সর্ত্তেতে।
বাহির হইয়া এই রন্ধ্র পথ হ'তে,
সন্ধিপত্র বিদলিত করি' পদতলে,
সমুচিত প্রতিফল দানিব তো সবে।
রাজপুত নাম লোপ করিয়া ভারতে,
গোবধ, মন্দির ভঙ্গ, জিজিয়া স্থাপন—
পুনঃ সংস্থাপন করি' দেখাব জগতে
কত বল বীর্য্যবন্ত মোগল সম্রাট্—
করিব সার্থক তবে আলমগীর নাম।

(প্রস্থান)

সপ্তম দৃশ্য।

উদয়পুর রাজপ্রাসাদ-অন্দর-মহল্।

চঞ্চলকুমারী আসীনা।

দাসী-সঙ্গে উদিপুরী বেগমের প্রবেশ।

চঞ্চল—(উঠিয়া দাঁড়াইয়া) আসুন বেগম সাহেবা, বসুন।

উদিপুরী—(আসনে বসিয়া) তোমরা মোগলের নিকট মৃত্যু-বাসনা ক'র্‌ছ কেন?

চঃ –(ঈষৎ হাসিয়া) আমরা মৃত্যু-কামনা করি নি; তবে বাদশা সে-সামগ্রী আমাদের দিবার ইচ্ছায় এসেছেন। কিন্তু তিনি ভুলে গেছেন যে, হিন্দু যবনের দান গ্রহণ করে না।

উদি—(ঘৃণার সহিত) রাণা রাজসিংহের পূর্ব্ব পুরুষেরা মোগল বাদশাদের কাছে এ দান স্বীকার করে গ্যাছে।

চঃ—বেগম সাহেবা! আপনি ভুলে যাচ্ছেন, সে আমরা দান ব'লে স্বীকার করি নি; ঋণ ব'লে গ্রহণ করেছিলাম। আকবর বাদশার ঋণ প্রতাপসিংহ নিজে পরিশোধ ক'রে গ্যাছেন। আপনার শ্বশুরের ঋণ এখন আমরা পরিশোধে প্রবৃত্ত হয়েছি। তার প্রথম কিস্তী নেবার জন্য আপনাকে ডেকেছি। আমার তামাকু নিবে গেছে, অনুগ্রহ ক'রে আমাকে তামাকুটা সেজে দিন্।

উদি—উঃ, তুমিই আমাকে তামাকু সাজার নিমন্ত্রণ-পত্র পাঠিয়েছিলে?

চঃ—হ্যাঁ, আজ তোমাকে সেই নিমন্ত্রণ রক্ষার জন্য আনা হয়েছে।

উদি—(সগর্ব্বে) বাদশার বেগমে তামাকু সাজে না।

চঃ—যখন তুমি বাদশার বেগম ছিলে, তখন তামাকু সাজ্‌তে না। এখন তুমি আমার বাঁদী: তামাকু সাজ্‌বে। আমার হুকুম।

উদি—(রাগে কাঁদিয়া) তোমার এত বড় স্পর্দ্ধা যে, আলমগীর বাদশার বেগমকে তামাকু সাজ্‌তে বল।

চঃ—আমার ভরসা আছে, কাল আলমগীর বাদশা স্বয়ং এখানে এসে মহারাণার তামাকু সাজ্‌বে। তাঁর যদি সে বিদ্যা না থাকে, তবে তুমি তাঁকে কাল শিখিয়ে দেবে। আজ নিজে শিখে রাখ। দাসি, এর দ্বারা তামাকু সাজিয়ে নে।

দাসী—(উদিপুরীকে) এই ছিলিম উঠাও। (উদিপুরী উঠিল না, তখন দাসী হাত ধরিয়া তুলিতে আসিল। উদিপুরী অপমান-ভয়ে উঠিয়া এক পা বাড়াইতে না বাড়াইতে থর্ থর্ করিয়া কাঁপিয়া পড়িয়া গেল, দাসী ধরিয়া ফেলিল।)

চঃ—যাও, ওকে পালঙ্কে শয়ন করিয়ে শুশ্রূষা করগে। (দাসী উদীপুরীকে লইয়া গেল)।

(নির্ম্মলকুমারীর প্রবেশ)

নিঃ—সখি! জেবউন্নিসা বেগম দেখা ক'র্‌তে চায়।

চঃ—তা নিয়ে আয়—

নিঃ—বাদশা যুদ্ধে পরাজিত হয়ে মহারাণার নিকট সন্ধি প্রার্থনা করেছিলেন, শুনেছ ভাই!—মহারাণা রাজী হয়ে যে-যে সর্ত্ত বলেন, সবগুলিতেই বাদশা স্বীকার হওয়ায় সন্ধি সংস্থাপিত হয়েছে! ভারতে গো-হত্যা বন্ধ ক'রতে এবং মন্দির ভাঙ্গা বন্ধ ক'রতেও স্বীকৃত হয়েছে, মোবারককে জামাতা বলে গ্রহণ ক'র্‌তে এবং ক্ষমা কর্‌তেও

রাজী হয়েছে। এখন উদিপুরী ও জেবউন্নিসাকে ছেড়ে দিতে হবে। সব কথা যেন মনে থাকে। (অগ্রসর হইয়া নেপথ্যের দিকে চাহিয়া উচ্চকণ্ঠে) বাদশাজাদি ! আসুন।

(জেবউন্নিসার প্রবেশ ; চঞ্চলকুমারীকে জানু পাতিয়া অভিবাদন পূর্ব্বক)

জেব—মহারাণি ! আপনার নিকট আমি চিরকৃতজ্ঞ ; আপনার কৃপায় মৃত পতি ফিরে পেইছি ; আপনি আমার জীবন দান করেছেন। আমি কায়মনোবাক্যে প্রার্থনা করি, খোদা আপনার মঙ্গল করুন্।

চঃ—বাদশানন্দিনি, আপনি এক্ষণে মুক্ত। আপনার পিতা মহারাণার সঙ্গে সন্ধি করেছেন। তিনি আপনাদের বিবাহ মেনে নিতে রাজী হয়েছেন এবং আপনাদের ক্ষমা করেছেন।

জেব—মহারাণি, আপনি দেবী না মানবী ! আপনি শত্রু-কন্যার জন্য এত করেছেন ! আপনার ঋণ চির জীবনেও পরিশোধ ক'রতে পারব না।

চঃ—দাসি ! বেগমকে এবার এদিকে নিয়ে আয়—

(দাসীর উদিপুরীকে লইয়া পুনঃ প্রবেশ)

বেগম সাহেবা, আপনি এখন মুক্ত, যাবার জন্য প্রস্তুত হন।

নিঃ—(চঞ্চলকে) বেগম তোমার দাসীপনা কর্‌লে কৈ ? আমি সে নিমন্ত্রণ ক'র্‌তে দিল্লী গেছ্‌লুম, সে নিমন্ত্রণ রক্ষা ক'রলে না তো ?

উদিপুরী—(নির্ম্মলকে) তোমার জিব আমি টুক্‌রা টুক্‌রা ক'রে কাট্‌ব। তোমাদের সাধ্য কি যে আমাকে দিয়ে তামাকু সাজাও ? তোমাদের মত ক্ষুদ্র লোকের সাধ্য কি যে, বাদশার বেগম আটক

রাখ ? কেমন, এখন ছাড়তে হ'ল তো ? কিন্তু যে অপমান করেছ, তার সমুচিত প্রতিফল দেবো ; উদয়পুরের চিহ্ন মাত্র রাখ্‌ব না।

চঃ—শুনছি, মহারাণা বাদশার প্রতি দয়া করে তোমাদের ছেড়ে দিয়েছেন। তুমি তার জন্য একটা মিষ্টি কথাও ব'লতে জান না, অতএব তোমাকে ছাড়া হবে না। তুমি বাঁদী-মহলে গিয়ে আমার জন্য তামাকু প্রস্তুত ক'রে আন।

জেব—সে কি মহারাণি ! আপনি এত নির্দ্দয় ?

চঃ—আপনি যেতে পারেন, কেউ বাধা দেবে না। একে আমি এখন যেতে দিচ্ছি না।

জেব—মহারাণি, আপনি অতি মহৎ, উদার, দয়ার্দ্রহৃদয়, আপনি বেগমের উপর ক্রোধ ক'রবেন না, দয়া ক'রে ওঁকে ছেড়ে দিন্।

উদি—মহারাণি ! আমার অপরাধ হয়েছে, আমায় মাপ করুন।

চঃ—আচ্ছা, আমার জন্য একবার তামাকু প্রস্তুত কর, তবে যেতে পারবে।

উদি—তামাকু প্রস্তুত ক'রতে আমি জানি না।

চঃ—বাঁদীরা দেখিয়ে দেবে। দাসী, তামাকু সাজা দেখিয়ে দে।

(দাসী কর্ত্তৃক তামাকু সাজা দেখাইয়া দেওন এবং উদিপুরী কর্ত্তৃক তামাকু সাজিয়া দেওন)

চঃ—এবার আপনারা যেতে পারেন। সেলাম। বেগম সাহেবা ! এখানে যা' ঘটেছে, সমস্তই আপনি বাদশাকে জানাবেন এবং তাঁকে স্মরণ করিয়ে দেবেন যে, আমিই তাঁর তস্‌বীরে লাথি মেরে নাক ভেঙ্গে দিয়েছিলাম। আরও ব'লবেন আবার যদি তিনি কোন হিন্দু বালার অপমানের ইচ্ছা করেন, তা'হলে আমি কেবল তস্‌বীরে পদাঘাত করেই সন্তুষ্ট হব না।

(উদিপুরী ও জেবউন্নিসার অভিবাদনান্তে প্রস্থান)

নিঃ—সখি, মহারাণা তোমার পিতাকে আবার পত্র লিখেছেন, শুনেছ ?

চঃ—না ; পত্রের উত্তর এসেছে ?

নিঃ— হাঁ।

চঃ—কি উত্তর এসেছে ভাই ?

নিঃ—তোমার পিতা লিখেছেন যে, আমি দুই সহস্র অশ্বারোহী সৈন্য নিয়ে যাচ্চি।

চঃ—সৈন্য নিয়ে আস্‌চেন, এর কারণ কি কিছু বুঝতে পার ?

নিঃ—আমাদের অতো বুঝাবুঝির দরকার কি ! যা বুঝবার দরকার মহারাণা বুঝ্‌বেন।

চঃ—সেই ভাল, এখন এত মেহনতের পর চল, একটু বিশ্রাম করিগে।

(উভয়ের প্রস্থান)

অষ্টম দৃশ্য।

উদয়পুর দরবার।

(সানুচর রাণা রাজসিংহ উপবিষ্ট ; বিক্রম সোলাঙ্কির প্রবেশ)

রাজ—আসুন ; যুদ্ধের খবর কি ?

বিক্রম—মহারাণা। আজ মা জগদম্বার কৃপায় জয়শ্রী বহন ক'রেই উপস্থিত হয়েছি। দিলীর খাঁ ও বাদশাজাদা আকবরের সৈন্যসমূহ বিধ্বস্ত—অধিকাংশই হত, হতাবশিষ্ট পলায়িত।

রাজ—আপনার এই সংবাদে পরম আপ্যায়িত হলুম ; আজ আপনি সোলাঙ্কির যথার্থ পরিচয় দিয়েছেন।

বিক্রম—মহারাণা। আপনি অনুগ্রহ ক'রে আমার প্রদত্ত নজর দুই সহস্র অশ্বারোহী সৈন্য এবং আমার তরবারি গ্রহণ ক'রে আমায় ধন্য করেছেন ; এক্ষণে আর একটি উপহার বাকি আছে।

রাজ—কি উপহার বলুন ! আপনার ন্যায় বীরের প্রদত্ত সামগ্রী গ্রহণ না করার কোন কারণ দেখ্‌ছি না।

বিক্রম—আমার সেই কন্যাটা—যার জন্য আপনাকে দুর্ব্বুদ্ধি বশতঃ তীব্র চিঠি লিখেছিলাম। কায়মনোবাক্যে আশীর্ব্বাদ ক'রে আপনাকে সেই কন্যা সম্প্রদান ক'র্‌তে ইচ্ছা করি। অধীনের এ দান গ্রহণ কর্‌বেন্ কি ?

রাজ—স্বীকৃত আছি : কিন্তু আপনার যে আপত্তি ছিল, তা খণ্ডন হয়েছে কি !

বিক্রম—মহারাণা। আর লজ্জা দিবেন না : ধৃষ্টতা মাপ করুন। মহারাণ রাজসিংহ জীবিত থাক্‌তে, ভরসা করি, আর কোন রাজপুত মোগল বাদশাকে নজর দেবে না ; মোগল ভাতি এখন অন্তর্হিত হবে—তার বোধ হয় আর রাজপুতানার দিকে ফিরে চাইতেও শঙ্কা বোধ ক'র্‌বে; আপনি মোগলকে যেরূপ শাসিত করেছেন, তাতে আশা করি, সমস্ত রাজপুত মিলিত হয়ে আপনার অধীনে কার্য্য ক'র্‌লে অচিরে মোগল সাম্রাজ্যের উচ্ছেদ হবে। এক্ষণে দয়া ক'রে বলুন—আমার শেষ প্রার্থনা মঞ্জুর কর্‌লেন কি না ?

রাজ—আমি তো পূর্ব্বেই বলেছি, বীরের দান গ্রহণ ক'র্‌তে আমি কখন কুণ্ঠিত নই।

বিক্রম—(আহ্লাদে) তবে আজ্ঞা করুন মহারাজাধিরাজ, চঞ্চলকুমারী এখানে হাজির হ'ক্।

া—(দৌবারিকের প্রতি) দৌবারিক, রাজকন্যা চঞ্চলকুমারী,
নির্ম্মলকুমারী ও মানিকলালকে শীঘ্র এখানে আস্‌তে বল।

—যথা আজ্ঞা মহারাণা। (দৌবারিকের প্রস্থান)

ম—মহারাণা ! আপনার বীরত্বে যেরূপ সন্তুষ্ট হ'চ্ছি, আজ আপনার
উদারতায় ততোধিক বিস্মিত হলুম। আপনি যথার্থই প্রতাপসিংহের
উপযুক্ত বংশধর এবং সমগ্র রাজপুত জাতির গৌরবস্থল।

চঞ্চলকুমারী, নির্ম্মলকুমারী ও মানিকলালের প্রবেশ এবং মহারাণা
ও বিক্রম সোলাঙ্কিকে প্রণাম করিয়া নীরবে অবস্থান)

ক্রম—(চঞ্চলের হাত ধরিয়া) মা, আজ আমি সর্ব্বান্তঃকরণে আশীর্ব্বাদ
ক'রে এই রাজপুতকুলতিলক, বীরেন্দ্রকেশরী, অবলাবান্ধব মহারাজা-
ধিরাজ মহারাণা রাজসিংহের করে তোমাকে সমর্পন করলুম. তুমি
তাঁর উপযুক্তা মহিষী হ'য়ে সতী সতীর পরিচয় দিয়ে রাজপুতকুল ধন্য কর।

(বৃদ্ধ চারণের প্রবেশ এবং মহারাণা প্রভৃতি সকলের প্রণাম করন)

জ—চারণদেব, বহু কাল পরে, আপনার পদধুলি প'ড়ে উদয়পুর প্রাসাদ
আজ পবিত্র হ'ল।

রণ—আমার মিলন দেখার বড় সাধ—তাই দেখ্‌তে এসেছি। এত-
কাল তো মিলন ছিল না—তাই আসি নি। জলে-জঙ্গলে, পাহাড়ে-
পর্ব্বতে, উপত্যকায়-মরুভূমে দিন রাত মিলন মিলন ক'রে ছুটে ছুটে
বেড়িয়েছি—গলা চিরে ফেলিচি, কেউ আমার কথায় কাণ দেয়নি ;
মেবারের পাহাড়ে বসে কেঁদে কেঁদে পাহাড় সিক্ত ক'রে ফেলিছি—
কেউ ফিরে চায় নি—আমার ক্রন্দন-গীত শুনে বনের পশু পক্ষী

কেঁদেচে, কিন্তু রাজপুতের চোখে এক ফোঁটা জল ঝরেনি,—তাই এতদিন আসিনি। আমি রাজপ্রাসাদ দেখতে চাইনে, আমি দেখতে চাই মিলন, আমি মিলন বড় ভালবাসি; মিলন আমার ধ্যান—মিলন আমার জ্ঞান—মিলন আমার সর্ব্বস্ব। আজ মিলন হয়েছে, তাই ছুটে এসেছি; আজ রাজপুত রাজপুতে মিলেছে, হিন্দু হিন্দুতে মিলেছে, আজ প্রকৃতি পুরুষে মিলন হচ্ছে. আমার আহ্লাদে বুক ফুলে উঠেছে—স্থবির দেহে যুবার বল এসেছে—জরাগ্রস্থ বাহুতে ভীম শক্তি পেইছি। আজ লুপ্ত গৌরব ফিরে এসেছে—হিন্দুস্থান রুদ্র তেজে জ্বলে উঠেছে—আজ ঘুমন্ত ছেলে মায়ের ডাকে আবার জেগে উঠেছে!

[গীত]

আজ উঠিল জাগিয়া মহান গৌরবে রুদ্রতেজে হিন্দুস্থান।
প্রগাঢ় আঁধার বিনষ্ট করিয়া ভাতিল সূর্য্য দীপ্তিমান॥
সপ্ত সিন্ধু উঠিল গরজি সুপ্ত নহে ভারত-সন্তান।
মোহ নিদ্রাঘোর গিয়াছে কাটিয়া উঠেছে জাগিয়া কোটী প্রাণ।
শক্তি-ইঙ্গিতে প্রধুপ্ত শক্তি প্রজ্বলিত ওই বর্ত্তমান।
মিলনে এবার কাঁপিবে সভয়ে থর-থর করি' বিশ্বখান্॥
জীমুত মন্দ্রে উঠিবে গর্জ্জিয়া ভারত গৌরব আর্য্যস্থান।
সে শুভ বারতা প্রচণ্ড আরাবে বহিবে ত্বরিত তড়িৎযান।
এসেছে ঋদ্ধি আসিবে সিদ্ধি বৃদ্ধ চারণ তুলিবে তান।
ভারত ব্যাপিয়া তরঙ্গ-হিল্লোলে গাহিবে হিন্দু-বিজয়-গান।
সমুদ্র মথিয়া উঠিবে হাসিয়া বিজয় লক্ষ্মী মূর্ত্তিমান্।
গোলোকে বসিয়া তোদের মস্তকে করিবে আশিস্ শ্রীভগবান্॥

(যবনিকা পতন।)